











PK 1319

4629/13

# বিজয়াবসান ।

কাব্য ।



বিজয়াবসন্ত কুমারী রায় এম, এ, বি, এল,  
কর্তৃক রচিত ।

মূল্য—১।।০ টাকা মাত্র ।



# বিক্রমাবসান ।

কাব্য ।

শ্রীমন্ত কুমার রায় এম এ, বি, এম,

কড়ক রচিত

শ্রীমন্তকুমার সরকার বি, এ,

কড়ক প্রকাশিত ।

4 August 1918

Printed by A. C. Barman

Edward Printing works Nawabpur Dacca.

## প্রাপ্তিস্থান

- ১। এলবার্ট লাইব্রেরী — নবাবপুর ঢাকা
  - ২। রিপন লাইব্রেরী — পাটয়াটুলি ঢাকা
-

# শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০	ভূমিকা	রেসম	সমরে
* ১০	"	মৈত্রীভাবাপন্ন	মৈত্রীভাবাপন্ন
১৬	৬৫	ণালে	নালে
"	৬৭	বেদাক	বেদাঙ্ক
২১	১১	ব্রভঙ্গে	ব্রভঙ্গে ।
২২	৪৩	ছিত্ত	চিত্ত
৩০	৫০	প্রনিধান	প্রণিধান ।
৩৪	৬৭	পারিরে	পারি রে ।
৪৫	১১২	মেইভাই	যেইভায় ।
৬৪	১৪	কান্দে	চান্দে
৬৯	৩৬	বহঙ্গ	বিহঙ্গ ।
৭১	৪৭	যাপণ	যাপন
৭৮	২৮	তদিড়ক	* তড়িদক
৯২	২১	হে	হো
১০২	৬৪	এড়েই	এড়াই
১০৫	২	একাকিনা	একাকিনী
১০৭	১২	গাবে	গাহে
১১৯	৫৯	প্রভ	প্রভা
১২২	৮	পসে	তাপসে
১২৩	১৫	বায়	বায়

১২৩	পাদটীকা	হইতেমছে	হইতেছেন
১৩৭	১২	প্রীতি	প্রীতি
১৩৮	পাদটীকা	যতদূর	যতদূর
১৪৩	৩৯	মোদেরে	মোদেরো
১৪৪	৪৫	নিজাশয় ;	নিজাশয়
১৪২	১৫	অন্ধি	অন্ধি
১৭১	পাদটীকা	*	†
১৭১	"	রাজহা	রাজহানের
১৭২	পাদটীকা	মহাপদ্ম	মহাপদ্ম
১৭৬	"	সন্মিলন	সন্মিলন
১৭৭	১৫	হিজলী রাষ্ট্র	হিজলীরাষ্ট্র
১৭৭	১৬	চারাদকে	চারিদিকে
"	১৮	দেশমুখ্যবারগণ	দেশমুখ্যবীরগণ
১৮১	৩৪	ইউ	ইউ
১৯২	৪৩	সমারান্ত	সমারান্ত
১৯৬	৬০	বাধিয়া	বাধিয়া
১৯৭	৬৪	বারাভিবাহিত	বীরাভিবাহিত
১৯৮	৭৬	ভুর্কার	ভুর্কার

# ভূমিকা ।



বিজয়াবসান প্রকাশিত হইল। এই কাব্যের প্রথমসর্গের কতক অংশ কয়েক বৎসর পূর্বে বান্ধব-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপর পথিতনামা বান্ধব-সম্পাদক কবিকে বলেন “It is genuine and high poetry, ( ইহা আসল এবং উচ্চস্তরের কবিতা ) ; এখন ইহা গ্রন্থাকারে বাহির করুন, আমি ইহার ভূমিকা লিখিব ; কিন্তু অতি চোখা চক্ষে ইহার গ্রন্থ দেখিতে হইবে । ” প্রকৃৎ তিনি নিজেই দেখিতে সম্মত হন। গ্রন্থকারের প্রতি বান্ধব-সম্পাদকের কত শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব ছিল, তাহা অনেকে অবগত আছেন। বিজয়াবসান সম্বন্ধে পথিতনামা বান্ধব-সম্পাদকের বহুমূল্য মন্তব্য কবির বন্ধুসমাজে তৎক্ষণাৎ বিস্তৃত হইল ; তাঁহারা কবিকে ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু নানা কারণে গ্রন্থপ্রকাশে বিলম্ব হইতে লাগিল ; ইত্যবসরে বাঙ্গালীসাহিত্যের বিজয়ধ্বজ বান্ধবসম্পাদক অকস্মাৎ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। বিজয়াবসান-কাব্য আর বান্ধবসম্পাদকের লিখিত ভূমিকারূপ জয়পতাকায় সমলঙ্কৃত হইয়া বাহির হইতে পারিল না !! তাই আজ আমার হ্রায় অকৃতী ব্যক্তি বিজয়াবসানের ভূমিকা লিখিতে বাধ্য হইল।

বিজয়বাসানের কাব্যংশ সবকে কোন কথা বলিবার পূর্বে কাব্যে বর্ণিত আখ্যানটি অগ্রে উপন্যস্ত করা আবশ্যিক মনে করি। কাব্যের আখ্যানভাগটি এই :—

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সেকেন্দর নামক পাঠান বাদশাহ গোড়ের সিংহাসনে অধিকৃত হন। তৎকালে বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তস্থিত মেদিনীপুর বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু নরপতিগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। পাঠান বাদশাহগণ ইতিপূর্বে বহু চেষ্টায়ও এসকল হিন্দুরাজ্য স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন নাই। এইসকল রাজ্যের অব্যবহিত পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমাতে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সন্ধিভাগস্থ অরণ্যময় পার্বত্য প্রদেশ তৎকালে স্বাধীন পার্বত্যরাজবর্গের শাসনাধীনে ছিল, এবং দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তীর্ণ উৎকলসাম্রাজ্য তখনও হিন্দুনরপতিগণের বাহুবলে পরিরক্ষিত হইতেছিল। সেকেন্দর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধনধান্যবহুলা-উৎকল-ভূমির প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উৎকলের প্রবেশপথে প্রতাপান্বিত হিজলীরাজ্য অবস্থিত। হিজলী বিজয় ও স্ববশে আনয়ন করিতে না পারিলে উড়িষ্যা-প্রবেশ অসম্ভব দেখিয়া সেকেন্দর সর্বপ্রথমে হিজলী-আক্রমণের অভিলাষী হইলেন। হিজলীপতি দিব্যসিংহ (হরিদাস) দুর্বল হস্তে অসি ধারণ করিতেন না; দেশ বিদেশে তৎকালে হিজলী বীরগণের বীরত্বগাথা কীৰ্ত্তিত হইত। বিশেষতঃ হিজলীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইলে উৎকল, তমলুক, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি রাজ্যের নরপতিগণ একযোগে গোড়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই সকল কারণে গোড়েশ্বর সহসা ~~বিস্মিত~~ প্রবৃত্ত না হইয়া কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণে সচেষ্ট হইলেন।

উড়িয়া ও হিজলীর মধ্যভাগস্থিত পূর্বকথিত পার্শ্বতা রাজগণ গোড়েশ্বরের পক্ষে থাকিলে, যুদ্ধকালে উহারা একদিকে হিজলীর সাহায্যার্থ প্রেরিত উৎকল-সৈন্যের গিরিপথ রোধ করিতে এবং অপরদিকে বিষ্ণুপুরাদি অপর হিন্দুরাজ্যনিচয়ের পৃষ্ঠভাগে উপদ্রব করিয়া তদন্ত দেশীয় রাজত্ববর্গকে বিভ্রত রাখিতে পারিবেন বুলিয়া গোড়পতি তদঞ্চলে গুপ্তচর (বিদূরথদাসকে) প্রেরণ করিলেন।

হিজলীরাজ চারমুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৌশলে ঐ সকল বত্তরাজাদিগকে হস্তগত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেনাপতি ঘনদাস এবং রাজকুমার বিক্রমদাসকে মুগয়া-ব্যপদেশে পার্শ্বতাঅঞ্চলে প্রেরণ করা স্থগির হইল। ইহারা মুগয়াছলে তথায় অবস্থান করিয়া রাজগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবেন।

ইত্যবসরে একদা রাজা হরিদাস রাজ্ঞী বিভাবতীর সঙ্গে উপনীত হইয়া চিন্তাকুলা মহিষীকে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী তত্বতরে রাজাকে পূর্বকৃত একটি মানসের কথা নিবেদন করিলেন। পূর্বকথিত পার্শ্বতা প্রদেশে শ্রীখণ্ড-গিরির শৃঙ্গে অনাদি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ্ঞী মানস করিয়া ছিলেন যে রাজকন্যা প্রভা স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া সেই নিভৃত-কাননস্থিত ভগবান্ ভূতপতির অর্চনা করিয়া মনোমত বর প্রাপ্ত হইবেন। কন্যা এখন বিবাহযোগ্যা, অতএব এখন ধাত্র্যেয়ী সঙ্গে তাঁহাকে শ্রীখণ্ডাচলে প্রেরণ করা আবশ্যক। রাজা হরিদাস রাজ্ঞীর কথায় সন্মত হইয়া ধাত্র্যেয়ী বিদ্যাবতীসহ কন্যাকে সৈন্য ঘনদাস ও কুমার বিক্রমদাসের স্বরক্ষণাবেক্ষণে শ্রীখণ্ডাচলে প্রেরণ করিলেন। রাজকন্যা শিবার্চনার এবং কুমার

ও সেনাপতি বনদাস যুগ্মস্বাক্ষরে রাজনৈতিক কার্যে ব্যাপ্ত হইলেন।

রাজকন্যা প্রথম দিবসের পূজা সমাপ্ত করিয়া ধাত্রেরী ও সহচরীবৃন্দসহ হেমপ্রস্থে পটাবাসে প্রত্যাবর্তন করিতে ছিলেন এমন সময়ে অকস্মাৎ একটা মদমত্ত বত্তহস্তী পৰ্ব্বতহইতে বহির্গত হইয়া রাজ-কন্যা প্রত্যাকে লক্ষ্য করত গর্জিতে গর্জিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বত্তগজের ভীষণ বৃংহণে ভীতিবিহ্বলা কন্যাগণের আশ্রিত্যে বনভূমি পরিপূর্ণিত হইল। হস্তীটা সবেগে রাজ কন্যাহইতে পঞ্চহস্ত দূরপর্যন্ত আগমন করিয়াই সহসা চীংকার করিতে করিতে ভূপতিত ও গতাস্ব হইল। কন্যাগণ ব্যতিব্যস্ত ভাবে প্রত্যাকে লইয়া একটু দূরে সরিয়া বিত্রস্তভাবে এক শিলাতলে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে একজন অপরিচিত বীরযুবক ধনুর্ধারণহস্তে কিরাতবেশে গজপার্শ্বে আসিয়া সগর্বে দণ্ডায়মান হইলেন। ইনিই দূরহইতে দূরপাণী বাণাবাতে মত্তগজ বরকে অকস্মাৎ বধ করিয়াছিলেন। ধাত্রেরীর আদেশে তরলিকা ঘাইয়া এই বীর যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতাবসরে রাজকন্যা ও বীরযুবক উভয়েই পরস্পর সন্দর্শনে একটু বিবশ ও আকৃষ্ট হইলেন, এবং এই হইতেই উভয়ের প্রীতি বিবর্তিত হইয়া একটা বিশ্বাস্য ভাব ধারণ করিল। এই যুবক গজেন্দ্র-বংশীর কুমার। গিরিবাসী কিরাতরাজ বাল্যে তাঁহার ধনুঃশিক্ষার আচার্য্য ছিলেন। পার্শ্বত্যরাজগণ সকলেই তাঁহার পিতার সঙ্গে মৈত্রীভাবাপন্ন। তিনি আচার্য্যের সহিত দেখাকরা উপলক্ষে আসিয়া কিরাতরাজপুত্র বজ্রবর “ডল্লের” সহিত সেই গিরিপ্রস্থে যুগ্মস্ব উপলক্ষে বিচরণ করিতেছিলেন। এবং তদবস্থায় রাজ

কন্তাকে বিপর্যস্ত দেখিয়া বাণাঘাতে উন্মত্ত গজকে বধ করিয়া ছিলেন।

রাজকন্তা ও কুমার গজেন্দ্রের অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবস্থায় হিজলী রাজকুমার বিক্রমদাস এক দিবস যুগলাকালে জনৈক কিরাত-তাপসকে গোড়ের গুপ্তচর দ্বারা শূলাঘাতে বধ করিয়া ফেলিলেন। পরন্তরাজপুত্র ডল্ল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কুমার বিক্রমদাসকে এই অন্ত্যায় কার্যের প্রতিফল দিতে অগ্রসর হইলেন, ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল; ডল্ল যুদ্ধে পরাজিত হইবেন এমন সময় কুমার গজেন্দ্র তথায় প্রবেশ করিয়া বন্ধু ডল্লের পক্ষ অনলঙ্ঘন বিক্রমদাসসহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর উভয়েই ক্লান্ত হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় হিজলী-সেনাপতি ঘনদাস সসৈন্তে তথায় উপস্থিত হইয়া কুমার গজেন্দ্রকে বান্ধিয়া শিবিরে আনয়ন করত কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এ কার্যটি প্রভাব অনুরাগ-সাফল্য ও রাজার কার্য্য, এই উভয়েরই বিষম অনুরায় হইয়া উঠিল। (১)

এদিকে গজেন্দ্রবংশের রাজা সাগর-সঙ্গম-তীরে যাইয়া দৈবে হিজলীরাজ হরিদাসের সঙ্গে বন্ধুত্বস্থলে আবদ্ধ হন; তিনি গোড়পতির সহিত বিবাদের সমুদয় কথা জ্ঞাত হইয়া রাজা হরিদাসকে লইয়া নিজ রাজধানীতে যাইবার পথে শ্রীখণ্ডাচলের সমীপস্থ হিজলীকুমার বিক্রমদাসের শিবিরে উপস্থিত হইলেন, এবং পরদিন প্রভাতে দেখিলেন, তাহারই কুমার গজেন্দ্র হিজলী শিবিরে কারারুদ্ধ !! হিজলীপতি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কুমার গজেন্দ্রের সহিত নিজকন্তা প্রভার পরিণয় দেওয়া স্থগিত করিলেন।

(২) নাট্যে এইরূপ অন্তরায় সংযুক্ত অংশকে বিমর্শসন্ধি বলে।

রাজা গজেন্দ্র এবং তত্ত্বাত্ত্য পার্শ্বভ্যরাজগণের অজুরোধে রাজা হরিদাস ত্রীখণ্ডাচলস্থিত নিবাসতনেই কত্কা প্রভার বিবাহকাৰ্য্য সম্পন্ন করিলেন। ফলে পার্শ্বভ্যরাজগণ সকলেই হিজলী-পতির বন্ধু হইলেন। গোড়পতি সেকেন্দর এইরূপে নীতিকোশলে পরাজিত হইয়া হিজলীর সঙ্গে প্রকাশ্যযুদ্ধ ঘোষণা করত হিজলী আক্রমণ করিতে চলিলেন। হিজলীরাজ হরিদাস বন্ধু-নরপতিদিগের সহিত মিলিত হইয়া সসৈন্তে নিজরাজ্যের সীমানায় গোড়েশ্বরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষে উভয় সৈন্তের দেখা হইবার পর যুদ্ধ বাধিল। তিন দিবস যুদ্ধের পর গোড়পতি সন্ধি করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। রাজা হরিদাস হিজলীতে যাইয়া রাজ্য শাসন ও ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। এই গেল কাব্যোক্ত উপাখ্যান।

কাব্যের উপক্রমটি এই;—একদিবস প্রসিদ্ধ ময়নাগড় দুর্গে রাজগণের বার্ষিকাবিষেক উপলক্ষে উৎসব হইতেছে, এমন সময় কবি অবধূতবেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রক্ষী সৈনিকগণ তাহাকে উন্নতজ্ঞানে তাড়াইয়া দিতেছে, এমন সময় একজন সেনানী তাঁহাকে অবধূতবেশধারী কবি বুলিতে পারিয়া সমাদরে রাজসভায় লইয়াগেলেন। রাজা কবিকে পূজা করিয়া স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইলেন এবং রাজার ইচ্ছিতে মন্ত্রী কবিকে একটি লক্ষণাঙ্কিত মহাকাব্যগান করিতে বলিলেন। কবি বীণাধ্বনিতে সত্যস্ব লোকদিগকে বিবশ করিয়া বিজয়াবসান কাব্য গান করিলেন।

আশাকরি সহৃদয়গণ এই আখ্যান ও কাব্যরস্ত্রের শুণ গ্রহণ করিবেন।

কব্যসাধনে আমাদের অধিক কিছু বলিবার বাসনা নাই; কাব্যের দোষণে সহস্রের বিচার অপেক্ষা করে। তবে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা নিতান্ত অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের বিবেচনার কাব্য মাত্রই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; বধা, - ঠোঁটজাতীয়, এবং ঞ্চপদ-খেয়াল জাতীয়। টোঁট শ্রেণির কাব্য আকারে খণ্ডিত, ভাষায় পাতলা, ভাবে তীব্রমধুর, ইন্দ্রিয়ের উপর সহজেই দ্রুতক্রিয়ানীল, অন্তস্তল-স্পর্শী, এবং অনেক সময়ে অশ্রবিন্দুর সহিত ক্রীড়াকারী; কিন্তু উহা ঞ্চপদখেয়াল জাতীয় মহাসঙ্গীতের স্থায় সর্বতোমুখ-তরঙ্গাকুল গভীর আনন্দ প্রদানে সমর্থ হয় না। যেমন ঞ্চপদ-খেয়াল সঙ্গীত ও টোঁট গীতের অবস্থা এবং আসর স্বতন্ত্র, তেমনই টোঁট জাতীয় কাব্য ও ঞ্চপদ-খেয়াল জাতীয় কাব্যের অবস্থা এবং আসর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিজয়াবসান এই শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্য। টোঁটার আসরে ইহা গীত হইতে পারে না।

এই কাব্যের আশ্রয় রসের একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিয়াছে। সে প্রবাহ কোথায় বা অন্তস্তলবাহী ক্ষুদ্রগঙ্গাবৎ, কোথায় বা খরস্রোতা গিরিনিঝরিণীরূপে বহমান, কোথায় ও উহা উত্তালতরঙ্গমালাকুল পদ্মানদীর স্থায় বিশাল, গভীর ও বেগ-কল্লোল-ব্যাকুল।

কাব্যের প্রথমেই বাঙ্গালার দক্ষিণপাশ্চাত্যের পুরাতন বীৰ্য্যোদ্দীপ্ত অবস্থার মলিনছবি একটা বিষাদমধুর গভীরভাবে আনিয়া উপস্থিত করে। উহার পরস্থিত হিজলী নগরীর সমুজ্জল বর্ণনা একটি আনন্দ ধারা বিশেষ। রাজা ও চরের কথোপকথনটি অর্ধগৌরব ও উৎসাহে ক্ষীত। রাজা হরিদাস ও রাণী বিভাবতীর

প্রথমযোবনকালীন শ্রীখণ্ডচলভ্রমণের কাহিনী মধুময়ী-প্রীতির নিভৃত করুণ-প্রবাহ। রাজকন্তা প্রভার অলোকসুন্দররূপ, কমলীয়তা, নম্রতা, শ্রীখণ্ডচলপথে বনকন্তাগণের নৃত্যগীত ও রাজকন্তা-দর্শন একটা অতি বিচিত্র সৌন্দর্য্য-প্রবাহ। দূরহইতে কন্তাগণের শ্রীখণ্ডচল-সন্দর্শন এবং তত্পলক্ষে শ্রীখণ্ডের শোভা বর্ণন একখানি হৃদয়হারী অনুপম জীবন্ত আলোচ্য। এ বর্ণনার তুলনা নাই; উহা ভূমিতলস্থ স্বর্গবিশেষ, এবং উহা দিব্যপ্রীতির উপযুক্ত ভূমিই বটে। হেমবনস্থ সরোবরে কন্তাকুলের স্নান ও কমলচয়নাদি নিরুদ্ধ আশার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা বলিলেই হয়। প্রথমদিনের পূজাস্তে রাজকন্তা প্রভার প্রতি গজের আশ্বিন, অকস্মাৎ ধনুর্কোণধারী বীরযুবকের উপস্থিতি, তদীয় 'বীরশ্রীলাঙ্ঘিত বীর বর্ণনা, তাঁহার নিকট তরলার গমন, বিভ্রমময় উদাস্ত ভাবের অসাধারণসৌন্দর্য্যপূর্ণ সম্ভাষণটি, আশা ও আশঙ্কার উচ্চতম ভূমিকাগত ক্রিয়াবিশেষ। উহার যে তুলনা কোথায় মিলিবে, তাহা জানি না।

প্রভার প্রথম হৃদয়-বিকার, গজেন্দ্রের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেমাবস্থা, চন্দ্রালোকে সরোবরতটে পুষ্প-শয্যায় প্রভার শয়ন, নিশীথের সেই চন্দ্রালোকময়ী বর্ণনা, গজেন্দ্রের সেই প্রলয়-কারিণী প্রীতিগাথার ভাব, দৈবে উভয়ের দর্শন ও নিস্তকতা প্রভৃতি স্থলের কোন উপমাই নাই। অনুরাগের এই মহিমময়ী বর্ণনায় ভারতের চিরপ্রিয়, চিরবাস্তিত সেই প্রেম-প্রবাহজনিত কৃশতা, ঘনি, মোহ ও উন্মাদ প্রভৃতি দশার অনন্তসাধারণ ভাবগুলি এই কাব্যে ভয়াবহশক্তি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সহৃদয় মাত্রেই উহা পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত এবং স্তম্ভিত হইবেন সন্দেহ নাই।

হিজলী কুমার ও গজেন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনা ও গজেন্দ্রের প্রীতিভূতি, কিরাতভাপসের অভিষাপ, গজেন্দ্রের বন্ধন, প্রভা ও গজেন্দ্রের নৈরাশ্র, নিশীথে গজেন্দ্রের কারাগার হইতে ছুটিয়া চন্দ্রালোকে প্রভার নিকেতন দর্শন ও প্রত্যাগমন, প্রেমগাঁথার পরাকাষ্ঠা,— প্রীতির প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা।

রাজগণের সমাগম, উদ্‌যোগ, গৌড়েশ্বরের সৈন্ত পরিচালন, বীরত্ব, হিজলী পক্ষীর বীরগণের উৎসাহ ও যুদ্ধ প্রভৃতি প্রশাস্তি ও গান্ধীর্থ্যের সহিত বর্ণিত, এবং একটা প্রশান্ত গভীর বীর ভাবের ব্যঞ্জক। বীররস বর্ণনায় সাধারণ কবিগণ যেরূপ একটা উন্মাদ-জনিত কটমটভাবে প্রকাশ করেন, সেরূপ কিছু ইহাতে নাই।

এই কাব্যের ভাষাসম্পদ একটা বিশেষ সামগ্রী। রচনার বেগে ছোট বড় সহজ কঠিন শব্দরাশি যথাস্থানে অনর্গল ধারায় পদ্মাপ্রবাহের স্তায় গড়াইয়া চলিয়াছে। ভবভূতির ভয়াবহ রচনার মধ্যে শব্দরাশির যে একটা অনর্গল-প্রবাহ লক্ষিত হয়, এই কাব্যেও তাহাই বর্তমান। শব্দসম্পদশালী কবিদিগের ভাষায় একটা অন্তস্তল-বাহিনী অনুপ্রাসধারা অথবা প্রাণধারা থাকে ইহা সংস্কৃতে কবি কালিদাসের প্রতিপংক্তিতে প্রত্যক্ষ। বাঙ্গালা ভাষায় মেঘনাদবধকাব্যে ইহা অসামান্য মাধুর্য্য, এবং বাক্য সম্পাদকের মহতী রচনায় কি একটা মোহময় গদ্‌গদ ভাব যোজনা করিয়া দিয়াছে। এই গুণ রচনার উচ্চতম বিশেষ ; উহা “জ্ঞ” “ল” “ন্” প্রভৃতি কোমলবর্ণের সন্নিবেশ নহে, অথবা “ললিতলবঙ্গলতা” র স্তায় কিছুও নহে। ইহাকেই প্রাচীন কবিগণ “শব্দপাক” নামে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এইগুণ বিজয়াবসানে জাজ্বল্যমান।

ঐতিহাসিকদিক দেখিতে গেলে, এইকাব্যে আমরা তদা-  
নীন্তন দক্ষিণ-বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু নরপতিগণের রাজনীতি,  
সমরনীতি এবং কুলাচারাদি সম্বন্ধে বহু অবজ্ঞাজাতব্য বিষয়ের  
সন্নিবেশ দেখিতে পাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত তৎকালীন  
বীর্ঘোদ্গীপ্ত-বঙ্গভূমির যে উজ্জ্বল চিত্র বিজয়াবসানে পরিস্ফুট রূপে  
বর্ণিত, তাহা পাঠকরিলে মহাত্মা টড লিখিত রাজস্থানের বীরত্ব-  
কাহিনী স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়। কাব্যোক্ত নায়ক নায়িকাগণের  
অনেকেই কবিস্বয়ং হইলেও বিজয়াবসান নিতান্ত অনৈতিহাসিক ঘটনা  
নহে। কবি ঐতিহাসিক ঘটনা একেবারে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াসী হন  
নাই। ময়নাগড়, হিজলী, রত্নপুত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিকের প্রিয়-  
স্থানগুলি কালের কঠোরতাড়ন সহ করিয়া আজিও বিলীর্ণ-দেহে  
বিরাজমান। এইরূপ কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনারূপ জীর্ণ কঙ্কাল  
মাত্র সম্বলদ্বারা কবির স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে যে দিব্যকাস্তিগয়  
অপূর্ব দেবমূর্তি গঠন করিয়াছেন, এবং সঞ্জীবনসুধারূপিনী রসধারা  
সিঞ্চে সে অপার্থিব মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করিয়া উহার দিব্যকণ্ঠ  
বিনিম্বিত অমিয়মাথা যে অপূর্ব সঙ্গীতলহরী সহস্রের কর্ণে ঢালিয়া  
দিতেছেন, তাদৃশ চিত্তবিমোহন সুরসঙ্গীত বহুকাল হইল কবিকণ্ঠ  
হইতে নিঃসৃত হইতে শুনা যায় নাই।

আমরা পাঠককে রাজা হরিদাস, রাণী বিভাবতী, রাজকন্তা  
প্রভা অষ্টপ্রধান, ঘনদাস, গজেন্দ্র, তরলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান  
চরিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতে বলি। চরিত্রগুলি পাষাণ  
রেখাবৎ স্থায়ী এবং বিস্পষ্ট অথচ একটা দিব্যভাবময়। নাট্যশাস্ত্রে  
আখ্যানের সন্ধিভাগ, বীজবিন্দুপাত, প্রভৃতি যে সকল বোণল কাব্যে  
প্রযুক্ত করিবার বিশান আছে, তাহা যথানিয়মে অতীব কৌশলে এই  
কাব্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র সমালোচনায় তৎসমুদয়ের উল্লেখ

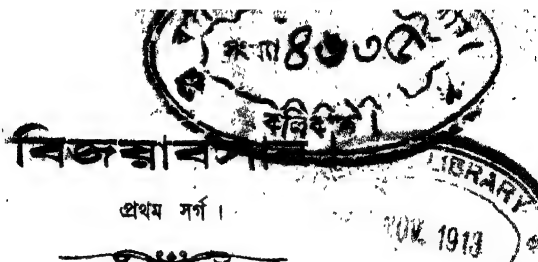
করা অসম্ভব। বস্তুত বিজয়াবসান কাব্য কি আখ্যান-নিবন্ধনে, কি রসনির্মাণে, কি নায়কাদি গুণে, শব্দসম্পদে কি অর্থ গোরবে একথানা অপূর্ণ কাব্য হইয়াছে। কবি অকস্মাৎ এই সকল সম্পদের অধিকারী হন নাই, তিনি সারস্বতমন্দিরের একজন চিরধ্যাননিষ্ঠ সাধক। সাধনা নিজেই এবং নীরবেই হইয়া থাকে।

এই কাব্য এইমাত্র প্রকাশিত হইলেও কতিপয় বৎসর হইতেই ইহা কবিরের কতিপয় অন্তরঙ্গ সহৃদয় বন্ধু মধ্যে প্রচারিত হওয়ায়, তাহারা সাধারণের সুবিধার জন্ত একটু একটু পাদটীকা ও ব্যাখ্যা যোগকরা উচিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; তদনুসারে কিছু পাদটীকা ও ব্যাখ্যা স্বাক্ষরে প্রদত্ত হইল।

আশাকরি বিজয়াবসান কাব্য-গগণের উত্তরাকাশস্থ ক্রব নক্ষত্রের দিকে উৎপ্তিত হইবে, এবং যে সকল সহৃদয় ব্যাপক ও গভীর কাব্য বসাস্বাদে অভ্যস্ত তাহাদের হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ ধারা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইবে। ইতি—

প্রকাশক—





প্রথম সর্গ ।

দক্ষিণ \*সাগরে অরণ্য-বহুল

দুর্গম বক্ষুর দেশ,

গোড় নৈঋতে বীর নিকেতন

দুর্গ-বিভীষণ-বেশ ।

কূট-গুল্ম কোটি গিরি গুহা সম

নিগূঢ় \*গহন মাঝে,

শক্তি পাঠান কঠিন-হৃদয়

না সঞ্চরে কভু কাছে । ২

\*উদীচী-প্রতীচী ব্যাপি মল্লভূমি

যাহে বসে মল্লবীর,

খষ্টি-তল-যোধী অটুট-বিক্রম

সংশপ্তক রণে ধীর ।

\* সাগরতটে ।

§ কূটগুল্ম = কৌশল নিশ্চিত দুর্গ ।

† নিগূঢ় = প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান ।

\* গহন = বন ।

§ নাসঞ্চরে = নিকট দিয়া গমনাগমন করে না ।

উত্তর ও পশ্চিম । § অয়লাভ না করিয়া ফিরিবে

এইরূপ মানস করিয়া যুদ্ধে গমন করে ।

যার পার্শ্বে বীর                      আভীর-সম্ভতি

দৈতেয় সোমর বল,

হরি যদুনারী                      উপেখি গাণ্ডারী

অর্জিভল যশ বিমল।

দক্ষিণ-পূর্ববে                      জলধির তটে

শোভে দুর্গ বলাধার,

হিজলি জলেশ্বর                      তাম্রলিপ্ত গড়

কত বা পামাণ-সার।

সে দুর্গমাদেশে                      দুর্গ-মধা-মণি

ময়নাগড় যার নাম,

ভয়ে কণ্টকিত                      সতত অরাতি

স্মরিয়া সে বীরাধাম।

\*ইন্দ্র প্রথা বীর                      কোটি-বাহু-বলে

বাহুবলীন্দ্রের কুল,

জিনি নৃপকুল                      প্রতিষ্ঠিত যাহে

বিক্রম-গর্বে অতুল।

‡নিস্তল আকৃতি                      \*দীপগর্ভ ‡দীপ

‡সতোষণ সৌধময়,\*

† প্রস্তরবৎ কঠিন।

\* সদৃশ।

‡ ময়নাগড়াধি-

পতিগণের উপাধি।

‡ গোলাকার।

\* বার অস্ত্রধারে

বলয়স্বরূপে

বিশাল-পরিখা

\*বৈতরণী বেড়ি রয়।

৮

পরিখা গম্ভীরা

নিম্নল-সলিলা

কৈরব-কঙ্কলারে হাসে,

মগ্ন-নক্র-বাহা

‡যেন বিষকণ্ঠা

বিধুমুখী স্পর্শে নাশে।

‡সপঙ্কজ বক্ষঃ

-সলিল-লাবণ্যে

ডুবি স্নিগ্ধ সমীরণ

উঠি তটোপরি

বীরঘর্ম্ম নাশে

করিয়া মন্দ বাজন।

১০

দ্বীপ আছে।

‡ ময়নাগড় পরিখাজল দ্বারা বেষ্টিত, এইজন্ত

দ্বীপ। ইহার অভ্যন্তরে পরিখা বেষ্টিত আরও একটি দ্বীপ আছে।

§ বহির্দ্বার বিশিষ্ট।

\* যমপুরী সংলগ্ন তলজ্যানদী।

§ কারণে সমুদ্র। কঙ্কলার = কলকপ্প বিশেষ।

† সমুদ্র

‡ প্রাচীনকালে রাজারা স্নানরীকণ্ঠা

নিয়া তাহাকে ক্রমশঃ বিষ খাওয়া অভ্যাস করাইতেন।

এইকণ্ঠা বড় হইলে তাহার সঙ্গে যে সংসর্গ করিত তাহারই

মৃত্যু হইত। এইকণ্ঠা শত্রু রাজাদিগকে উপহার প্রদান

করা হইত।

‡ সপঙ্কজ ইত্যাদি = একপক্ষে নায়ক নায়িকার বক্ষস্থলে

মগ্ন স্মরণঃ তৃপ্ত ও ক্লাস্ত হইয়া উথিত, তত্রপ বায়ু পঙ্কজ

দিন্নি-তট-ভূঙ্গ                      পরিখা-প্রপাত  
 আকৌহিতে ক্রান্ত অভিন্ন  
 সন্মুখে ভ্রমরে                      পক্ষের আলাপ  
 বহিতে না মরে মতি ।  
 পরিখা-প্রাকারে                      নগরী-নিতম্বে  
 যুবকক যৌবন  
 \*অঙ্গে গদাগুরু                      করেছে কৃপাণ  
 হেরে নিশান্দ-নয়ন ।

১২

সামুদ্রিক-বাহুর                      সার্ব-বারে মধুর  
 বামভূমি ঘোষে সদা,  
 শিতাঙ্গক-পতি                      ভ্রমে অশোণরি  
 গুহি বার ভয়প্রদা ।  
 সত্যকুপতি                      হাঁকি সিংহনাদে  
 দপটে নিরখি বার,

সংযুক্ত পরিবার জলে ময় তৃপ্ত ও ক্রান্ত । বায়ুধেন সন্তোগান্তে  
 তটারোহণে ক্রান্ত হইয়াছে, আবার ভ্রমর ও পক্ষের আলাপ  
 স্বৰ্ণে যুক্ত হওয়াতে তাহার চলিতে ইচ্ছা হইতেছেন । ইহাতে  
 বায়ুর শৈতা, সৌরভ্য ও মান্য ধ্বনিত হইয়াছে ।

\* ক্রমে ।

‡ একশত সৈন্তের অধিনায়ক ।

†মৃগেন্দ্র-নিলাদে †তরঙ্গু যেমন  
 \*আরক্ষ কল্পিত কায়। ১৪  
 §সহস্রী হাজারা গব্বী ভালে রেখা  
 অশ্বে রঞ্জে চলি যায়,  
 বিংশতি পতাকী তর তর বেগে  
 ঘেরি দ্বারে দ্বারে ধায়।  
 লহ লহ উড়ে শমন-রসনা  
 লোহিত-পতাকা-ছলে,  
 শমন-দশন আয়ুধ-সংহতি,  
 বৈতরণী ছলে জলে। ১৬  
 হেন দুর্গমাঝে পরিখা অপর  
 লজ্জি হের দুর্গাস্তর,  
 যাতে †আয়তন ভূপতি-প্রাসাদ  
 দৃশ্য কৈলাস-সুন্দর।  
 \*চৈত্ররথবন ব্যাপিয়া ত্রিদিবে  
 স্বর্গ-গঙ্গা যদি বয়,  
 অন্তর্দীপ-রূপা §স্বর্গদী-বেষ্টিতা  
 অলকা যত্নপি রয়, ১৮

---

† ক্ষুদ্রহিংস্র জন্তু বিশেষ \* গ্রহরিসৈন্ত § সহস্র  
 সৈন্তের নায়ক। হাজারা=তদর্থ উপাধি বিশেষ।  
 † = মন্দির। \* কুণ্ডের উত্তান। § গঙ্গা।

তবেত তুলনা হত একদিন

†কোবিদ-মণ্ডল কহে,

এবে ‡পাণ্ডু-মুখ বিধু যথা স্নান

§বিধুস্তদ-স্পর্শে বহে ।

\*সে ধাম মণ্ডলে সুর-সুত-সম

ভূপ কৃপানন্দ ধীর,

উদার গম্ভীর পণ্ডিত-সেবক

সংগ্রামে অতুল বীর ।

‡অনীক-নির্জিত -রাজ্য-মণ্ডল

স্মরি পিতামহগণ,

যবন দুর্দ্ধিন অন্ধ-তমস

হেরি ক্ষুন্ন অনুক্ষণ ।

পাঠান মোগল ঔৎপাতিক-ঘন

ছাইয়াছে নভস্তল,

রবি-চন্দ্র-কুল অস্তাচল গত

§শ্রোত ধম্মে নাহি বল ।

২২

কোভে ভূপরায় যাপি কতকাল

নিরখে মারাঠা দিশা,

† পণ্ডিত । ‡ বিবর্ণ । § রাহ । \* তদানীন্তন গড়াধিপের  
কথা । † রণপরাজিত । § বেদোক্ত ।

দুর্ধীন-তমসী- স্বাস্থ্য অপনীত,  
 অপগত যেন নিশা।  
 উৎসাহে ভূপতি কুলধর্ম্ম স্মরি  
 জানি \*পোষ-পোর্ণমাসী,  
 বার্ষিকান্তিষেকে কৈলা অমুমতি  
 পুলকিত দুর্গবাসী। ২৪  
 তৃষা-নিনাদ বহে দ্বারে দ্বারে  
 গগন পতাকাময়,  
 ইন্দ্ররথ আসি উদিল ভূতলে  
 হেরি দুর্গ জ্ঞান হয়।  
 স্তম্ভান ভোজন নৃত্য-গীতাকুল  
 নিখিল নগর-বল,  
 সহস্র-গর্ভভন -দস্ত-পদতরে  
 কাঁপে সর্ব-ধরাতল। ২৬  
 মৃগায়-†স্তুপালী -শিরেতে কামান  
 ভীম-অজগর-কায়,  
 উগারি সধুম অনল-পুঞ্জ  
 গর্জিৎ ধরণী কাঁপায়।

\*ময়নাগড়ের রাঙগণ প্রতি পোষী পূর্ণিমার অভিষেক  
 হইয়া থাকেন। † = স্তু পরাশি।



সারমিত-বাক্                      সাশ্রু-ত্রিতদ্বিক  
রসভাবে অতি মীন।                      ৩২  
আনন্দের নীরে                      ভাসে † কনীনিকা  
কড়ু কান্দে কড়ু হাসে,  
যেন শুকদেব                      দৈবে মর্তে আসি  
উপনীত দ্বার পাশে।  
রস-সূত্র-বৃন্তি                      -ছন্দ-অলঙ্কার  
-গুণ-রীতিময়-বপুঃ,

সর্গ ৭৮ম ৬৭৭                      স্রোমানন্দ-গান  
হেরি নাই হেন কড়ু।                      ৪৩  
আশুসুখ-বিন্দি                      কক-ঈশ্বররাধা  
অন্তরে \* আয়স বর্ষ,  
দৃঢ়-বন্ধ-কটি                      শিরেতে উষ্ণীষ  
বল্লমী না বুকে মর্ষ।  
মহাশূল-শালী                      বকিত-সৌন্দর্য  
তর্জিল আরক্ষ যোধ,  
সহস্রী হাজারা                      হেরি দূর হতে  
গর্জিৎ করয়ে প্রবোধ।

\* বীণাধারী।

† চক্রেত্তারা।

‡ গাত্রাবরণ।

\* লৌহময়।

শুনিয়া প্রবোধ পূজে কবিবরে

আরক্ষ সৈনিকগণ

উপচারে, তবু নৈল বাহ্য জ্ঞান,

হাসে কবি স্বৈরমন ।

বন্দি কবিবরে প্রণতি বচনে

লয়ে চলে রাজদূত,

আবাল বুদ্ধ জনেতে বেষ্টিত

সদানন্দ § অবধূত ।

৩৮

মুগ্ধ উপচারে রাজার সভায়

উপনীত কবিবর,

সিংহাসন হাজি বাহুবলীন্দ্রজ

উঠে কৃতাঞ্জলি-কর ।

ভূপ কহে, “এস এস, নাগীপুত্র,

লহ এই স্বর্ণাসন,

দৈবে অভাজন রাজহু-সদনে

দেব তব আগমন ।

৪০

বিক্রম-আদিত্য প্রমর-কুলেন্দ্র

উজ্জয়িনী-পতি বীর,

শুনি কবি-পূজা জ্ঞানিতেন কিছু,

শাস্ত্র তব জ্ঞানে ধীর ।

ত্রিদশ-বাস্তবিত্ত পূজি কালিদাস

দেবলোকে তাঁর বাস,

যাঁর যশোগান ভুলোকে ছুলোকে

চিত্রতরে পরকাশ ।

৪২

সে যে ভাগ্যবান্ জননী জঠরে

সার্থক করিল বাস,

লালা রস পঙ্ক পূরিত গর্ভেতে

ক্লেশে যাপে দশ মাস ।

জনমি খেদিল অশেষ বিশেষ

জননী সাক্ষাৎ দয়া,

সকলি সার্থক পূজি কালিদাস

বাণী যাঁর বরাতয়া ।

৪৪

যাঁর শব্দ অর্থ মহিমা চিস্তিয়া

মনে লয় পশি বন,

দেবতা-বাস্তবিত্ত পদের নিনাদ

মায়া-ভ্রমর গুঞ্জন ।

পদ্মাসন যথা শব্দ বিছা সাধি

কৈলা যিনি আত্মবশ,

বাগর্থ শাখায় যাঁর কাব্য ফলে

ঝরয়ে আনন্দরস ।

৪৬



ধন্য সে ভূপাল পূজিয়াছ যেই  
 কবি \* জাতুকর্ণাসুত,  
 যার কণ্ঠে বহে করুণা ‡ অবন্তী  
 ঘনরস সুধাপূত,  
 § ভাবাবর্ত্ত সম্ব -কল্লোল বন্ধুর  
 বেগ-ভিন্ন\* -চিত্ত-কূল  
 ‡ চাপল্য-ঔৎসুক্য -ব্রীড়া-স্মৃতিমদ  
 -ঈর্ষ্যা-গর্ব্ব-ফেণাকূল। ৫২  
 অকুটি যাহার শ্মশান অরণ্য  
 গুহাময় শৈলচয়,  
 অশ্রু ত কারুণ্য বাসনা শৃঙ্গার  
 রসরূপে সদা বয়।  
 পূজে যে সে ধন্য সাক্ষাৎ মদন  
 দিব্য বাণভট্ট কবি,  
 সাক্ষাৎ শৃঙ্গার কবি জয়দেব  
 গোড় পঙ্কজ রবি। ৫৪  
 রসময় বপু কবি চণ্ডীদাস  
 কবিরাজ বিছাপতি,

\* ভবভূতি ‡ নদী। § অষ্টসাহিত্যরূপ তরঙ্গ। \* ভঙ্গ।

‡ এইগুলি ব্যক্তিচারী ভাব, যাহার সংখ্যা ৩৩ টা।

কৃষ্ণচন্দ্র-সভা

-বিভূষণ-মণি

ভারত † রসিক গতি ।

বিনা কবিস্পর্শ

ভূপতি-সংসদ \*

হের শ্মশান-ভীষণ,

মানি ভাগ্য আজি

দৈবে মম গৃহে

দেব তব আগমন ।”

৫৬

চন্দ্রাতপ-তলে

বেষ্টিয়া ভূপাল

সদস্য প্রফুল্লমন,

নির্মল আকাশে

বেড়ি চন্দ্র যথা

স্ফুট গ্রহ তারাগণ ।

† সুধর্ম্য সমান

পরম সুন্দর

হেরি কবি সভাতল,

আনন্দে পরশে

ত্রিতন্ত্রী তন্ত্র

সভা ত শ্বেদ-বিকল ।

৫৮

ত্রিতন্ত্রী কঙ্কারি

কহে কবির,

“কি কথা শুনিতে মন ?

কোন রসাত্রয়

ঐতিবৃত্ত কথা

সদা § আশ্রিত-সজ্জন ?”

† রসবিদগণের আশ্রয় ।

\* রাজসভা ।

† দেবসৎ

§ সাধুজন অবগতি ।

ভূপের ইঙ্গিতে কৃতাজ্জলি বীর

মস্ত্রিমুখ্য † গুরুসম,

কহে, “জান দেব পুরাণ কাহিনী

ভ্রাত-বীর-পরাক্রম।

৬০

রস-আলম্বন

সজ্জন-আশ্রয়

মঙ্গলাবসান যার,

এ বীর্য্য ভূমিতে

নৃপবন্ধু কুলে

যদি কভু থাকে কার।

শৃঙ্গার অদ্ভুত

হাস্য রৌদ্র বীর

অঙ্গ অঙ্গী আছে যার,

সন্ধি শবলতা

ভাবে বিজড়িত

তরঙ্গে নাহিক পার।

৬২

নানা-রস-ঘন

যথা-শাস্ত্র-পূত

সুবন্ধ প্রাগলভ্য হীন

গাও হেন কাব্য

যাতে ধীরোদাত্ত†

\* নেতা § প্রবীর † অদীন।”

শুনি সোপচার

গম্ভীর আশয়

মধুর সার বচন,

† বৃহস্পতি তুল্য। † ক্রমা-গাম্ভীর্য্যাদি গুণযুক্ত। \* নায়ক।

§ উৎকৃষ্ট বীর। † আন্তরিক বলযুক্ত অর্থাৎ তেজস্বী।

রাখি কবি বীণা চিস্তয়ে অতীত  
 যতু বীর জনার্দন । ৬৪  
 ঘাঁর নাভি গালে চতুর্বেদ কবি  
 ব্রহ্মা লভয়ে জনম  
 ঘাঁহার কিকরী দেবী সরস্বতী  
 ভক্ত কবি শুকসম ।  
 ধ্যানান্তে কবীন্দ্র হেম কোণাঘাতে  
 বল্লকী বাজায়ে গায়,—  
 শুশ্রূষা সোৎকর্ষ সামাত্য সংসদ  
 গন্তীর-হৃদয় রায় । ৬৬  
 কবি গায়, “জয় সত্যবতী স্মৃত  
 কৃষ্ণ বেদাক ভাস্কর,  
 অপার গন্তীর †মহোন্মোল ঘাঁর  
 ভারত কাব্যসাগর ।  
 স্বর্গে বজ্রপানি লোক পাল সহ  
 স্পর্শি স্বর্গ গঙ্গা বারি,  
 প্রবত মানসে বৃহস্পতি মুখে  
 শুনে সর্ব পাপহারি । ৬৮

---

† উন্মোল = বড় বড় তরঙ্গ ।

পাতাল বিলাস মহানাগগণ  
 ভারত অমৃতরস,  
 ভোগবতী তটে পিয়ি নাগারণো  
 আছে সতত বিবশ।  
 ব্যাসশিষ্যমুখে ভাগীরথী তটে  
 শুনিলা জনমেজয়,  
 ত্রিভুবন পূজ্য বিষ্ণু ব্যাসমূর্তি  
 পূর্ণকাব্য-রসালয়। ৭  
 জয় আত্মকবি জানকী-তাপস\*  
 নবনীত ‡দ্রুতাশয়,  
 ব্যাধ-বিক্র-দ্বিজ § -কারুণ্য-শ্রবণে  
 শোক ঘাঁর শ্লোকময়।  
 ঘাঁর কণ্ঠ সদা রাম রাম ধ্বনি  
 অবিরত কুহরয়,  
 অমিয় উৎস রামায়ণী গজা  
 কণ্ঠ বাহি নিবরয়। ৭২

\* বাগ্মীকিকে জানকীতাপস বলা হইয়াছে। কারণ জানকীই যেন তাঁহার তপস্যার অবলম্বন অতীষ্ট দেবতা ছিলেন, রামায়ণপাঠে ইহা প্রতীতি হয়। ‡ দ্রুত = দ্রবীভূত। আশয় = হৃদয়।

§ দ্বিজ = পক্ষী ; এহলে কোক পক্ষী।

ত্রিভুবন গুরু                      তুমি কবিস্বয়  
                     পারাশর্য্য প্রাচেতস,  
 মর্ত্য্য কবি-কোটি                      দুহা উপাসিয়া  
                     কৃতান্তে করিল বশ।  
 এ দীন কিঙ্কর                      অতিক্রীণ কর্ণে  
                     চাহে দুহা কৃপালব,\*  
 হেলায় কারুণ্য                      -বিন্দু বরষিলে  
                     সফল ধরায় † ভব। ”

৭৪

ইতি কাব্যোপক্রমো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥

\* লব = কণা।

† ভব = স্বপ্ন।

## দ্বিতীয় সর্গ ।

কহে করি অশ্রু নয়নে নিবারি,-  
বীরেন্দ্র বন্দিত কুল,  
দক্ষিণ সাগরে ভূপাল মুকুন্দ  
স্থাপে রাজ্য সুবিপুল ।  
তাঁহার নিশ্চিতা নগরী হিজ্জলী  
অন্ধি-জল-মেথলিত,  
বারিধি ‡ হিণ্ডীর -পুষ্প-বসনা  
রণ-তরণী-বেষ্টিত ।  
অন্ধি-সীমন্তিনী পুরী মনে মানি  
বীচি-হস্তে ফেণবাস,  
জড়ায়ে নিতম্বে ক্ষণে ক্ষেপে দূরে  
জলনিধি সাটুহাস ।  
§ গ্রাহ † তিমিজিল সিন্ধু-অজগর  
মগ্ন-শৈল-সম-কায়,  
আরক্ষ তরণী সাগর সলিলে  
সন্তরি সতত ধায় ।

জনধি আদেশে অন্ধ-শৈল-গুহা

তাজি যেন দৈত্যগণ—

নিশীথে বিদূরে\* গরজে গন্তীর

ভীষিত-অরাতি-জন ।

পাষণ-সুবন্ধ নগরী নিতম্বে

শোভে সাগরের বারি,

সফেণ বৃদবৃদ -শঙ্খ-মুক্তা-শুভ্রি

-বরাটক ‡ চিত্তহারী ।

৬

মত্ত লক্ষভামা বগাহে সফেণ

আকটি-প্লাবিত তীরে,

যেন সিদ্ধু-মল্লৈ অঙ্গরারগণ

ভাসে সিদ্ধু নীরে ধীরে ।

রক্ত মহোপল বন্ধ সিদ্ধুতটে

উঠে বারি পরিহারি

গঞ্জিত-কিন্নরী নাগরী ভামিনী

মনমথের মঞ্জরী ।

৮

কিকিণীর জাল -বাচাল\* তটাক

‡ মঞ্জীর-মুখর ঘন,

‡ কেসর গর্ভেতে অলি লীন মুখে  
ভয়ে করেনা গুঞ্জন।

কণ্ঠ কল কল শ্রবণে কোকিল  
প্রবিরল কহে বাণী,

\* ক্লিন্নাস্বর গাত্রী কুটিল কটাক্ষে  
চলে যুব হৃদি হানি।

১০

ভ্রভঞ্জে বিড়ম্বি‡ দামিনীর শ্রেণী  
মেঘ হতে পরে খসি,

শুনি হাবলীলা § কেবল যুবতী  
কান্দয়ে বিরলে বসি।

বিলাসী সেবিত চক্ৰ উত্তান  
† সৌধস্থখা-ধোত-সিত ; \*

মদঙ্গ-নির্ঘোষ শুনি বীণা-কণ  
নুপুর-রগিত গীত।

১২

বসন্ত বহুল বর্ষ, উপবন  
পিকনাদে জর জর,

বিরহি হৃদয় গ্রন্থি খসাইল  
গুঞ্জি দারুণ-ভ্রমর।

‡ বকুলফুল। \* অর্দ্ধ। ‡-বিড়ম্বি = অত্যাচার করিয়া।

§ কেবল দেশের যুবতী। † চূণ। \* খেত।

§ পিকনখকৃত

চূতলতা নব

-মঞ্জরী-সুগন্ধ বহি,

পলাশ নথরে

বিদীর্ণ হৃদয়

বহে বাত রহি রহি ।

১৪

কণিত মঞ্জীর

\* বধু পদাঘাতে

অশোক ত্যজিল শোক,

যুথিকা কেসর

লজ্জিতা মালতী

গন্ধে মুগ্ধ ধরালোক ।

উদ্যান কুরঙ্গ

দক্ষিণ মারুত

-স্পর্শে কণ্টকিত কায়,

স্মরিয়া কুরঙ্গী

ভূধরকানন

সজল নয়নে চায় ।

১৬

উপবন কুঞ্জে

পিয়ি পুষ্পাসব

শিথল ললাট-তলক,

§ বসন্ত সহচর পিক, সহচরী চূতলতার গাত্রে এখাখাত করিতে লতায় মঞ্জরী উদ্গত হইয়াছে, মঞ্জরীর গন্ধ হরণ করিয়া বায়ু দ্রুত পলাইতেছিল কিন্তু পথে পলাশপুষ্প রূপ নথরে অকস্মৎ হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে ধীরে ধীরে যাইতেছে। হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে পলাশ নথরে রক্ত দেখা যাইতেছে।

\* প্রমদাগণ অশোকবৃক্ষে পদাঘাত করিলে উহা পুষ্পিত হয় ইহা কবি প্রসিদ্ধ ।

প্রস্থলিত কণ্ঠী                      বিলাসিনী গায়  
 কলনাদে সপুলক।  
 ‡উজ্জয়িনী-নারী                      -সমান বিলাস  
 জানে সীমন্তিনীগণ,  
 ক্রলতা-বিস্ফারে                      নেত্রে হাবেভাবে  
 প্রেমালাপে ফুল্লমন।                      ১৮  
 জিগীষায় চন্দ্র                      উদিত নগরে  
 নহে কার্য্য তমোনাশ,  
 সুন্দরী-বদন                      -চন্দ্রমা-সহস্র  
 যথা নিত্য পরকাশ।  
 তুলনায় লজ্জা                      পেয়ে শশধর  
 প্রভাতে পাণ্ডুর হয়,  
 দলিত-বনিতা                      -দেহ-§লতা-শোভি  
 মুখ কিন্তু কান্তি ময়।                      ২০  
 নিদাঘ দিনান্তে                      ধূপিত সুগন্ধ  
 কেশ পাশ মেলি হাতে,  
 উদ্বিগ্ন সৌধ-শিরে                      বিশ্বাধরাগণ  
 সেবে গর্বেৰ ‡মেঘবাতো।

‡ উজ্জয়িনী নগরের কামিনীগণ বিলাসাদি প্রদর্শনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।  
 বলিয়াই প্রসিদ্ধ। § দেহরূপ লতার শোভাপার। যে (উপপদ সমাস)

† মেঘবাতকে = মেঘের অগ্রবর্তী বায়ুকে।

তাতে মানি লোলা\*      দামিনী উপরে  
 \* স্নিগ্ধ নব মেঘোদয়,  
 গর্জে গরগর      অভিভবাশঙ্কী  
 দূরে নব ঘন চয় ।      ২২  
 চন্দন চর্চিত      স্তন গন্ধহারী  
 উষঃ-শ্বাস-গরলিত,  
 †প্রোষিতাট বায়ু      জিনে সভূজঙ্গ  
 -মলয়-সমীর লীত ।  
 সাগরের তীরে      নৃপমার্গ পাশে  
 সাগর বণিক বাস,  
 \*বিমান পংক্তি      ঐশ্বধ্য স্বধবল  
 ‡রজতাদ্রি †প্রতীকাশ ।      ২৪  
 সাগর হইতে      উঠি মেঘমালা  
 কৈলাশ শিখর ভ্রমে,  
 রহে বেড়ি চূড়া      বিলম্বি কণেক  
 যথা গিরি সমাগমে ।

\*চকলা । †প্রোষিতাটবায়ু=প্রোষিতের বিদেশগত ব্যক্তির, অট্ট  
 অট্টালিকা । তৎসম্বন্ধিবাধু । প্রোষিত শব্দের সমর্থ্যদ্বারা তাহারগৃহে  
 তাহার বিরহবাধিতা মুহু মুহু নিশ্বাসকারিণী বনিতা আছেন  
 ইহা ধ্বনিত হইয়াছে । \*ধনীর নিবাস সপ্ততলবিশিষ্ট অত্যুচ্চ  
 অট্টালিকা । ‡চূণা । †কৈলাশ পর্বত । †তুলা ।

বিমান শিখরে                      ঐকিলরী জলদে  
 বিজ্ঞাধরী-নিভানন  
 ত্রীড়া কুল দ্রুত                      ধনিক-নন্দিনী  
 -যুথ ধায় স্বয়মেন ।                      ২৬  
 কণ্ঠ ধনি রূপ                      প্রকৃতি ভূষণ  
 সমেষ বিমানে বাস,  
 দেবাক্ষনা ভ্রম                      মানি সুরগণ  
 -মুখে হাস পরকাশ ।  
 বিমান শিখর                      -পরশী জলদে  
 সহস্র চপলা ভায়,  
 ইতাহা তাহা শত                      সুন্দরীর যুথ  
 †বন্ধরাস শোভা পায় ।                      ২৮  
 যেন গোবর্দ্ধনে                      যমুনার তটে  
 গায় নাচি মেঘরাগ,  
 দেয় করতালি                      বাজেত কঙ্কণ  
 কিঙ্কিনী \*রশনা ভাগ ।

---

ঐ লক্ষ্মান ‡ সেই সেই স্থানে † রাসবন্ধ হইয়া ; বহরীলোক  
 পরস্পর হস্ত ধরিয়া মণ্ডলাকারে যে নৃত্যকরে তাহাকে রাস বলে ।

\* চক্রহার ।

দারিদ্র্য জানেনা                      নাগরিক কথা  
 বিভবী অলকাবাসী  
 পত্নী অন্ধে যেন                      বাঁচিকর ভরি  
 ঢালে সিন্ধু রত্নরাশি ।                      ৩০  
 যথা মাতৃঅঙ্ক                      ত্যজেনা কমলা  
 চঞ্চলতা অপবাদ,  
 লক্ষ্মীমুখ চেয়ে                      বসে বিষ্ণু সদা  
 ধর্ম্মে নাহি অবসাদ ।  
 গোড় উৎকল                      ত্রিপুর ত্রাণ  
 লোহিত্য শোণিতপুর,  
 বনবিষ্ণুপুর                      তাম্রলিপ্ত খণ্ড  
 কিবা বীরভূমি দূর ।                      ৩২  
 নীলধ্বজপুর                      কান্তেশ্বর ভূমি  
 বক্রবাহনের দেশ,  
 সবে হর্ষে পূজে                      ঈমোকুন্দ-নগরী  
 গৌরবের নাহি শেষ ।  
 হে ভূপেন্দ্র, তব                      আগন বাস্কর  
 নৃপতি মুকুন্দ রায়,

ঈ মুকুন্দের নগরী অর্থাৎ হিজলী ।

মহাশয়-হায়ন

কালগর্ভে লীন

কীর্তি নয় নাহি পায়।

৩৪

ধুবুন্দ-অবরোঁ

কীর্তি-রশ্মি-সিত

একবিশ নৃপ বিনি—

শাসিত সে পুরী,

ঈদ্যাসিংহ, ভক্ত

দিতিজ প্রহ্লাদ জিনি।

তেই “হরিদাস”

ভূপেন্দ্র সমাজে

প্রভাব অতুল তাঁর,

সিকেন্দরনামা

গোড় সম্রাট

প্রতাপে চিন্তিত য়ার।

৩৬

নাহি গিরিশুহা

বীরের আশ্রয়

সমতলে রাজ্য তাঁর,

বারিধুর্গ এক

দক্ষিণ সাগর

নগরী তীরেতে য়ার।

পাঠান প্রাবনে

গোড় মধ্যভূমি

নিমগ্ন গভীর জলে,

†বংশে ঈরাকার নাজম-পাঠানরূপ জলপ্রাবনে গোড় মধ্যভাগ ভূমির  
সিরাছে ( গোড়দেশ পাঠানের সমাক্ষ আশ্রয় হইয়াছে ) ঐ প্রাবনের  
লয় একপার্শ্বে একটী উচ্চ পর্বত আছে তাহা তমলুক হইতে উৎকল  
পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহা ঐ প্রাবনে ডুবে নাই, ঐস্থানের বহুখণ্ডিত  
বীর্ঘাই ( পরাক্রম ) ঐ পর্বত।

আত্মনিপুণ - উৎকল-পরশি  
স্বীৰ্য্য-শৈল-পাদ-তলে । ৩৮

ত্রিপুরেন্দু ভূপ                      প্রাচ্যাতন সম,  
হৈমবত ভূমিপতি,  
বিষ্ণুপুর পতি                      বিনা অশ্র নাই  
কে রোধে কথার গতি ।

সম্মাননগর                      অলকার সম  
      ধনভরে নতকায়,  
ভূপ হরিদাস                  বসি বলী তাহে  
      গণে রিপু ঈফেরপ্রায় ।                      ৪০

†কটকেশ্বর সদা                      তোষি স্তবে কহে,—  
না ছাড়িবা কভু দ্বার,—  
উৎকল হানিলে                      তটরাজ্য রবে  
নহে বিধি বিধাতার।

\*ভূপ মহাবীর                      আতাত্ত লোচন  
সিংহ-খেল-গতি ধীর,  
মহাহনু বুধ                      \* - স্বক দীর্ঘতনু  
সিংহ-কাটি ছত্র-শির ।

৪২

স্বর নাভি ছিত্ত                      \*ত্রিতয় গন্তীর,  
 রক্ত জিহবা স্পর্শে নাসা,  
 সিংহ-দংষ্ট্র, রিপু                      কটাক্ষে কম্পিত,  
    §অদীন অরুক্ষ ভাষা।  
 মন্ত গজ শুণ্ড                      আকর্ষি কোতুকে  
    রাখিবারে পারে স্থির,  
 দুই হস্তে ধরি                      ‡লুলাপের দ্বয়,  
    শৃঙ্গ প্রোথি রাখে বীর।                      ৪৪

মহাখড়্গ হানি                      গজ মধ্যভাগ  
    দ্বিখণ্ড করিতে পারে,  
 এক ভল্লাঘাতে                      সপ্ত মহাঅশ্ব  
    বিক্ষিয়া ভূতলে পাড়ে।  
 চারিহস্তপ্রম                      মহাখড়্গ করে  
    শৃঙ্গ ধনু ভয়ঙ্কর,  
 অর্দ্ধকোশ দূরে                      ক্ষেপিবারে ক্ষম  
    বাহুবলে মহাশর।                      ৪৬

পাদে ধরি ধনু                      বাহুতে আকর্ষি  
    যদি বর্মে তীক্ষ্ণ শর

\*এই তিন, তিনের অবয়ব। §দীনতাবাঞ্জক নহে অর্থাৎ তেজঃপূর্ণ।

‡ মহিষ।

ক্রোশাধিক দূরে অরাতির দল

বিদ্ধি করে জরজর।

‡নিযুক্ত-কুশল \*ক্ষেড়িত ঙ্গবল্লিতে

অরিবক্ষোবিদারণ,

ভুকুটি সহিতে †প্রবীর যে জন

অশক্ত, কে করে রণ? ৪৮

নীতিতে ‡নিষ্ণাত দৈত্য-গুরু যথা

মমুধর্ম্মে-অবিচল,

শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র ভারত পুরাণে

সুপ্রবিষ্টমেধাবল।

অভীত অস্তুর, সুদক্ষিণ চিত,

দৃঢ় ক্রোধ, মতিমান

আশ্রিতোপজীব্য দাতা কর্ণ-সম

সর্ব-তন্ত্র-প্রনিধান। ৫০

শাসিবারেরাজ্য #নব মন্ত্রী ধীর

জাগরুক নিশিদিন,

‡মল্লযুদ্ধ, ডন। \*সিংহ নাদ। ঙ্গআক্ষালন। †যোদ্ধা। ‡দক্ষ, কুশল

\*হিজলীরাজ হরিদাসের নবমন্ত্রী ও সেনাধাক্কের নাম পরে বর্ণিত  
হইতেছে। যথা বল্ল, বহুবর রায়, ঘনদাস, জিহ্ম, গিহ্মোট,  
শারণ, কুমুর, হরবাব সিংহ, ও উজ্জ্বল।

চোর-চক্ষুঃ সবে বিক্রমে ভাস্কর

মহাবুদ্ধি গর্ববহীন।

বসু মহাপাত্র, যদুবর রায়,

ঘনদাস সান্তরান্,

জিন্দা সেনাপতি, গিহেলাট হাজারা,

ভূঞা শারণ ঙ্গপ্রধান, ৫২

কুম্ভর ভূপতি, হরবাব সিংহ,

উল্লুক সামন্তবর,

নামে হৃদি কম্প রিপুকুলে সদা,

সবে ত রাজ কোঙর।

সবে রাজভক্ত \*স্বামি-ধর্মজ্ঞানী

ভয় কভু নাহি জানে,

নির্ভয়ে পশিবে অনল শিখায়

ভূতা কৃত্য নাহি হানে। ৫৪

†গুপ্তচর : ঙ্গমন্ত্রী। +মহাপাত্র, রায়, সান্তরান্, সেনাপতি, হাজারা,

ভূঞা, ভূপতি, সিংহ, সামন্ত এগুলি উপাধি। তৎ তৎ পূর্ববর্তী

শব্দ। নাম বাচক \* স্বামিধর্ম সহস্রপেতি সমাস রাজপতনা

প্রভৃতি দেশে স্বামীর প্রতি ভূত্যের অহুষ্ঠের ধর্মকে

স্বামিধর্মবলে।

গিহেলাট হাজারা                      শারণ প্রধান

তেজে শার্দুল সোঘর,

বলাধ্যক্ষ মল্লী                      কালানলসম

\*স্মরিতেই লাগে ডর ।

\*মৌলবলাধ্যক্ষ                      গিহেলাট হাজারা,

§দৈশিকে শারণ ধীর

মৌল-গ্রাম-বল                      বল-পতি নীতি

কৈল সর্ব বিধি স্থির,                      ৫৬

প্রতি গ্রামে যত                      বসয়ে রাজস্ব

অসিভল্লো স্থনিপুণ,

কৃষীবল কিস্তা                      গ্রাম ‡প্রতিহার

চিনে সবাকারি গুণ ।

\*সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী                      কপাট সিপাহী

স্তম্ভ গিরি ঢাল বাণ,

সবে বীর্যবান্                      গ্রামবল সজ্জ

সদা খড়্গ পরিধান ।                      ৫৮

গ্রামবলোপরি                      দলপতি বীর

দলই যাহারে কহে,-

\*রাজার নিজ সৈন্য । §গ্রামসৈন্য । †ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ যোদ্ধা ।

‡প্রতিহারী পাহারাওয়াল । \*সিংহ.....বাণ = সেই সেই উপাধি-  
ধারী ব্যাক্তগণ ।

তার শতোপরি                      শীতরা §প্রধান

দেশমুখ্য খ্যাতি বহে।

তার দশোপরি                      সহস্রী হাজার

সামন্ত মর্যাদা য়ার,

সহস্র পতির                      অধিপ ভূমিপ

বহে মহাবলভার।

৬০

সেনানী যেমতি                      দেবসৈন্য গঠে

যুঝিতে তারক সনে,—

শারণ গঠিল                      দেশ-গ্রাম-বল

তেমনি প্রফুল্লমনে।

হেরিবার তরে                      ভূপ দেশ-বল

আহ্বয়ে শারণে যবে,

একলক্ষ বীর                      \*অনিবর্তী ধায়

বন্ধ-বাহ ধন্বী সবে।

২৬

হেরিতে সে বল                      শারণ প্রধানে

বাড়ে কোটি গুণ বল,

মনে করে যেন                      সকল ভুবন

দিতে পারে রসাতল।

§এইখানে নেতা। †অনেক সৈন্তের ভার বহন করে।

\*যে জয় না করিয়া ফিরে না। ‡প্রথম বল সৈন্ত, ২য় বল শক্তি।

গিহেলাট শারণ উভে মহারথ  
চর্চে যবে †ছয় বল,  
কহে দেব ভূমি পারিষে রোধিতে  
ভুজ্জ ধরা সমতল । ৬৪

‡জুলা-পংক্তি-পতি বনদাস তথা  
মহাপাত্র বল্লসেন,  
দুর্গে দুর্গে অস্ত্র যন্ত্র অশ্ব গজ  
স্থাপে যথাশক্তিজ্ঞান ।

হেনমতে মুখ্য \*প্রকৃতি সকল  
করে নিজ নিজ কাজ,  
পঞ্চভূত যথা সাধে নিজকর্ম্য  
নাহি উপরোধ §ব্যাজ । ৬৬

যথাধর্ম্য কর করয়ে গ্রহণ  
নাহি লজেব শাস্ত্র বাদ,  
অপথে চাতুর্বর্ণ্য বসে চিরকাল  
নাহি পায় †অবসাদ ।

তুলাদণ্ড ধরি ধর্ম্য সাক্ষী করে  
হেরে বিপ্র \*ব্যবহার,

---

†মৌলবল, আটবিবল ইত্যাদি ছয়প্রকার বল । ‡ দুর্গ । \* মন্ত্রী,  
অমাত্য । §ছল । † অবসন্নতা । \* মোকদ্দমা ।

যেন সত্যযুগ                      রয়েছে ব্যাপিয়া  
    নাহি কলি অধিকার।                      ৬৮  
 যথা ঙ্গনখাদর্শে                      হেরে রাজ্য রাজা  
    স্বরাজ্য পালনপর,  
 বৃক্ষহতে ফল                      পড়ে না ভূতলে  
    না হয়ে রাজ গোচর।  
 তস্কর দুর্বৃত্ত                      মহাসাহসিক  
    খল কর-গ্রাহ জন,  
 ছাড়িল স্বভাব                      ধর্মরাজ্য জ্ঞানে  
    হল অসাধ্য সাধন।                      ৭০  
 নল বা নহষ                      কিংবা হরিশ্চন্দ্র  
    শিবি কিম্বা অম্বরীষ  
 স্বেচ্ছায় ভূতলে                      অবতীর্ণ আসি  
    রাজর্ষি ইন্দ্রিয়াদীশ।  
 রাজার মহিষী                      দিব্য সীমন্তিনী  
    প্রৌঢ়োদার পতিব্রতা,  
 প্রিয়ম্বদা মিত                      -ভাষিণী, \*দক্ষিণা  
    নম্রমুখা, ঙ্গবহুমতা।                      ৭২

---

ঙ্গনখাদর্শে। \*যে স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যকরে ঙ্গপ্রশংসিতা।

যথা সূর্য্য-প্রিয়া সদা অনুগত।

সেবে স্বামী অনুক্ষণ,

মহাগজ সেবে যেমত করিণী

সতত প্রফুল্ল মন ।

চন্দ্রে প্রসন্নতা \* রহেনা সতত

জলধর সমাগমে,

রাণী-মুখ-চন্দ্রে \*প্রসাদ সতত

কভু দুঃখ নাহি গণে । ৭৪

‡শুষ্ক সরোবর উষ্ণ বনবাত

যদি তানু দরশন,

প্রফুল্ল নলিনী ; দুঃখ দাহে রাণী

তথা হেরি ভূপাঙ্গন ।

‡গলিত কারুণ্য নয়নের বারি

ঝরে তাঁর অকারণ,

ব্যসন জ্বলন জ্বলে অতিদূরে

দুঃখিনীর নিকেতন । ৭৬

\*প্রসন্নতা, নির্খলতা । ‡নলিনী সস্তাপে থাকিয়াও সূর্য্য দেখিলে  
তুষ্ট থাকে, রাণীও তজ্জপ হুঃখে থাকিলেও রাজার মুখ দেখিয়া তুষ্ট  
থাকেন । ‡অর্থাৎ বিপন্নব্যক্তিবিশেষের বিপদ আপনার জ্ঞান করিয়া  
কান্নিয়া থাকেন । কবি এই কথাটা অলঙ্কারদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন ।

একদিন রাজা                      ছাড়ি মন্ত্রগৃহ  
    মহিষী ভবনে পশি  
 হেরে সখীজনে                      বেষ্টিতা সুন্দরা  
    বিষণ্ণ বদনে বসি।  
 হেরে নৃপমণি                      কৃতাজলিপুটে  
    রাণী দাঁড়াইলা স্বরা  
 কিকরী হইতে                      আকর্ষি বাজন  
    সেবে ভূপ চিত্তহরা।                      ৭৮  
 রাজা কহে, দেবি                      যেন পরিম্লান  
    বদন সুন্দর তব,  
 ঈষৎ নীহারে                      রাকা-পতিরূত  
    তুলকা যে পরিভব।  
 শুনি বক্রমৌন                      রহি ক্ষণ দেবী  
    হাসিয়া উত্তর কয়  
 উপবাসে বসি                      শিব-<sup>\*</sup>আয়তনে  
    শুনি পুণ্য কথাচয়।                      ৮০  
 হেন কালে কন্যা                      প্রভা স্বস্তিমতী  
    সহ নিজ পরিজন।

\* মন্দির।

সুধাংশু চন্দ্রিকা . যেন আসি পশি  
 পূজে নম্র ত্রিলোচন ।  
 হেরি কন্ধ্যা মোর . হল জ্ঞানোদয়  
 স্মরিলাম পূর্বকথা  
 \*ত্রীখণ্ড ঈশ্বর . পূজিবে কণ্ঠকা  
 মানস করিষু যথা । ৮২  
 রাজকন্ধ্যা বটে . অতুল গৌরব  
 ‡ক্ষীরাক্তি-তনয়া সম,  
 চাহি যোগ্যবর . পূজিয়া গিরীশ  
 লভে ইচ্ছ বাঞ্ছা মম ।  
 রাজা কহে, দেবি, . মনে হল, অহো  
 ত্রীখণ্ড অচল দেশ,  
 কিরাতের ভূমি . কিরাতে বেষ্টিত  
 ভূতেশ কিরাত-বেশ । ৮৪  
 ধনুর্বেদাচার্য্য . আছে কতশত  
 কিরাত নৃপতিগণ,  
 কেশাগ্র বিক্ষিতে . পারে দূরহতে  
 ধন্বী তারা অনুপম ।

\*উৎকল ও মোর্দিনীপুর প্রদেশের মধ্যভাগস্থিত পর্বত বিশেষ  
 পুন্ড্রাকালে সেইখানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল । ‡ লক্ষ্মী ।

মনে হয় সখি,                      মধুর গম্ভীর  
 ত্রীখণ্ড কাননবর  
 কানন বিহঙ্গ                      কুরঙ্গ সকুল  
 চরে কুঞ্জে বনচর।                      ৮৬  
 তারুণ্য তরল                      সেইত বয়সে  
 সেবিলা যে †পশুপতি,  
 ঙুরাখি মোরে পাশে                      নিত্য সহচর  
 ভ্রমিলা কানন কতি।  
 তুমি চক্রবাকী                      মুই চক্রবাক  
 গোয়াইনু কতদিন,  
 এ মিথুন মধ্যে                      ছিল সব দিবা  
 তামসী অন্তর হীন।                      ৮৮  
 করি ইবন-শুদ্ধি                      দ্বিযোজন দূরে  
 স্থাপিয়া আরক্ষজন

† ত্রীখণ্ড পর্বতস্থ প্রোক্ত লিঙ্গরূপী শিব। ঙুরাখি.....কতি অর্থাৎ  
 ত্রীখণ্ড পর্বতে মহেশ্বর পূজার সময় তোমার প্রথম বয়সে তুমি  
 (রানী) আমাকে লইয়া ত্রীখণ্ড পর্বতের বনে বিচরণ করিয়াছিল।  
 ‡ অজ্ঞবলে বন হইতে হিংস্র জন্তু দূর করিয়া।

\*বিন্ধ্যকূল্যা তটে                      স্নিগ্ধ †সানুদেশে  
    কৈনু আবাস স্থাপন ।  
 ছিল বিন্ধ্যাবতী                      আগুসহচরী  
    বসে পরিজন দূরে  
 বিজন অরণ্যে                      ছিনু দুইজনে  
    যেন বৈজয়ন্ত পুরে ;                      ৯০  
 একদিন রাখি                      গৃহে বিন্ধ্যাবতী  
    তোমা নিয়ে সহচরী  
 কক্ষে মহাঅসি                      তূণ-পূর্ণ শর  
    করেছে কোদণ্ড ধরি,  
 বনলতা-বন্ধ                      কেশপাশ মুণ্ডি  
    বীরবেশে পশি বন  
 ঐআকিরাত-বেশা                      সহচরী-তোর  
    পিয়ি পিয়ি চন্দ্রানন ।                      ৯২  
 অরুণ কিরণে                      অরবিন্দ সনে  
    হল ফুল তবানন  
 মহোৎপলে যথা                      নীহার বিন্দু  
    তাতে ঘন্য বারিকণ,

\*শ্রীখণ্ডপর্বতস্থ নদী । †শ্রীখণ্ড পর্বতের সাহু (প্রস্থ) দেশ । ঐঐষৎ  
 কিরাত পরিচ্ছদ ধারিণী । সহচরী তোরা = সঙ্গে বিচরণশালিনী  
 যে ভূমি তাহার : সহচরী ক্রিয়া প্রধান বিশেষণ, তোরা এই শব্দের

কানন হিল্লোলে                      ‡আখুত অলক  
 পরশিনু কতবার,  
 পরাগ ঙ্গুগন্ধি                      তবুত †আসঞ্জে  
 পরিহরি \*সিন্ধুবার।                      ৯৪

ভ্রমি সেইবনে                      যুগ মাত্র ভানু  
 উদিত গগণে যবে,  
 হেরি ক্লান্ত তোমা                      ‡তাপিঞ্জের তলে  
 \*ঠারি বিদ্ধ-ঝিল্লীরবে।

তমালের সূত্রে                      তমালের পাতা  
 স্নিগ্ধ নবঘন শোভা  
 গাঁথি হারাকারে                      দিমু স্তনোপর  
 যুবজন-মনোলোভা।                      ৯৬

তথা হতে দ্রুত                      আরোহিনু এক  
 মৃগনাভি গন্ধি সানু,  
 বনবাত গন্ধে                      মুগ্ধ মোরা দোহে  
 লখিনা প্রথর ভানু।

---

‡ঐষং কম্পিত। ‡পরাগমৃগন্ধি = মৃগন্ধি পরাগ (পুষ্পরেণু)  
 †লাগে। \*পুষ্পবিশেষ। পুষ্প হইতে পরাগ অলকে সংলগ্ন হইয়া  
 পুষ্প হইতে মুখের উৎকর্ষ ধ্বনিত করিতেছে। ‡তমাল। \*দাড়াহ।

পার্শে বর্ষে ঘন                      ঐকেশ্বর-সন্ততি  
 সুগন্ধি বকুল ফুল,  
 গুঞ্জরে দ্বিরেফ                      -পুঞ্জ কানন  
 মুখরিত বেয়াকুল ।                      ৯৮  
 হেনকালে তথা                      প্রতিবাত গতি  
 মদোদ্ধত মৃগীগণ  
 আসি স্থির নেত্রে                      হেরি নেত্রতব  
 করে দ্রুত পলায়ন ।  
 ঐবিন্দুকুলাতটী                      করি পরিক্রম  
 ফিরিয়াছি বনাবাস,  
 হইলা সন্তাপে                      অবসন্ন কায়  
 হেরিহল শঙ্কাহাস ।                      ১০০  
 সপ্তপর্ণ তলে                      রাখি ধনু তুণ  
 পশি বিন্দুকুলা-বারি  
 ভাজি পদ্মবন                      উপাড়িনু কত  
 পদ্মনাল ক্ষুধাহারি ।  
 খেদায়ে ভ্রমর                      ফুল কোকোনদ  
 করিনু চয়ন কত,

---

ঐবকুল গাছ সমূহ । ঐশ্রীখণ্ড পর্বতস্থ নদী বিশেষ ।

করি-কর্ণ সম কমলের পত্র  
 ছিড়িছু যে শতশত, ১০২  
 তবে ধরি তব মৃণাল সঙ্কাশ  
 ভুজযুগ্ম স্বকোমল  
 মহোৎপল পুঞ্জ স্থাপি তবমুখ  
 চুম্বি পশি সেইজন ।  
 দিনু খুলি কেশ বিদ্যাকুল্য নীরে  
 শৈবাল সুন্দর রূপ,  
 †সমীরণ ছলে শৈবাল \*নলিনী  
 ভয়ে †দ্রুত অপরূপ ! ১০৪  
 পদ্মালয়া সমা খেলি তব সনে  
 বিদ্যাকুল্য স্বচ্ছনীরে  
 কমলের মালে সঙ্জায়ে তোমায়  
 নিয়ে উঠি তীরে ধীরে ।  
 অর্পিয়ে মৃণাল হেরি ম্লান তনু  
 পৃষ্ঠে করি কুতূহলে,  
 পশি গৃহে যথা প্রমত্ত মাতঙ্গ  
 উপাড়ি নলিনী জলে । ১০৬

†পাতাসের উপর দোষ দিয়া \*শৈবাল সংযুক্ত পদ্মিনী †পলায়িত ।



হাসে হরিদাস

ভূপেন্দ্র বিজয়ী

নাহি \*যাতে অবসাদ ।

১১১

হেনকালে †তূর্য্যশালে মধুরনিনদে ঘনগায়

‡চারবর্ষ্য \*উপসর্ঘ্য †নৃপতিনয়ন যেইভাই ।

নানাদেশ সহিক্ৰেশ ভ্রমণ নিপুণ গুণসিন্ধু ।

\*বিষবৈষ্ঠ সাজি, সত্ত্ব গ্রহে অরিকুল -কথাবিন্দু । ১১২

ইতি ‡বরপ্রদানো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥

\*যে রাজার ; †যে গৃহে গ্রহরে গ্রহরে বাত্মদ্বারা রাজার কর্তব্য  
স্বরূপ করাইয়া দেয় । ‡চারবর্ষ্য = শ্রেষ্ঠ গুণচর । \*উপসর্ঘ্য = গম্বুবা  
অর্থাৎ আলাপকর । †নৃপতিনয়ন.....ভায় = যিনি রাজার  
চক্ষুঃস্বরূপে শোভা পান । \*বিষট্টাণ্ড = সাপুড়িয়া । গ্রহে = সংগ্রহ  
করে, অর্থাৎ তূর্য্যদ্বারা ঘোষিত হইল যে এখন রাজার গুণচরের  
সহিত আলাপ করিবার সময় হইয়াছে । ‡রাজকন্তা প্রভা  
ত্ৰীখণ্ডে শিবপূজা করিতে যাইবে এই বর রাজা রাণীকে দিলেন ।

## তৃতীয় সর্গ।

মন্ত্ৰগৃহে রাজা বসি      হেন কালে চর পশি  
বন্দে ধীর অবনত কায়,  
রাজা কহে চারপতি      কুশল ত সম্প্রতি  
অরি-গুহ্য কহিবে আমায়,  
দৃপ্ত †গৌড়েন্দ্র যবন      কহ কি তার মনন  
সাম দান ভেদ কিম্বা দণ্ড  
শুনি গুঢ় কথা তব      প্রতিকারে তার সব  
নীতিজাল করি খণ্ড খণ্ড।      ২  
কিরূপে রঞ্জয়ে জন      কিবা চিন্তা অনুক্ষণ  
ষড়্‌গুণ সবল কিবা হীন  
প্রভাব উৎসাহ মন্ত্ৰ      §শ্রিত কি সচিবতন্ত্র  
নীতি সব কহিবে \*অদীন।  
‡প্রণিধি কহয়ে ভূপ      পশিনু যে অপরূপ  
গৌড়েন্দ্রাধিকার সমুজ্জ্বল,  
গঙ্গা করতোয়া পদ্মা      -তটাস্থিত সুখসদ্যা  
যত জনপদ করতল।      ৪

ভাগীরথী তটধরি      কভু স্থলে কভু তরি  
 অবলম্বি করিনু প্রয়াণ  
 হেরি জীর্ণ নবদ্বীপ      বন বিজন নির্দীপ  
 আছে রাজ-পলায়ন স্থান ।  
 তথা নানা ছলধরি      চর্চি নগরী নগরী  
 পদ্মাতীরে করিনু গমন  
 হেরি রামপাল-গড়      সুবর্ণ-নগর পর  
 কৈনু কোচারণ্য পর্য্যটন ।      ৬  
 তাহার পশ্চিমস্থল      সাগরসঙ্কাশ জল  
 পার হয়ে প্রবেশি বারেন্দ্র  
 যাহার উত্তর ভাগে      তাণ্ডা নগর জাগে  
 যথাবাস করেন গোড়েন্দ্র ।  
 কভু বিষবৈষ্ণবরাজ      কভু যতীশ্বের সাজ  
 সাজি বন্ধি সবে কাটি কাল  
 সেনাপতি কিবা মন্ত্রী      রাষ্ট্রের প্রধান তন্ত্রী  
 তারগৃহে ফিরি ভালে ভাল ।      ৮  
 মস্জিদ তোরণদ্বার      শ্মশান উদ্ভানাগার  
 নদীতট \*সভারাম স্থান

সাবধানে সঙ্গোপনে    হেরি নীতি নেত্রে ঘনে  
 পাই আপ্ত-ভূত্য করি দান।  
 খঞ্জ আতুর অন্ধ    বশকরি ঈসপ্রবন্ধ  
 স্থাপি ভিক্ষুরূপে মঞ্জীবাসে  
 নির্ভয়ে সচিব ভূত্য    তার অগ্রে কহে †কৃত্য  
 অজ্ঞ গুঢ় কথা কহি হাসে।    ১০  
 যবন নর্তকী আনি    অন্তঃপুর কথা জানি  
 বিস্তারিণু কত ইন্দ্রজাল  
 চর কথা চর দিয়া    বার বার পরখিয়া  
 জানি তব্ব কাটি আইনু কাল্।  
 হিজলী উৎকলপ্রতি    বড় লোভী গোড়পতি  
 সমস্তদিস্তৃত সিকেন্দর,  
 আফ্জল সচিব তার    বহে বড় গর্বভার  
 ঢালে †লৌল্যে স্নাত নিরন্তর।    ১২  
 দ্বিশত পঞ্চাশবর্ষ    গোড় করিয়া ধর্ম  
 বখতিয়ার স্থাপিলেক ঈদীন,  
 আমরা এত অধন্য    শঙ্কা করি যে নগণ্য  
 কাফের ভূপতি অনুদিন।

‡কৌশলে। †কর্তব্য। †রাজ্যত্যাগ। §মুসলমানধর্ম।

পূর্বের ত্রিপুরারাকান §নীলধ্বজ যিনি ধ্যান  
 উদীচ্য কামত কৃত্যে গোপ,  
 পঞ্চকোট মল্লভূমি বৃথা বাড়াইলা তুমি  
 বলবীৰ্য্য করিয়া আরোপ । ১৪  
 দক্ষিণে ‡সুন্দরীবন তাম্রলিপ্ত মহাধন  
 হিজলী জলেশ্বর ওড়্রদেশ,  
 পাঠানের ভোগ্যকরি বিধাতা বঞ্চিল মরি  
 নৈলে কেন না বহে নিদেশ ।  
 পূর্বোত্তর প্রাচ্যভাগে কন্দর ভূধর জাগে  
 রাজাপৃষ্ঠে সবল অগণ্য,  
 হিজলী সুন্দরীবন তাম্রলিপ্ত সুশোভন  
 পর্শে সিন্ধু সবে গব্বী-ধন্য । ১৬  
 উৎকল হইবে হার্য্য যদি হানি তটরাজ্য  
 উৎকলের দ্বার বলি গণ্য,  
 দ্বিলক্ষ পদাতি অশ্ব অযুত কামান বশ্য  
 লয়ে যুঝি সবে হই ধন্য ।  
 গেল অর্দ্ধশতপঞ্চ দীন নহে \*সপ্রপঞ্চ  
 যত্নপি কাফের হতমান,

§নীলধ্বজ কামতপুরের রাজা জাতিতে ধ্যান ( চাষীজাতি বিশেষ )  
 গোপব্যবসায় তাহার জাতীয় ব্যবসায় এবং তিনি উত্তরদেশ বাসী ।  
 ‡বর্তমান সুন্দরঘন । \*সুবিদ্যুত ।

ছুঁকারে পড়য়ে ধরা আসি সেবে করি স্বরা  
 এতহীন আছে কোনস্থান ? ১৮  
 স্বামী মন্ত্রী বন্ধু কোষ তাতে নাহি হেরি দোষ  
 রাষ্ট্র দুর্গ বলে নাহি সীমা,  
 প্রভাব অপার তব তুমি পাঠানের ধব  
 রণে কালানলের প্রতিমা ।  
 জিতকাম ধর্মপর উত্তমে সতত ভর  
 মন্ত্রগুপ্তি নিয়ত-মন্ত্রণা,  
 পররন্ধু অশেষণে ব্রতী আছি প্রাণপণে  
 রোধি শত্রু কিসের ভাবনা ? ২০  
 সৈয়দ আব্দুল নাম শান্ত দান্ত গুণাধান  
 মন্ত্রী বটে গোড়েন্দ্র সভায়,  
 গোড়েন্দ্র আদেশে কহে মোর মত যুদ্ধ নহে  
 সাম্যে যদি কার্যাসিদ্ধি পায় ।  
 বিগ্রহে অনেক দোষ কহি নাহি কর রোষ  
 জয় পরাজয় সন্দিহান,  
 পরসৈন্য চর্চে যারা কত ভ্রান্তি করে তারা  
 সবলে দুর্বল করে জ্ঞান । ২২

§“অভিষেয় দুর্বলারি” দুর্বল নির্গীতে নারি  
 কোথা হয় নীতি †অবসর ?  
 কুথা হয়ে ‡বুদ্ধস্মৃতি উপেথে নীতিজ্ঞ অণ্ড  
 \*হঠকারে সদা বধ্য নর ।  
 গোড়ে বিজিত হত চূর্ণ হিন্দু ত সতত  
 ইহা বিজয়ের লিঙ্গ নয়,  
 আশ্রয় স্বদেশ কাল অরির হেরে ভূপাল  
 তবে হয় §সাধোর নির্ণয় । ২৪  
 †কোথা লিঙ্গ কোথা সাধ্য কোথা পক্ষ সদারাদ্য  
 যে কোন বচনে ভূপজন,  
 হেন জ্ঞান থাকে যাঁর নাবুঝে নীতির সার  
 রাজশত্রু মধ্যে গণ্য হন ।  
 হিজলী ওড়্রদেশাশ্রয় হিন্দু নৃপ যত হয়  
 গোড়-দশ-দিগ্‌ দুর্গবাসী

§ আক্রমণযোগ্য । † নীতির অবসর হয় অর্থাৎ নীতি খাটেনা ।

‡ অকারণে যে নিজকে পণ্ডিত মনে করে \* অবিমূঢ়কল্পিতাবশতঃ ।

§ সাধনীয় বিষয় । † পর্ত্ততে ধূম আছে অতএৱ তথায় অগ্নি আছে এই কথাটির মধ্যে ধূমকে বলে অগ্নির লিঙ্গ ( হেতু ) ; অগ্নিকে “সাধ্য” ও পর্ত্ততকে বলে “পক্ষ” । এই লিঙ্গ, পক্ষ ও সাধোর যথানিয়মে সমাবেশ নাহিলে সাধোর অনুমান হয়না ।

দাঁড়াইবে তার পাছে      কে আটিবে গণ কাছে  
    ঐক্যে জয়লাভী হন দাসী।      ২৬  
 শৈলাশ্রয় নাহি তার      এহ যুক্তি নহে সার  
    সিন্ধু তার রণ-নৌকাময়,  
 মোদের নাওয়ারা যত      সাগরে হইবে হত  
    পাছে নবদ্বীপ আক্রময়।  
 পঞ্চকোট মল্লস্থান      ধরি ঋষ্টি ধনুর্বার্ণ  
    শত্রুসহ হবে আগুয়ান,  
 ঙ্গদিল্লীর সৈনিক যত      নহে অনুকূল তত  
    রণে একা করিবে পয়ান।      ২৮  
 †বিপ্রভূতা নীলধ্বজ      খান মদমস্তগজ  
    রক্ত হেরি পৃষ্ঠে দিবে হানা,  
 অশ্রব নাহবে হবে লঙ্ক      শ্রব নাশে হবে স্তব্ধ  
    না রহিবে গ্রাম একখানা।  
 \*রাজস্ব-নফর যারা      জমিদার হিন্দু তারা  
    লেহে পাদ নত করি শির,

†গোড়েশ্বরের নাজে তখন দিল্লির সম্রাটের অসদৃশ্য ছিল।  
 †প্রসিদ্ধ আছে রঙ্গপুর জেলার নিকটবর্তী প্রাচীন কামতপুরের  
 প্রথম রাজা নীলধ্বজ বালাকালে একব্রাহ্মণের গোপালক ছিলেন।  
 \*রাজস্ব আদায় কারক কর্ণচারি।

§রাজস্ব-সিকদার ভয়ে কত উপহার লয়ে  
পূজে, তাই করিয়াছ স্থির— ৩০

†কোর্ণিস কিণাক্কাচিত -জানু-কর হেরি প্রীত  
সব্ব হিন্দু হইয়াছে তথা;

ভাঙ্গিবে স্বপন ত্বরা, অহি-আশীবিষভরা  
দংশিলে স্মরিতে হবে কথা ।

দানে নাহি হবে ফল ধনে অরি মহাবল  
§ঢালে সিঙ্কু কোষে রত্নরাশি,

দৃপ্ত রাজ্য নিকর ভেদ নহে সাবসর  
বিগ্রহে কহিনু ভয়বাসি । ৩২

ভূপ হরিদাস রায় উদার চরিতে ভায়  
অঙ্কুর করিতে পারে সাম,

সে থাকিলে তব মিত্র পাবে সবল \*বহিত্র  
ওড়দ্বারে সিদ্ধ মনস্কাম ।

গৌড়েন্দ্র বিষন্নমনে সভাভাঙ্গি সেইক্ষণে  
চিন্তিল বিজনে আত্মহিত,

§রাজস্ব আদায় বিভাগের উচ্চতম বিশ্বস্ত মুসলমান কন্ঠচারী ।

†সেলাম বিশেষ । কিণাক্ক = ঘর্ষণ জনিত দাগ । আচিত = ব্যাপ্ত ।

§এখানে পুরাকালের হিজলী তমলুক প্রভৃতির বাণিজ্য  
সমৃদ্ধি ধ্বনিত হইয়াছে । \*সবল বহিত্র = রণ তরী ।

প্রধান অমাত্যসহ মন্ত্রণা ত অহরহ  
করি, স্থির করিয়াছে পীত। ৩৪

উৎকল শ্রীখণ্ডাচল যেন প্রায় মর্ষ্মস্থল  
কিরাত কানন মিমধ্যে রয়,  
কিরাতের পতিষত কৈতে ঙ্গাচাহে ইস্তগত  
সামদান করিয়া নিশ্চয়।

গিরি দ্রোণ দরী পথ বনেচর ‡অধিগত  
রোধিবে ঔৎকল মিত্রগণ,  
যদা মল্লমিত্রগণ করিবে সাহায্যপণ  
মল্লসীমে হবে অক্রমণ। ৩৫

যদা তাম্রলিপ্ত পতি সুন্দরীবন সংহতি  
হিজলী পক্ষে হবে অভিযায়ী,  
পাঠান পাইক যত তার দেশে অবিরত  
হানিবে অনিশ দুঃখদায়ী।

গোড়েশ যবন আশ্রু প্রাণিধি হয়েছে প্রাপ্ত  
দুষ্ট বিদূরথদাস নাম,  
ধরিয়া যতির বেশ মুড়িয়া মাথার কেশ  
চলিল শ্রীখণ্ড বনধাম। ৩৬

---

†হিজলী ও শ্রীখণ্ডাচলের মধ্যস্থলে। ‡গোড়েশ্বর ইচ্ছা করেন।  
‡অবগত।

পাছে রহি নদীতীরে হেরি তারে ধীরে ধীরে  
 বন্দি, হয়ে কৃতাজ্ঞলিকর,  
 ওঙ্কার উচ্চারি পাপী কহে †মোরে অভিশাপি  
 কেন হেথা কিবা নাম ধর ?  
 কহি মুঞি শূদ্রভূতা বাসনা যে সাধিকৃত্য  
 অপুলক উদিত বৈরাগ্য,  
 হয়ে তব চিরদাস ইচ্ছারহি তবপাশ  
 যতিদাস হব বড় ভাগ্য । ৪০  
 শুনি বিদুরথদাস মনে কিছু পায় ত্রাস  
 ব্যাধগন্ধে হরিণ যেমন,  
 কহে, 'রে শ্মশান শূদ্র, গোড়ী হীন অতিক্রুদ্ধ  
 যতিজনে পরশিতে মন !  
 লাগিলে তোমার ছায়া আসি পশিবেক মায়া  
 শূদ্রস্পর্শে যতিলোক-ক্ষয়' ।  
 §এত বলি স্পর্শে বারি হাসি পার্শ্বে যেতে নারি  
 নারায়ণ শব্দ উচ্চারয় । ৪২  
 পুনঃ শ্রীখণ্ড নিকট কিরাত ব্যাজ প্রকট  
 হয়ে, এক ‡প্রস্থে রাখি তায়,

†ছদ্মনামে হিজলীর দূতকে §জসস্পর্শকরে এবং নারায়ণ শব্দ  
 উচ্চারণ করে, আগম তাহার নিকট যাইতে না পারিয়া হাসিতে  
 লাগলেন । ‡সানুদেশে ।

পুনঃ স্বীয় বেশ ধরি      সে অরণ্য পরিহরি  
    নিবেদিতে আসিছু হেথায় ।  
 রাজাকহে স্বামিধর্ম      বটে এই আপ্তকর্ম  
    সাধিয়াছ সামন্তের চূড়া,  
 তুমি হেন আপ্তয়ার      বটে ভাগ্য সে রাজার  
    হেনকর্ম নাহি শুনি পুরা ।      ৪৪  
 আনন্দে উঠিয়া ভূপ      শরীরে আনন্দ কূপ  
    দিল তার কণ্ঠে রত্নহার,  
 বন্দিয়া ভূপেন্দ্রবর      কৃতাজ্জলি হয়ে চর  
    চলে স্মৃথে আপন আগার ।  
 রাজা কহে, যদুরায়,      হেনমোর চিন্তে ভায়  
    গোড়পতি বিগ্রহ প্রধান,  
 \*তঁার নীতি অনুসারি      তাঁরে বধিবারে পারি  
    †করু পুত্র শ্রীখণ্ড প্রয়াণ ।      ৪৬  
 অযুতেক সৈন্যসঙ্গে      যাউক শ্রীখণ্ডে সঙ্গে  
    গিরিরন্ধু রাথিবেক রুদ্ধ,  
 গোড়েশ্বরের যত চার      না পায় সন্ধান তার  
    যেন শত্রু না হয় প্রবুদ্ধ ।

---

\*গোড়াধিপ যেমন শ্রীখণ্ডস্থ কিরাত দিগকে বশীভূত করিয়া কর্ষা-  
 সাধন করিতে চায় আমগু তদ্রূপ তাহাংগিকে বশীভূত করিয়া  
 তাহার নীতি পণ্ড করিব । †করুক ।

কামান অযুতদ্বয়      লক্ষ পদাতিক রয়  
 অশ্ববল সহস্র পঞ্চাশ,  
 এবলে গোড়েন্দ্র বলী      বটি মুই কুতৃহলী  
 মোর বল হেরি পাবে ত্রাস ।      ৪৮  
 পাষণ বান্ধিয়া গলে      সন্তরে জলধিজলে  
 লেহিবারে চায় ক্ষুরধারা,  
 ফণী পাদাহত করি      ভূতলে শয়নে পড়ি  
 সূচে আমর্ষয় নেত্রতারা ।  
 কেশরির সহবাদ      নাহিগণে পরমাদ  
 জম্বুক হইয়া একবনে,  
 চন্দ্রমা ধরিতে চায়      স্ত্রমের লজ্জিবে পায়  
 সূধা হেন হলাহলে গণে ।      ৫০  
 অপভাবী দয়াহীন      দস্যুকর্মে সদা লীন  
 পররাজ্যে লুপ্ত চিরদিন,  
 নাহিজানে ধর্মযুদ্ধ      কূটকর্মে স্ত্রপ্রবুদ্ধ  
 দেবদ্বিজ হিংসী ধর্মহীন ।  
 একাকী রোধিতে পারি      বাহুতে সাগরবারি  
 কি করিবে যবন ঈশ্বর ?

কিন্তু রোষকাল নয়      নিয়েতে খণ্ডিব নয়  
নীতিশাস্ত্রে করিব সমর। ৫২

কহে কৃতাঞ্জলিকর      সামন্তেয় যদুবর  
গৌড়েশ কুটিল চিরকাল,  
অকপটে রণে যুঝি      কূটনীতি নাহি বুঝি  
ক্রমে অস্ত্র সব নরপাল।

শ্রীখণ্ডে পাঠায়ে চর      রণাকাঙ্ক্ষী নিরস্তর,  
বন্ধুভাবে তবু প্রেরে দূত,  
প্রতিনীতি অনুসারি      তারি বান্ধিবারে পারে  
পূজি গৌড়েশ্বর দূত স্মৃত। ৫৪

অকপট নীতি যুদ্ধ      নাকরে যবনে রুদ্ধ  
চিরকাল দেখি ব্যবহার,  
পূজিয়া তাঁহার দূত      যেন আপ্ত বন্ধু স্মৃত  
বিসর্জন করা নীতিসার।

পেয়ে অনুমতি      মন্ত্রীদ্রুতগতি  
গৌড়পতি দূতপাশে যায়,  
দিয়া উপহার      গ্রহি পূজাতার  
অতি প্রীতিকথা কহে তায়। ৫৬

---

†গাজনীতি। নীতিশাস্ত্রোক্ত কোশল অবগতনে যবনের নীতি  
পণ্ড করিব।

কহ গোড়পতি                      করিয়া প্রণতি

এহো ভূপ ভূপেন্দ্র বচন,

তঁার সামবাদ                      পরমপ্রসাদ

ভ্রাতৃসম তিহো হেন মন ।

এক ভূতপতি                      সকলেরই গতি

ভেদ বুখা বেদ কোরাণ,

যেহ যার ধর্ম                      কর সেই কর্ম

গৌড়েন্দ্র এ ভূপেন্দ্র পরাণ ।                      ৫৮

বৃহবন্ধ বলে                      রম্য গৃহতলে

পূজি দূত তথা বহুমত,

আলিঙ্গ্য সামন্ত                      পাঠান ছরন্ত

আচ্ছাদিয়া দূত মনোগত ।

বঞ্চিনু গণিয়া                      আনন্দে হাসিয়া

চলে গোড়দূত দ্রুতগতি,

হাসয়ে সামন্ত                      জানি নীতি অন্ত

ধিক্ গোড়দূত স্থূলমতি ।                      ৬০

রাজার বচনে                      ডাকি নিকেতনে

বীরকুমার মনীষী,

শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিগণ                      কহে সুবচন

বুঝাইল মন্ত্রষবে নিশি।

সচিব প্রধান                      করি সাবধান

উপদেশে যত নয়তন্ত্র,

শ্রীখণ্ড অচল                      কিরাত ভূতল

হের §ঘনদাস-পরতন্ত্র।                      ৬২

সচিব বচন                      পূজি হিরমণ

কুমার নিশীথে পশে সদ্য,

বিচিত্র ভূতল                      সহ রাজবল

পশিবে, বিকচমুখ-পদ্য।                      ৬৩

ইতি প্রণিধি-সম্ভাষণে নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

---

§ ঘনদাসের অধীনে থাকিয়া।

## চতুর্থ সর্গ ।

কণ্ঠা-পুর-দ্বারে                      রাখি বন্ধ বাহ  
বীর সৈনিকের গণ,  
ভূপের নিদেশে                      ঘন সান্তরান্  
পশে কণ্ঠা নিকেতন ।

আরক্তলোচন                      অতি ভয়ঙ্কর  
হাসয়ে ঈষৎ হাস,  
\*ঔৎপাতিক ঘনে                      যেন বকপাঁতি  
কিছু কিছু পরকাশ ।                      ২

করে †করবাল                      নিনাদ ঘর্ঘর  
কাঁপয়ে অঙ্গন মাটি,  
হেরি প্রীতা রাণী                      প্রশংসে নৃপতি  
সান্তরান বীর খাটি ।

ডাকি বিদ্যাবতী                      কহয়ে মহিষী  
ডাক কণ্ঠা প্রভাবতী,  
তার মনোমত                      দিলা নৃপবর  
পূজিবারে পশুপতি ।                      ৪

---

\*যে মেঘে লোকের অনিষ্ট হইবে এরূপ আশঙ্কা করা যায় ।

†করবাল ।

লয়ে কণ্ঠা চল চল বীর সনে

শ্রীখণ্ড অচলে যাবে,

তুমি সখী প্রিয়া রহ তার কাছে

চিতে ছুঃখ নাহি পাবে।

পিতার আগারে তুমি মোর সনে

‘আশৈশব’ সহচরী,

ভিন্ন দেহ দুই একই অন্তর

এক নিকেতনে চরি।

৬

প্রভাকণ্ঠা তব পালিয়াছ তুমি

মুণ্ডি মাত্র প্রসবিনী,

রাখ সাবধানে আপূজন-কাল

প্রভা মোর প্রাণ জিনি।

কৃতাঞ্জলি পুটে কহে বিদ্যাবতী

করি এক নিবেদন,

শ্রীখণ্ড অচল কিরাতে বেষ্টিত

সদা পুষ্পিত কানন।

৮

আছে ধন্বী বীর কিরাত কুমার

কিসে পাছে কিবা হয়

বৈবাহিক বর                      কিরাত ঈশ্বর

তাতে রাণী তরে ভয় ।

রাণী কহে, সখি                      পুরাবৃত্তে দেখি

জন্মি কহ্যা নৃপঘরে,

ভিখারী ব্রাহ্মণ                      বৈশ্য করদায়ী

শূদ্রে ঈ অবধূতে বরে

১০

কিরাত নৃপতি                      সে বটে ভূপতি

নৃপ বটে নৃপতুল,

অগ্র্য বৈবাহিকী                      তুমি বট সখী

তাতে না হবে ব্যাকুল ।

হেনকালে প্রভা                      প্রফুল্ল চন্দ্রিকা

কিন্মা অরুণ-কিরণ

ধীরে নম্রমুখী                      পশিয়ে বন্দিল

মাতা ও বিদ্যাচরণ ।

১২

নিতম্ব-দিলম্বী                      কেশপাশ তার

নিবিড় নীরদ ঘন,

ঈষৎ আবরি                      মুখচন্দ্র হেরি

চকিত শিখণ্ডিগণ ।



পুনঃ তাড়াইতে কর শতদলে  
দ্বিগুণ বন্ধারি সরে। ১৮

নব কিসলয়ে ইন্দু কিরণ  
জিনিয়া হাশ্বের ভাস,  
দৃষ্টিতে বহয়ে কুন্দ ইন্দু ক্ষীর  
নিশ্বাসে পঙ্কজ বাস।

‡কম্বু জিনি কণ্ঠ †বাহু বিষ জিনি  
স্তনভারে নম্রকায়,  
মৃগেন্দ্র জিনিয়া ক্ষণ তার কটি  
ক্লেশে ভর বহি যায়। ২০

নিতম্ব নিবিড় স্বর্ণ-শিলা সম  
উরু করি-করোপম,  
শতদল সম চরণ সুন্দর

হেরি পুলকিত মন।  
শ্রুতিতে কুণ্ডল নাসে মুক্তাফল  
স্তনে গজমতি হার

নগেন্দ্র যুগল হতে বহে ধেন  
জাহ্নবী প্রবাহ ভার। ২২

হেম সূত্রবাসে                      সে তনু সজ্জিত  
    স্থির সৌদামিনী খানি,  
 ফলাদ কণ্টকিত                      আনন্দ সতত  
    লজ্জা মুক্তিমতী মানি ।  
 রাণী, কহে প্রভে,                      ত্রীখণ্ড অচলে  
    যাইবার তব সাধ,  
 মানস আমার                      পূজ পশুপতি  
    নহে যেন পরমাদ ।                      ২৪  
 নগেন্দ্র শিখরে                      কত সরোবর  
    প্রফুল্ল কুসুমময়,  
 ঈশ্বরস্তাবচিত                      কুসুম পূজনে  
    ইচ্ছলাভ সবে কয় ।  
 ভরলা চঞ্চলা                      দামিনী বিমলা  
    সহচরী যুথ যত,  
 সখীজন সবে                      দিনু' অনুমতি  
    যাবে সঙ্গে অভিমত ।                      ২৬  
 প্রণমি জননী                      সূচাকু হাসিনী  
    নামিয়া অঙ্গন পর

---

চন্দ্রন করা কল ।

বন্দে ঘনদাস                      বীর সান্তরান্  
 পিতৃব্য-ঈপর্যায়-ধর ।  
 খড়গ-ভল্ল-বাণ                      -কিণার্ক-কর্কশ  
 দেহ, মুখ রেখাঙ্কিত,  
 অরাতি দলন                      নিষ্ঠুর হৃদয়  
 ধৃতান্ত্র সদা বর্ষিত ।                      ২৮  
 বন্দমানা হেরি                      কৃশার্ঙ্গী কণ্ঠায়  
 সানন্দ হৃদয় বটে,  
 আশীর্ব্বাদ কিস্তু                      পরম্ব নিনাদ  
 বিনা তার মাহি ঘটে ।  
 নিদেশ ঘর্যর                      শুনিয়া শিবিকা  
 য়ে যত ভূতাগণ,  
 হয়ে সাবধান                      কণ্ঠাগণ বহি  
 করে ত্রীখণ্ড গমন ।                      ৩০  
 বন্ধ-বৃহ সঙ্কে ,                      চলে বীরগণ  
 নানা ঐহরণ ধরি,  
 চলে সান্তরান্                      \*সততাবহিত  
 ভূপাল নিদেশ স্মরি ।

নৈঋত ধরিয়।                      জলধির তট  
    ত্যজি বনপাশে যায়,  
 হেরি পথে পথে                      আরণ্য পল্লী  
    ভিল্লপ্রায় জনতায় ।                      ৩২  
 বন্দি পূজে সবে                      নৃপের কুমারে  
    গজদন্ত §কৃষ্ণি বাণ,  
 তল্ল শূল ধনু                      বিচিত্র ভাণ্ড  
    আসি আসি করে দান ।  
 বান্ধি গজ সেতু                      তরে তরঙ্গিনী  
    কোথা নৌকা সেতুপথ,  
 নরযানে, গজে, ●                      অশ্বে, গিরিপথ  
    লজ্জে যথা মনোরথ ।                      ৩৪  
 ঘনদাস যদা                      স্থাপয়ে শিবির  
    বন পল্লীবাস পাশে,  
 রাজকন্যা প্রভা                      হেরিবার আশে  
    বন-কন্যা সবে আসে ।  
 তারা রহে বনে                      বন-নদী তটে  
    শুধু খায় বনফল,

কানন বিহঙ্গ                      সঙ্গে গায় গীত  
 পরে বসন বন্ধল।                      ৩৬  
 মর্ম্মরিত পর্ণ                      বন ভূমি পরে  
 কুরঙ্গের সঙ্গে ধায়,  
 বনবাতে বিদ্ধ                      উড়ে কেশপাশ  
 মৃগনাভি গন্ধ গায়।  
 বনফুলে মালা                      গাঁথিয়া সকলে  
 এ দেয় উহার গলে,  
 গালিয়া \*গৈরিক                      বননদী জলে  
 পরে ভালে কুতূহলে।                      ৩৮  
 নিদাঘে বসন্তে                      তাজি গুহালয়  
 শাখাপত্র পুষ্পচয়ে  
 কাননে রচয়ে                      বিচিত্র কুটার  
 বসে সহচর লয়ে।  
 পিয়ি পুষ্পাসব                      ঘুর্ণিয়ে নয়ন  
 বনে বনে গায় গীত,  
 কিম্বর মিথুন                      যথা হৈমবতে  
 চরে কাম-বিদ্ধ-চিত।                      ৪০

\*ধাতু মিশ্রিত লোহিতবর্ণ পর্কতের মাটি।

তারা সবে মিলি                      আনন্দ তরঙ্গে  
 ভাসি প্রভা পাশে যায়,  
 বিক্ষার নিদেশে                      রাজকন্যা হেরে  
 বন-কন্যা সমবায় ।

হেরি রূপ তারা                      সবে আত্মহারা  
 নাচে প্রভা বেড়ি বেড়ি,  
 কহে, ওরে সখি                      একি যে নিরখি  
 হেন মর্ত্যে নাহি হেরি ।                      ৪২

চরণে তাহার                      ক্ষেপে কণ্ঠহার  
 বন কুসুমেরে গ্রথিত,  
 কুসুম বরষে                      মনের হরষে  
 গায় কানন সঙ্গীত ।

বিরহ বিতান                      শুনি সেই গান  
 ঝরে নয়নের বারি,

প্রভা পরিজন                      সনীর-নয়ন  
 সবে বলে বলিহারি ।                      ৪৪

গিরি পাদমূলে                      বহু ফল ফুলে  
 শোভিত কানন মাঝে

দশেক ঘোজন                      কিরাত ভবন  
 বেষ্টিয়া কুমার রাজে।  
 আরক্ষ প্রেরিয়া                      শৃঙ্গ পরখিয়া  
 নিশ্চি কণ্ঠা নিকেতন,  
 ভূধর শিখরে                      বীর ঘনবরে  
 স্থাপিবারে কৈল মন।                      ৪৬  
 তথা সান্তরান                      আসি আগুয়ান  
 শ্রীখণ্ড অদূর-স্থান,  
 তথা কন্যাজন                      করিলা যাপণ  
 নিশা যেন দীর্ঘমান।

ইতি শ্রীখণ্ড-প্রয়াগো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥



**কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বর্ণ বিখ্যাত শ্রমীর যাত্রা।**

বারিদে দামিনী                      হেম লেখা জিনি  
                  চমকি চমকি শোভে,  
 বক্ষে শুভ্র-কায়                      বকপাঁতি ভার  
                  গরজনে চিত্ত লোভে । ”  
 প্রভা অশ্রুবারি                      কহে, “সইতে নারি,  
                  হের সৌদামিনীগণ,  
 বলাকার পাঁতি                      ঐ মেঘ সাধী  
                  শুন স্নিগ্ধ গরজন ! ”                      ৬  
 “ঃপুস্পিত সুঘন                      কদম্ব কানন  
                  নহে বারিদে দামিনী,  
 রোপা-রেখামান                      নির্ঝর বিতান  
                  উজ্জ্বল বকপাঁতি জিনি,  
 গর্জিত নির্ঝরে                      প্রতিবিন্দু পড়ে  
                  হেরি হরি গর্জ্জ ঘন

\*এই শ্লোকে তরলা কারণ দেখানিয়া বলিতেছে ইহা যে নহে,  
 কারণ দৃশ্যবস্তুর যেরূপ কোনও লক্ষণ (দামিনী বক পংক্তি  
 ও মেঘগর্জন) নাই। †অশ্রুবারি = অশ্রু বারণ করিয়া।  
 এই শ্লোকে প্রভা দৃশ্যমান বস্তুর (কদম্বাদিকে) মেঘের  
 (বিজ্ঞাত্যাদ) লক্ষণ বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। §ও†। এই  
 শ্লোকদ্বয়ে তরলা বুঝাইলেন যে কদম্ব কাননে প্রভার দামিনীর  
 ঘন হইয়াছে, এবং পর্বতের উপর হইতে পতিত শুভ্র নির্ঝর ধারায়  
 বকপংক্তি এবং সিংহের গর্জনে ও নির্ঝরের শব্দে মেঘ গর্জন  
 সম হইয়াছে।

তার প্রতিধ্বনি                      প্রাবে গিরি ঙ্গণি  
নহে ঘন গরজন । ”

এতকহি স্নিতা                      \*সম্ময়া স্কুরিতা  
কুহরে তরলা পুন,  
প্রভা কণ্ঠ শোভী                      মুনি মনঃ ক্কাভী  
স্পর্শি গজ-মুক্তা-গুণ, —

“উত্তরে দক্ষিণে                      অনন্ত-ঈকিতান  
বিদারিয়া                      \*অভ্রচয়  
শৃঙ্গের আবলী                      বলসে গগণে  
নিম্দি মহামেঘোচ্চয় ।

হের শৃঙ্গ শত                      অভ্রের উপর  
হিমালী মুকুট শিরে,  
অকণ কিরণ                      -ঈদ্রত-হেমাবৃত  
হিমালি দ্বিতীয় কিরে ?

শ্বেত মেঘ-বাষ্প                      শিশুর-হিমালী  
স্পর্শি উর্কে বাজ্জাধায়,  
লম্বে কটিতটে                      মহাজন স্পর্শী  
মুত হেন শিক্ষা পায় ;

ঈমনেহর ।

\*গকিতা ।

ঈবিত্তার

\*মেঘসমূহ ।

ঈমালত ।

অরুণ কিরণে ক্ষুটাজ শোভন

অধিত্যকা সামুচয়,

মন্দাকিনী যথা

সুমেরু বাহিয়া

শত নিবারণী বয়।

উপল জর্জর

সগদগদ-নাদ

গিরি গহ্বর নিবর,

শতাবর্ত-গর্ভ

গভীর প্রবাহে

ময় নাগ ভয়ঙ্কর।

১৪

নিম্ন প্রান্তে গিরি

-বিবরে সহস্র

সহস্রায়ু অজগর।

কেহ খরি গজ

\*লুলাপ, কুরঙ্গ,

কুণ্ডলিত-ভোগবর।

সবিষ নিশ্বাসে

ফুলিছে অনল

দংষ্ট্রা গজদন্তসম,

আস্য গুহা স্পর্শে

\*আহাধ্য অবশ

ভুলিয়াছে স্ববিক্রম।

১৬

পনস-অশ্বথ

সরল-তমাল

সপ্তপর্ণ-বিভীতক

জলেবপাক। \*মহিষ। §। কুণ্ডলের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে  
ভোগবর বাহার। ভোগ = সর্পের শরীর। বর = শ্রেষ্ঠ।

\*ভক্ষা গজাদি।

-নীপ-জম্বু-শাল                      -গিয়াল-হিস্তাল  
 -প্রায়-বন §বহুদক ।  
 ‡গণ্ডশৈল বীচি                      লুঠে পাদতলে  
 ঐরাবত সমকায়,  
 ঝিল্লী নিনাদিত                      সবন পর্বত  
 স্তব্ধ মুরছিত-প্রায় ।                      ১৬  
 অধিত্যকা চর                      †প্রভিন্ন মাতঙ্গ  
 -যুথপতি কোথা চরে,  
 পাতাল সন্নিভ                      হেরি \*দরৌমুখ  
 করেণু আকর্ষি ধরে ।  
 হেরি যুথ-পতি                      প্রমত্ত §অকাণ্ডে  
 স্বেদ-মদ-ধারাকুল,  
 করেণু সখীরা                      আসিল ধাইয়া  
 করে অরবিন্দ কুল ।                      ২০  
 করিণী পরশে                      নিমীলিত নেত্র  
 গজ-শুণ্ডেতে ধরিয়া,  
 ঠেলে ‡কুস্তম্বয়ে                      †মীলিয়া নয়ন  
 মহোৎপল শিরে দিয়া ।

§অনেক উদকাশয় যুক্ত । ‡কুস্ত্র কুস্ত্র পাহাড় । মিত ও গর্জন নীল  
 \* গুহা । §সংসা । †মাথা দিয়া । ‡নিমীলিত করিয়া ।

গিরি সরোবরে                      নলিনী কাননে  
করাইবে গজে স্নান  
হেরে না নয়নে                      চলে সরোবরে  
লাথ ভ্রমরের গান ।                      ২২  
অবগাহি সব                      করেণু যুবাতি  
রাখে মধ্যে গজরাজ,  
\*চন্দ্রিকাবদাত                      বিস, পর্ণ, অঙ্ক  
তোলে করিণী সমাজ ।  
হেরি নবদল                      শিখরি-শিখরে  
মিথু-ভিষ্মাঙ্গন-নীল,  
পুষ্পিত কদম্বে                      নাচে †নীলকণ্ঠ  
‡কলাপিত বনানিল ।                      ২৪  
মেঘ-ঈশ্বরদের                      শূনি কেকাধরনি  
হেরি নৃত্য সপুলক,  
গগণে স্তম্ভিত                      মেঘবৃন্দ দ্রবি  
সিঞ্জে শ্রীখণ্ড কটক।।  
সে সিঞ্জে গিরি                      বিকচ কদম্বে  
পুলকিত কলেবর,

\*জ্যেষ্ঠার নাম সাদা। মিম্বর। মিম্বর পুচ্ছময়। ঠুংমুয়ের এক-  
নাম মেঘ-সুহৃৎ।

পবন কম্পিত -শিখণ্ড-শিখণ্ডি  
 -নেত্রে নীর বর বর । ২৬  
 স্পর্শি বর্ষবারি প্রমত্ত †সারঙ্গ  
 রঙ্গে যুখে যুখে ধায়,  
 জামুত নিনাদ -অসহিষ্ণু হরি  
 গরজে গিরি গুহায় ।  
 তৈদিড়ঙ্ক ঘন আসি যুখে যুখে  
 আলম্বে অচলকায়,  
 রাজেন্দ্র মাতঙ্গ যথা বহি তোমা  
 ভূপগৃহ পানে ধায় । ২৮  
 সুন্দরী কটাক্ষ সমান \*চঞ্চলা  
 চমকি চমকি শোভে,  
 চারু শক্রধনু উদিয়া সতত  
 অঙ্গি শির চিত্ত লোভে ।  
 মেঘের উপরে আগৌর সুন্দর  
 অচলোদ্ধিতন দেশ,  
 অমর্ত্য সে ভূমি বিহরে সতত  
 সুরকন্ঠা †রতিবেশ । ৩০

†চরিত্র । ‡যে মেঘের কোলে বিছাৎ আছে । \*বিছাৎ । এই শ্লোকে  
 দ্বিতীয়ার্ধে কবি মেঘের পর রামধনু হয় ইহা বলিলেন । †অমুরাগ ।

অক্লণ কিরণে                      বলসিছে কোথা

হের ধাতু সমুদয়, \*

চন্দ্র-সূর্য্য-কান্ত                      পদ্মরাগ কত

বৈদ্যুত যে প্রভাময়।

এ শ্রীখণ্ডপর                      হেমপ্রস্বে তব

স্থিত নব নিকেতন,

তথা সন্নিহিত                      সদা পশুপতি

যথা ঈশ্বরায়তন।

৩২

অইত শ্রীখণ্ড                      শ্রীফল সুরভি

সদা পুষ্পিত কানন,

তথায় পূজিবে                      তুঙ্গ সান্তুপর

কিরাতেশ ত্রিলোচন। "

বিস্মিত চকিত                      স্ফুরিত নয়ন

শুনি তরলার বাণী,

কুরঙ্গ-বিনিন্দি                      বিশাল নয়নে

হেরে প্রভা ধন্য মানি।

৩৪

শিরীষ কোমল                      বাহু লতাপাশে

কৈল তরলা বন্ধন,

বিমল চন্দ্রিকা আলিঙ্গিল হেম  
 -বল্লী বনে সুশোভন ।  
 কোকিল কাকলী সম কল কল  
 -কণ্ঠে কন্যা কুল কয়,  
 চল লয়ে প্রভা সুললিত লাস্ত্রে  
 হেমপ্রস্বে, নাহি সয় । " ৩৬  
 †উৎকলিকাকুল লখি কন্যাকুল  
 ঘন সাস্তুরান বীর,  
 শিবিকা ‡সম্বাদে অকাণ্ডে আরোহে  
 হেমপ্রস্বে মহাদীর ।  
 অরুণ বসন শিবিকারবৃন্দ  
 হতে সবে হেমবন  
 পশে দ্রুত, যেন সঙ্কারুণ-§আশা  
 -হতে চন্দ্রকলাগণ । ৩৮  
 হেমপ্রস্বেবনে প্রভা নিকেতন  
 সুবর্ণ সৈকতময়,  
 ঘন গরজনে অন্ধুরিত কত  
 রত্ন শলাকার চয় ।

†উৎকলিতা । ‡শিবিকা সমুদ্রের পরস্পর মর্ষণ হয় এইরূপ ভাবে ।  
 ক্রিংবিং । §দক্ ।

রত্নের অঙ্গুর                      অভঙ্গুর ঐশোণ

নবনীত সুকোমল,

কামিনী চরণে                      লাগিলে অমনি

ছিণ্ডি করে \*ঝলমল ।

৪০

যোজন বিস্তৃত                      গিরি শিরে সেই

ব্রত্ময় হৈমবনে

ক্ষুট-কোকোনদ                      সরসীরবন্দ

খচিত মরালগণে ।

জম্বু রসময়                      নির্ঝর তথায়

পিয়ি ঙ্গারু নেত্রগণ

সবে রক্তবর্ণ                      স্বর্ণ-বিন্দু তম্বু

নেত্র কান্তা বিমোহন ।

৪২

পশি সেই দেশ                      হাসে নাচে গায়

প্রভাপ্রিয় সখীগণে,

উর্বলী মেনকা                      তিলোত্তমা বৃন্দ

যেন সুমেরুর বনে ।

প্রভা নিরঞ্জে                      তরলিকা সহ

কহে কর ধরি তার,

\*রক্তবর্ণ । “শোকঃ জহাতি বকুলঃ মুখলীষু সক্তঃ..... ।”

এই শ্লোকোক্তগণ আকৃতিগণ কল্পনা করিয়া কাব কামিনী চরণ স্পর্শে  
ব্রত্ময়াকী ছিড়িয়া ঝলমল করে বলিয়াছেন । §হরিণ ।

“সখি, অপরূপ                      এ যে হেমবন,  
চিতে উৎকণ্ঠার ভার । ”                      ৪৪

চিন্তে তরলিকা                      সূচতুরা অতি

যেন জীবৎ বিম্বিত,

“শুনিয়াছি গিরি                      -বন কহে কথা

যদি পায় স্বচ্ছ-চিত ।

নির্জটন অরণ্য                      ভূধর কন্দর

কথা কত জানে তারা,

অতীত প্রণয়                      বিরহ মিলন

শোকদুঃখ জিহ্বাভরা ।                      ৪৫

সজীব-প্রকৃতি                      নিশ্বাস-পবন

মন্মে বিদ্ধি নাকি রয়,

আকুল ব্যাকুল                      হয় নাকি চিন্ত

বিষাদ কুন্তন ময় ।

নহে যোগ্যস্থান                      কিরাত কানন”

ফুটি কহে, “সহচরি,

উৎকণ্ঠিত চিত,                      মোর মনে ভায়

স্নেহময়ী মাতা স্মরি । ”                      ৪৬

স্নেহের সরসী                      জননী হৃদয়ে  
ফুটিয়াছে হেমোৎপল,  
উন্মূলি আনিমু                      এতদূর বনে  
তাতে অন্তর বিকল।

স্নেহের সলিল                      সিঞ্চন অভাবে  
তিলেকে মলিন হয়,  
অশোক লতিকা                      কানন কৌমুদী  
নবনীত কিসলয়।

৫০

সদাইত তোর                      স্মরিলে জননী  
ডাকিতে সহেনা কার্ন,  
বারিভরা নেত্র                      আছে চিরদিন  
ওমা ওমা কি জঞ্জাল।

রাজার নন্দিনী                      হবে রাজরাণী,  
চন্দন-লতার সম

উন্মূলি তোমায়                      দূর দেশান্তরে  
নিবে, হবে ত বিষম।

৫২

পাইতে অভাষ্ট                      শ্রীখণ্ড অচলে  
পূজিবে ভবানীপতি,

হলে তাঁর রূপা                      গরলে পায়ুষ  
পাষাণে সলিল কতি । ”

পুনঃ কহে “প্রভে                      প্রথর কিরণ  
দিনমণি বর্ষে কর,

চল সবে মিলি.                      পশি সরোবরে  
তুলি কমল নিকর ।                      ৫৪

ভাবগাহি নীরে                      তুলি নিজহাতে  
সকৈরব শতদল

পূজি ভূতপতি,                      অই শৈবপুন্ড্র  
মন্দির রজতোজ্বল । ”

এতশুনি সবে                      প্রফুল্ল হৃদয়ে  
চলে পঙ্কজিনী জলে

আঁটি †শাটিকটি                      -ভটে সুর-কন্ঠা  
-সম খেলে শতদলে ।                      ৫৬

কিকাম মঞ্জরী                      স্ফটিক-নির্ম্মল  
বিকচ কমল জলে ।

চুছিত-†পুপাত                      -কদম্ব-অনিল-  
-প্রজ্জ্বলিত-স্মরানলে ।

†পরিধেয় সাড়ী †ভট। ভটপণ্যস্ত বিকৃত কদম্ব পুপ বায়ু দ্বারা  
প্রজ্জ্বলিত কামানগমর জলে ইহারা কি কাম মঞ্জরী স্বরূপ  
ভাসিতেছে ?

\*গলিত বাসনা সরসীমাঝারে  
সঙ্কল-কৈরব বনে  
আশা-চন্দ্র-লেখা আশঙ্কা সমীরে  
ভাসি ভাসি দিনগণে ? ৫৮  
সরোজ-বাসিনী কিবা লক্ষ্মী ধরি  
শতমূর্তি কত্যা চলে  
নলিনীশ হেরি প্রোজ্জ্বল গগণে  
খেলে ঈকামপূর জলে ?  
সরোবর নীরে বদন সুন্দর  
ভাসে কার কেশ পাশে  
শৈবাল বেষ্টিত পঙ্কজ নিবহ  
যেন হেলি ছলি ভাসে । ৬০  
পঙ্কজের নালে কেহ কলহংস  
বান্ধিয়া তর্জ্জয়ে ঘন,—

\*এই শ্লোকদ্বারা কবি সমুদ্র কারিণী কামিনীগণের হৃদয়গত আবেগ উৎকর্ষিত বাক্য করিতেছেন। সরোবরনীরে কৈরব পক্ষুড়িত আছে, তা ত চন্দ্রকলা পতিত হইয়া সমীরণারা বিকৃত হইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া কৈরবসহ মিলনরূপ অভীষ্ট সিদ্ধিরজন্তু দিন গণিতেছে। ইহাতে স্মরণ হইল, কত্যাঙ্গনয়ের বাসনা-সরোবরে সঙ্কল বিকসিত হইরাছে। সেই সঙ্কলের সমীপে আশা আশঙ্কাদ্বারা আন্দোলিত হইয়া সঙ্কল সিদ্ধির প্রতীক্য করিতেছে। অর্থাৎ ইহাদের মনের অদৃশ্য বাসনা সরোবরট প্রত্যক্ষ সরোবরের আকার ধারণ করিয়াছে। এতদ্বারা ইহা জলকীড়া নহে, বাসনা-সরোবরে কীড়াযাত্রা। § প্রবাহ।

“প্রভা কণ্ঠনাদ ঝাকিতে, গিরব  
-কর্মে যেন নহে মন ।”

এত কহি হাসি ভাসে নীলজলে  
শোভে বাহুগালে মুখ,

হেরিয়া স্ফুরিত কম্পিত কমল  
বায়ুচলে পিরাঙ্কুখ । ৬২

কেহ হাসি হাসি উন্মূলিতে যায়  
\*বাতেরিত নীলোৎপল,

অতি-নীলোৎপল শোভে প্রভা আঁখি  
উহাদিয়া কিবা ফল ?

কেহ বারিতটে সুসিক্ত অশ্বরে  
গায় কণ্ঠ সুমধুর.

শুনি মৃগীমূখ নিস্পন্দ নয়নে  
হেরে সাক্ষাৎ প্রবিধুর । ৬৪

হেরি নীলকণ্ঠ কদম্ব শাখায়  
কেহ খোলে কেশরাশি,

এখানে কণ্ঠ, কলধ্বনি করারূপ অহঙ্কার প্রকাশ । নিজকে

হেলাইয়া রাখে । \*বাতস্বরা ঈরিত চঞ্চলীকৃত ।

নীলোৎপল অতিক্রমকারী । †বিশেষরূপে আকুল ।

কোকিল পঞ্চমে ব্যাবিধ হৃদয়  
 উন্মাদিত হেনবাসি।  
 শুনি কেকা কেহ চায় †শুক্রাপাঙ্গে  
 বান্ধিবারে কেশ পাশে,  
 দ্বিরেফ-গুঞ্জন -স্তব্ব কোন বাল্য  
 তাহা নিরখিয়া হাসে। ৬৬  
 †যুথশ চমরী নাচার চামর,  
 অসহিষ্ণু ভামা কয়  
 “কঙ্কণে কাটিব দন্ধ \*বালভার  
 হবে তাতে ঘেবা হয়।”  
 কমল-বাসিনী মায়া মোহ জালে  
 ঢাকিল সবার জ্ঞান,  
 পূজার সময় বহি বহি যায়  
 নাহি কিছু অবধান। ৬৮  
 বিদ্যাবতী হেরি কতি সপ্রভা কণ্ঠকা জন  
 ত্বরাকরি পরিহরি ক্রীড়া, উঠে ভীতমন।  
 পদ্মণালে পদ্মজালে জড়িত শরীরত্রস্ত  
 পুষ্পপাণি সবেমানি কেহ নহে রিক্তহস্ত। ৭০  
 বিদ্যাহাসি ভালবাসি সবে নিয়েচলে ঘরে  
 শৈববনে হৃষ্টমনে প্রভাসহ পূজাতরে ॥  
 ইতি পুষ্পাবচয়নো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

†ময়ুরকে। †দলে দলে। \*চমর গুচ্ছ।

ষষ্ঠ সর্গ ।

ବିଲ୍ଲୀ ନିନାଦିତ୍ତ                      ବିଲ୍ଲୀ ଧ୍ବଜିତକ

শৈবপ্রস্থ গুহাময়,

কোকিল ভ্রমর                      নাহি ডাকে তথা

ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ପ୍ରମଥ ଭୟ ।

†সিক্কায়োনি যেন                      যোগীন্দ্র বোশেতে

ভীষণ ত্রিশূলপাণি,

পূজে ত্রিভুবন -পতি মৃত্যুঞ্জয়

সুখা তথা নাহি জানি ।

\*মুকুন্দ শেখর - চন্দ্রকলা-পান

ভিন্ন তার নাহি গতি,

জাগয়ে নিশীথে                      বিকট-ভুকুটি-

-বক্তা যবে ভূতপতি ।

প্রকট শরীরে                      নিশীথে বিহরে

ভীম ভৈরবের গণ,

যাদের হৃদয়ে দারিত ভুধর

শস্ত্র পୁলকিত মন ।

2

8

‡বহেড়াগাছ । §শিবানুচরভূতাদি । †দেবকুলবিশেষে উৎপন্নবাস্তি ।

\*सुन्दर ।

প্রমথসম্বাদ                      বিদ্যাসম কায়  
 খড়্গ কাটে নিজশির  
 উর্দ্ধ রক্তস্রোতে                      স্নাপয়ে ভূতেশ  
 \*কৃত্ত মুণ্ডে পূজে ধীর ।  
 গিরি শৃঙ্গ ধরি                      উপাড়ি উপাড়ি  
 লোফালোফি করে করে,  
 পদাঘাতে দারি                      রসাতল হেরে  
 হেন শক্তি তারাধরে ।                      ৬  
 রক্তজটা ক্ষেপে                      দ্রবণ তরাসে  
 বিধু উর্দ্ধে নভে ধায়,  
 নমুচি-সূদন                      নিজে বজ্রপাণি  
 হেরি যাহা ভয় পায় ।  
 শূলাগ্রে বিক্ষিয়া                      পাতয়ে তারকা  
 পিয়ে সিদ্ধু একশোষে,  
 করিলে নিনাদ                      যার প্রতিধ্বনি  
 †সহস্রহায়ণ ঘোষে ।                      ৮  
 হেন ভূতগণ                      নাপারে সহিতে  
 যে রক্ত ভুকুটি ঘোর

স্মরি সে ভীষণ রৌদ্ররূপ গিরি

-গুহানেত্রে করে ঝলোড় ।

তথা শ্বেতোপল হুতুঙ্গ মস্তক

ধবল মন্দির ঘরে,

মণি বিজড়িত অনাদি লিঙ্গ

পূজে সুরাসুর নরে ।

১০

বিক্র্যবতী সহ চন্দন ঠামালুর

-পর্ণ পুষ্প গজাজলে,

প্রভাপূজে হর্ষে বরদ ঈশ্বরে

তর্পি পুষ্পমাল্য গলে ।

করিতে প্রণাম পড়িল আপনি

অর্চাপুষ্প তার শিরে,

আনন্দে সখীরা করি উলুধ্বনি

ফিরে চলে ধীরে ঘরে ।

১২

শৈবপ্রস্থ ছাড়ি হৈমপ্রস্থে সবে

কৈল যবে পদার্পণ,

ঈদারি কর্ণ ফুটে বজ্রনাদ যথা

মহাগজের বৃংহণ ।

‡ভঙ্গ। †বিষময়। §বিদ্যার্ণ করিয়া।

অকাণ্ডে প্রকাণ্ড

অভ্রগজ সম

দন্তাবল মেঘনীল,

তুলে শুণ্ডাদণ্ড

মুঘল দশন

বর্ষিয়া মদ সলিল ।

১৪

সমদ বৃংহণ

হেরি যুথপতি\*

উঠে হলহলা রব,

ডাকি রাজকন্যা

মৃণাল কোমল

ভয়ে বিচেতন সব ।

ত্রাহি ত্রাহি ধ্বনি

উঠে কণ্ঠহতে

কে করে সে বনে ত্রাণ ?

পলক ছাড়িতে

বৃংহিতে বৃংহিতে

ঘোর দন্তী আগুয়ান ।

১৬

পুন পলকিতে

গ্রহিবে প্রভায়

রোদনে পূরিল প্ৰস্ব,

অমনি প্ৰোথিল

দশন ভূতলে

গজ, দূরে পঞ্চহস্ত ।

বিস্তারি শরীর

প্রোথি দন্ত ভূমে

বৃংহি প্ৰস্ফুরিত কায়,

গগনশৈল সম                      বিবশ করীন্দ্র  
ভূমে গড়াগড়ি ধায় ।                      ১৮

শিব শিব কহি                      পুভা ধরি ধরি  
শিলাতলে সবে স্থাপে,  
হায় হায় করি                      ভাসি অশ্রুস্নীরে  
শিলাতলে সবে কাঁপে ।

অর্দ্ধ নিমীলিত                      উৎপল নয়ন  
কাঁপে পুভা ধর ধর,  
লীলাপদ্মে তারে                      বাজে কোন সখী  
কেহ হেরে গজবর ।                      ২০

স্বফুরিতে নয়ন                      ‘হে ডল্ল †কোঙর’  
গভীর নিনাদ পাশে !

শুনি কন্যাজন                      নিরখিয়া পুনঃ  
দ্বিগুণ বিস্ময়বাসে ।

শুনি সে নিনাদ                      গভীর কণ্ঠে  
চমকিয়া পুভা বসে,

তরল আলম্বি                      প্রবেপিত চিত  
যেন তাঁর নহে বশে ।                      ২২

†“ডে কুমার ডল্ল” এইকপ শব্দ । কিরাত রাজের পুত্রের নাম ডল্ল ।

হেনকালে হস্ত করীন্দ্রের পাশে  
 মৃগেন্দ্র-বিনিন্দি-গতি,  
 আসি উপনীত বীরযুবা এক,  
 কহয়ে গম্ভীর মতি,—  
 “হে ডল কোঙর হের ললাটাস্থি  
 উপরে বিক্ষিপ্ত বাণ,  
 কহ আচার্য্যেরে †রক্ষ্য-পঞ্চহস্ত  
 -দূরে গজ §গতপাণ। ২৪  
 ললাটের মন্মধ্যে বিদ্ধ গজরাজ  
 বাহে পুঙ্খ সশোণিত !  
 শরপাত, মহা -গজের পতন,  
 যুগপৎ \*সমুচিত !! ”  
 এতকহি গর্বেষ ধম্মী তৃণী বীর  
 পাতে নেত্র শিলাতলে ;  
 বিস্মিত মানসে কহে কণ্ঠাকুল  
 ‘একি হেরি ধরাতলে !’ ২৬  
 একি উপনীত দারুকা কাননে  
 বিমোহন চন্দ্রচূড় ?

মধুবনে কিম্বা                      যমুনা-প্ৰধৰ্ষী  
 বলভদ্র বৃষ্টি-শূর ?  
 রৈবতক পুষ্কে                      একলব্য সহ  
 একি †বর্গী মনমথ,  
 ‡গৌরী-গুরুতটে                      পার্থ প্ৰতিমল  
 †কিরাতেন্দ্র মহারথ ?                      ২৮  
 কিরাতেৰ বেশ                      প্ৰথম যৌবন  
 তুঙ্গ শালতরু সম,  
 বীরশ্ৰী-লাঙ্ঘিত                      বপু যে সুন্দর  
 বক্ষঃশ্বেত-শিলোপম ।  
 বনলতা বন্ধ                      চূড়াকারে কেশ  
 কণ্ঠে হেম-পিণ্ড-দাম,  
 শ্ৰুতিতে কুণ্ডল                      রুরু-কৃষ্ণিবাস  
 রূপ বটে অভিরাম ।                      ৩০  
 ভীষণ কোদণ্ড                      সশর পাণিতে  
 মুখে মধু মধু হাস,  
 ভোগীন্দ্র-বেষ্টনে                      হরের ললাটে  
 চন্দ্রকলা পরকাশ !

†ব্রহ্মচারী । ‡হিমালয় পার্শ্বে । †কিরাতকুণী মহাদেব ।

পদভরে যেন                      গিরি অবনত  
 জলধি গম্ভীরনাদ,  
 উৎকর্ষ ময়ূরী                      -শ্রুতিরন্ধ্রে যাতে  
 ঘটে ঘোর পরমাদ !                      ৩২  
 সম্মিত সে বীর                      কার্ম্মকে পরশি  
 গজকুম্ভ, লখে ভানু,  
 করি ষ্টিপোতোপম                      সসার শরীরে  
 সনাথ গিরীন্দ্র সানু ।  
 সাতক জদয়ে                      কহে বিদ্যাবতী  
 “ধন্য এ যে রাজসুত,  
 গিরীন্দ্র সমান                      করীন্দ্র বিদারী  
 বটে বাহু বীর্য্যপূত ।                      ৩৪  
 যাও তরলিকে,                      স্নুধাও কুমাংরে  
 ব্যাকুল অন্তর মোর,  
 ত্রিলোচন বরে                      পেল পুতাপ্রাণ  
 লজ্জিয়া বাসন ঘোর । ”  
 শুনি প্রিয়কথা                      প্রভাকে ছাড়িয়া  
 তরলা প্রগল্ভ-বাণী,

আশারশি ধরি                      গজেন্দ্র গমনে  
                  চলে বালা ধন্য মানি।                      ৩৬  
 বাসন্তী দূতিকা                      পিক বধু যথা  
                  †কুসুমেষু পাশে যায়,  
 কুহ কুহ নাদে                      বসন্ত বিভব  
                  উন্মাদী পঞ্চম গায় ;  
 কিসলয় তাম্র                      -কর-যুগে বাস্কি  
                  অঞ্জলি \*বিভ্রম-সার  
 ঙ্গহত জলতা                      আকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ  
                  †সকম্প তরলহার,                      ৩৮  
 কহে, “কি কারণে                      মর্ত্যালোকে হেথা  
                  দেব তব আগমন ?  
 তব পুতাপুঞ্জ                      ছোতিত নিখিল  
                  হের এই হৈমবন।  
 একি #কলানিধি                      তারা-বিমানিতা  
                  রোহিণীর অশ্বেষণে,

†মদন \*বলাস। ‡পরম্পরসংলয়। †রক্ষিত হার কম্পিত,  
 কাঞ্চই জনর কম্পিত, অতনব তরুণবীর জনর সজ্জিত সন্তুষ্ট  
 জনিও সর্বসংশয়ঃ।

\*আপনি কি চন্দ্র ? সপত্নী তারা দ্বারা অপমানিতা অতঃপর  
 মানভরে পলায়িতা রোহিণীর অশ্বেষণ করিতে করিতে কি আকাশ  
 হইতে এই হৈমবনে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়াছেন।

কিছা †দেবরাজ অহল্যা-কোপিত

শচী বাহি ফির বনে ? ৪০

‡জটাজুটে হেরি সপত্নী জাহ্নবী

মানবতী উমা তরে,

পরি রুক্মিণী নব ত্র্যম্বক-চারি-

রূপে ফির গিরিথরে ?

\*হারাইয়া সতী বজ্র অশ্বমেধে

ভীম †অজগব করে,

গগনে ভ্রমণে ক্রান্ত মহেশ্বরে

ভাগ্যে হেরি ধরাধরে !! ৪২

‡অথবা আপনি কি দেবরাজ ইচ্ছা ? এবং অহল্যার ব্যবহারে মান করিয়া লুকায়িতা শচীর অবশেষ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছেন। †অথবা আপনি কি মহেশ্বর ? আপনার জটায় সপত্নী জাহ্নবীকে লুকায়িত দেখিয়া মানভরে পলাইত। উমার অবশেষে রুক্মিণী চন্দ্র পরিধান পূর্বক সাধনার জন্ত ত্র্যম্বকরূপে যন্ত্র হিমবানের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন ? \*দক্ষযজ্ঞে সতী হারাইয়া সকল আপদের মূলভূত বজ্রকে বিনাশ করিবার জন্ত অজগব ধনুহাতে করিয়া বজ্রের পাছে পাছে আকাশ ভ্রমণ করিতে ২ ক্রান্ত হইয়া যবন মহেশ্বর আমাদের ভাগ্যক্রমে এই পর্বতে নিশ্চয় আরোহণ করিয়াছেন। †অজগব-মহাদেবের ধনুঃ নাম।

অথবা ভাস্কর                      হেরি পদ্মবন  
 -বিমর্দন মাতঙ্গ পাপ,  
 উপনীত রোষে                      ধনুর্বাণ-পাণি  
 হেমজটী তীক্ষ্ণতাপ ।  
 নিষাদ সম্মাষে                      হইল সংশয়  
 বুঝি মর্ত্য রাজসুত,  
 ঐআটবিকসহ                      বিচর যৌবনে  
 মহাধর্মী কীর্তি-পূত ।                      ৪৪  
 মর্ত্য নৃপকূলে                      যদি বা প্রভব  
 সেহ পূজ্য নসংশয়,  
 বিনা ক্ষীরনিধি                      সুধাংশু প্রসূত  
 ভুবনে কি কভু হয় ?  
 কোন বা মহিষী                      বাৎসল্য-বিধুর  
 করি পশিয়াছ বন,  
 পরি রুরচন্দ্র                      নিষাদের সনে  
 ভ্রম গিরি কি কারণ ?                      ৪৬

† অথবা আপনি কি স্থা? নিরুপদ্বী কমলিনী গগকে এই পাপ  
 মাতঙ্গ বিমর্দন করিতে উদাত দেখিয়া ধনুর্বাণ হস্তে লইয়া গগ  
 বধ করিতে আসিয়াছেন ! নতুবা আপনার জটাকেন ? আগনার  
 শরীরে এত তেজ কেন ? ঐবন্যজাতীয় বীরগণ রাজাদের  
 একতর প্রধাম সহায় । তাহাদের সৈন্যকে আটবিক বল বলে ।

বিধুসুদ সনে ভ্রমে কি চন্দ্রমা,

পৌষে গরলে প্রীতি ?

কি রত্ন খুজিয়া ভ্রম তুমি বনে

নাহি বুঝি তব রীতি।

দণ্ড ধনী তুমি দূরপাণ্ডী বাণে

বধেছ দুর্জয় নাগ,

ভূপেন্দ্র কণ্ঠকা কুসুম পেলবা

রক্ষিয়াছ বীরভাগ।

৪৮

সখীমাবে হেলি অই শিলাতলে

আকুল কুন্তল কায়,

শনিবিশ্ব মাঝে মৃণাল-কোমল

সুধা-সিত-কান্তি-প্রায়।”

এত কহি বালা হইলে নীরব

অতৃপ্ত কাননস্থলী

প্রতিধ্বনি ছলে করিল সুদীর্ঘ

সুধাকণ্ঠ নাদাবলী।

৫০

ইন্দ্রচাপ সম আলম্বি কার্ম্মুক

স্মিৎ-আমন্ত্র-নিম্বনে,

কহে ধর্মী, “শুভে,                      মধুমাস-দুর্ভী  
হেন তোমা মনে গণে ।

কাদম্বিনী অগ্র                      সমীর নীতল  
বাণী তব মধুদগার,

\*উপচার-পুষ্প-                      শোভিত, উদার,  
অমৃত-সন্দোহ-সার ।                      ৫২

অয়ি শুচিস্মিতে                      নহি দেবযোনি,  
মর্ত্য, ভূমিতলে বাস,

ধর্মচার্য্য বাল্যে                      কিরাত †ভূপতি  
ভ্রমি এবে তাঁর পাশ ।

বধিনু গজেন্দ্র                      গজপতি সম  
গজেন্দ্র ‡কহিতে পার,

কার্মুক ব্যায়ামে                      বধিনু এ গজ  
বৃথা প্রশংসিতে নার ।                      ৫৪

এত সুকুমার                      মৃণাল কোমল  
তনু সর্বশোভাসার,

পরশিবে †ব্যাল                      হেরিব বসিয়া  
নহে রাজ ব্যবহার । ”

\*সংকার । †‘ছিলেন’ ক্রিয়াপদ উহা । ‡আমাকে গজেন্দ্র বলিয়া  
সম্বোধন করিতে পার । †হুই অস্ত ।

পুন জিহ্বাকাটি                      কহে বীরবর

“নহে বনবীর নীতি” ।

মুছে শ্বেদবিন্দু                      গদগদ ভাষ

হৃদয়ে বহিল প্রীতি ।                      ৫৬

কহে, “সুধাকর্ষি,                      সপ্তপদমূল

সখ্য সাধুজনে কয়,

সে প্রমাণ বলে                      কইতে পারি “সখী”

মর্যাদা লঙ্ঘিত নয় ।

অতি সুকুমার                      রাজার কুমারী

মোরা বটি বনচর,

প্রীতি বনচর                      বুঝে চন্দ্রমুখি

নহে কুল পরতর ।                      ৫৮

তব বাণী-সুধা                      পিয়ি হইলু জড়,

বসি মোরা এই বনে,

মন্থথ মঞ্জরী                      সখী তব লয়ে

চরিতে অভীত মনে । ”

অদূরে তখন                      উঠে কলরব

স্বিন্ন রোমাঞ্চিত দেহ,

কুলের ধার ধারে না ।



আশ্বাসি সন্নেহে                      আকুল-মুর্দ্ধজা  
প্রভা প্রেরি ঘরে যায়,  
নিন্দি রক্ষি-জনে                      গর্জে ঘনে ঘনে  
জ্বলিত অনল প্রায় ।

“প্রতি রন্ধ্রমুখে                      রক্ষী শতজন  
নৃপতি-বিশ্রম-ভূমি,  
হৈমপ্রস্থে পশে                      ব্যাল ভয়ঙ্কর,  
অহো, উদাসীন তুমি !”                      ৬৬

আরক্ষ সেনানী                      কৃতাজলিপুটে  
কহে “শুন বীরবর,  
আপ্তবীর রক্ষী                      মিলি শতজন  
রোধিতে নারে কুঞ্জর ।

আশীবিষ সম                      তীক্ষ্ণ প্রহরণ  
ভ্রমিয়া বিফল করে,  
যদি স্পর্শে দৈবে                      পাষণ কঠিন  
\*বিন্দুজালে ঠেকি পড়ে ।                      ৬৬

বেগে অশ্রুসরি                      নাপারি বিক্লিতে  
জান মোর বাহুবল ;

হরিত সঞ্চার ঙ্গিন্মুত গতিতে

কৈল সে বীর্য বিফল ।

অক্ষত শরীরে আছি বলি বীর

অভক্ত নহে যে চিত্ত,

মানি অপযশ -কলঙ্ক লাঙ্জিত

‡শবগর্হ্য এ জীবিত । ” ৭০

অপগত রোষ কহে ঘনদাস

যাহ বীর নিজ স্থানে,

অসাধ্য সাধিল কোন বীরবর

মোরচিত্ত ইহা মানে । ”

সবিমর্ষ গতহর্ষ সশস্ত্র সকলবলসঙ্ঘ

বিগ্ৰহিত নহে প্রীত যতবলপতিগত-রঙ্গ । ৭২

ঘনদাস পশিবাস মলিন বদনে পশে শয্যা

‡সুপ্রসন্না \*পিয়িকন্যা ভুলিল কি গুরুতর লঙ্কা

ইতি সন্দর্শনোন্মায় ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

‡ঈষৎ লক্ষনযুক্ত দ্রুতগতিতে । ‡মৃতশরীরের ছায় ঘণাই ।

†উৎকৃষ্ট মদিরা । \*নিদাঙ্গলে কবি মদকে ধরা বলিয়াছেন ।

## সপ্তম সর্গ ।



পরে একদিন                      নিশামুখে বসি  
তরলিকা গাঁথে হার,  
হেরি ধীরে ধীরে                      কহে ঔবনবালা  
পুছি এক ব্যবহার ;  
পূজাস্তে যে প্রভা                      চরে একাকিনা  
নবঘন পানে চায়,  
সজল নয়নে,                      যেন কেকাকণ্ঠী  
ভাব বুঝা নাহি যায় ।                      ২  
কহে কহে কথা                      \*বিস্ময়ি পুন  
করে শূণ্য †নেত্রপাত,  
সম্মিত বদনে                      সলজ্জ অন্তরে  
মাগে ক্ষমা জুড়িহাত ।  
গাঁথি মুই মালা                      শস্ত্র পূজাতরে  
গাঁথিবারে প্রাস্তে ধরে,  
গাঁথিতে কুসুম                      কদম্ব যেমনি  
শিহরি শিহরি মরে ।                      ৪

ঔপ্রভার একজন সহচরী। \*ভুলিয়া। †গন্ধা রহিত দৃষ্টি।  
চিন্তাদশায় এরূপ হইয়া থাকে।

মৃণাল সুবর্ণ                      \*করস্থিত তমু  
    রোমাঞ্চ-তরঙ্গ ময়,  
 চন্দ্রিকা প্রবাহ                      -ধৌতস্থলী যেন  
    বাতেরিত ফুলচয় ।  
 নিশাবসানে                      মুদি নেত্র কভু  
    হেরে সঙ্কল্প স্বপন,  
 জাগয়ে অমনি                      চমকি চমকি  
    ঝোরে বারি ছনয়ন ।                      ৬  
 হের দিনে দিনে                      তমুতার ক্ষীণ  
    ঙ্গাসিতের চন্দ্র প্রায়,  
 সবিস মলয়                      সমীর সমান  
    কদুষ্ক নিশ্বাস-বায় ।  
 বলয় কঙ্কণ                      \*করে শ্লথ-বন্ধ  
    কিছু মগ্ন ছনয়ন,  
 আরুণক অলক                      কর্পোলালস্বী  
    শ্লথ কবরীবন্ধন ।                      ৮  
 চন্দ্রিকাচন্দনে                      লিপ্তা ইরাক যথা  
    লিপ্ত মিলয়জে তমু

রয়ে শিলাতলে                      ধূসর অঙ্গে  
 বুঝি তাপ নহে \*তনু ।  
 সমান নয়না                      প্রিয় সহচরী  
 কুরঙ্গী কুটিল ভুরু,  
 আত্মাণে চরণ                      কোকনদসম  
 না নিরখে চিন্তাগুরু ।                      ১০  
 ভক্ষ্য ভোজ্য পেয়                      শুকশারী মৃগে  
 বাঁটি দিয়া কিছু খায়,  
 নর্তন সঙ্গীত                      ভূষা কাব্যকথা  
 কটাক্ষেও নাহি চায় ।  
 একাকী বিরলে                      গাবে কোন গীত  
 বিষাদ গরল তান ।  
 নিরখি আকাশ                      সজ্জল নয়নে  
 যেন বাহিরায় প্রাণ ।                      ১২  
 হের যেয়ে প্রভা                      উৎকর্ষা তাপিত  
 বাণবিদ্ধা মৃগী প্রায়,  
 পূজি পশুপতি                      দূরে হৈমবনে  
 বুঝি দৈবে প্রাণ যায় । ”

বিরলে বসিয়া                      ছুসখী চিত্তিয়া

হেরি বিধু সমুদিত,

লয়ে প্রিয়সখী                      সরোবরতীরে

ধীরে ধীরে উপনীত ।

১৪

সবে বন্ধমোন                      স্নিগ্ধ শিলাতলে

পাঁতে মালতীর দল,

বলে বারিতটে                      রাখি প্রভামাঝে

বহে মন্দ পরিমল ।

চন্দ্রমা সঘনে                      বরষি অমৃত

স্নাপে রশ্মিজালে ধরা,

প্রফুল্ল কৈরব                      -সিত-কান্তি ব্যাজে

সরসী যে হাস্তভরা ।

১৬

মলয় অনিল                      -পরশে বকুল

খসি বর্ষে ঝর ঝর,

কেতকী কিঞ্চদে                      \*অবদাত কান্তি

শেভে বপু মনোহর ।

তুরঙ্গ-বদনী                      সমকণ্ঠী দোহে

তরলিকা বনবালা,

বেড়ি বাহনালে                      প্রভা অরবিন্দে  
 পীত প্রীতিরস-হালা,                      ১৮  
 বিববিন্দু মাথা                      গাইল সঙ্গীত  
 উৎকর্ষ পিপাসাময়  
 দৈন্ত-খেদ-হর্ষ                      -অভিমান-অশ্রু  
 -প্রপাণক প্রেমাশয়।  
 সেই তান-বাণে                      ব্যাবিক্ত হৃদয়  
 সে যে অতীব বিকল,  
 আলী আলম্বিয়া                      নয়ন মুদ্রিয়া  
 রহে বালা ধরাতল।                      ২০  
 রহে শিলাতলে                      উত্তান শয়নে,  
 বিসতন্তু উপাধান,  
 বিস-তন্তু-মালা                      কণ্ঠে, নাল বালা  
 করে, সখী কৈলদান।  
 মূর্ছজ-কলাপ                      শ্লথ-বন্ধ ছায়  
 বিসতন্তু উপাধান,  
 অপাক্ত হইতে                      করে অশ্রুবিন্দু  
 মুক্তাকল নহে মান।                      ২২

\*মদ্য। †সে সঙ্গীত দৈন্ত খেদ হর্ষ অভিমান ও কারুণ্য  
 ভাব সমূহের সরবৎ স্বরূপ।

হেনকালে সেই উজ্জানের পাশে

গভীর কণ্ঠের নাদ

শুনি ত্রস্ত্র যত সখীজন পাশে

মানে একি পরমাদ ।

“শুন তরলিকে”, কহে বনবালা,

“বারিতটে কণ্ঠনাদ,

বটে কিরে সেই যাতে প্রিয়সখী

-হৃদে পারে পরমাদ ?” ২৪

চমকে তরলা দ্রুতগতি হুহে

সরোবর তটে পশি,

হেরে বটে সেই সমুদ্রত ফুবা

যেন অকলঙ্ক শশী ।

বটে সেই বেশ উচাটন মন

শ্লথ-বন্ধ-অসি করে,

চন্দ্রমা সম্বোধি যেন ক্রভঙ্গিতে

ভাসে সঙ্কল্প † সাগরে । ২৫

কি জপিছে মনে নাহি তার পার

কামনা গ্রাসিল চিত,

† যেন ক্রভঙ্গিতে চন্দ্রমাকে সম্বোধন করিয়া সঙ্কল্প সমুদ্রে ভাসিতেছে ।

চন্দ্রমার বৃদ্ধিতে সমুদ্রের বৃদ্ধি হয় ; চন্দ্রমা উদ্দীপক ।

রেণুতে মলিন                      তনু অভিরাম  
 ললাট স্বেদ-নিচিত ।  
 কহে, “বিল্ববনে                      তরলিকাসহ  
 বিল্বস্তনী ভ্রমে সদা,  
 এই ভূমিতল                      পরশি লভিব  
 সে †মুখ কনকলতা ।                      ২৮  
 মশাথ-রসাল                      -মঞ্জরী বিকচ  
 পরশিল কি পবন ?  
 সে-তনু-মঞ্জরী                      গন্ধ-§মোহ বিনা  
 কেন মস্তুর-গমন ?  
 ব্রত-কার্য \*শোভি                      সে কায় সুন্দর  
 বিদ্ধ যেন পঞ্চবাণে,  
 দর †মুকুলিত                      শূন্য দৃষ্টিপাত  
 মুখ-†সাদ হৃদি হানে ।                      ৩০

†সুন্দর । §তনুরূপ মঞ্জরী, তাহার গন্ধ, তজ্জনিত মোহ । মদনের  
 প্রস্তুতি সহকার মঞ্জরী কি বায়ুকে স্পর্শ করিয়াছে ; সেই তনুরূপ  
 রসাল মঞ্জরীর গন্ধ বায়ুর মোহ না জন্মাইলে বায়ু এত দীর্ঘ  
 গতি হইল কেন ? \*ব্রত জনিত ক্লেশতা, তদ্বারা শোভাবিশিষ্ট ।  
 †ঈষৎ যুদ্বিত । †মুখের অবসন্নতা ।

কিম্বা অনঙ্গের                      পঞ্চবাণ-বিদ্ধ  
 রূপ-বিজয়-পতাকা,  
 সে কি মলয়জ                      ঝড়-নিদানক  
 ক্ষয়-তাপ-জীর্ণ-রাকা ?  
 ঝড়-বিদগ্ধিত                      -কিরণা ঙ্গলিনী  
 হেন কভু মনে লয়,  
 বাসনা-সন্তাপ                      বিষকিন্দু জিনি  
 কৈল চিত্ত বিষময় ?                      ৩২  
 লালিত্য, বিষাদ                      চিন্তা, হর্ষ, শঙ্কা  
 তারুণ্য স্নিহের গণ,  
 মাধুর্য্য-সর্বস্ব                      কৈল তার তনু  
 \*প্রপাণক-রস ঘন ।

মলয় পর্বতজাত বাত নিদান ( কারণ ) য'হার এমন যে  
 অর তজ্জনিত যে তাপ তদ্বারা জীর্ণ ( তর্জ্জরিত ) রাকা  
 ( পূর্ণিমা রাত্রি ) । কবি এই শ্লোকে কোশলে প্রেমের রূপ  
 ও গুণে নায়কের কাম-বাণ বিদ্ধ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন ।  
 এই শ্লোক এবং ইহার পূর্বে ও পরবর্তী কতিপয় শ্লোকে কবি  
 নায়কের ক্ষমতায় অতি বিচিত্র আবেগ বর্ণনা করিয়াছেন এবং  
 তাহা দ্বারানায়িকার চিত্তহারিণী অবস্থা অতি কোশলে অভিযান্ত্রিক  
 করিয়াছেন । § অর্থাৎ অসফল কামা কারণ নলিনী কি  
 মূর্খ্যাকিরণ চায় । † অতএব বাসনা রূপ বিবে তাহার চিত্ত  
 দগ্ধ হইয়াছে ? \*সরবৎ ।

মুখ হেরি তার                      আতঙ্কী সুধাংশু  
    নেত্র প্রেমস্নেহ ঝরে,  
 তারে নিরখিতে                      ব্যাকুল †পরাণে  
    বিদরি বিদরি মরে।                      ৩৪  
 ক্ষণ দরশনে                      কল্লি, সে ঙ্গনয়নে  
    মোতে গুঢ় প্রেমধারা ;  
 উর্গনাভ সূত্রে                      বুলাইয়া শিলা  
    ভাবি কেন হই সারা ?  
 চন্দ্রমা করেছে                      ধরিব দুরাশা  
    সুধার পিপাসা বড়,  
 পিপাসা অনল                      তাপিল শরীর  
    ব্যাধি সবিকার \*দঢ়।                      ৩৬  
 নয়নে নয়ন                      মিলি না রহিল  
    ক্ষণতরে, কারে কই ?  
 এক সিঙ্কুনার                      পিয়ি না কখন  
    এক বনবাসী নই।  
 একবৃক্ষ ফুলে                      নহে †গাঁথাহার  
    নহে কথা বিনিময়,

†বক্সা নাগকের প্রাণে। ঙ্গসে নয়নে=প্রভার নয়নে।

মোতে=আমি নাগকে অর্থাৎ আমাকে লক্ষ্য করিয়া।

\*প্রবল; সবিকার=বিকার প্রাপ্ত। †নাগক নাগিকা উভয়ের হার।

ধিক্ কামবিক্র হৃদয় অসার হৃদয়  
 কভু প্রীতি-ভূমি ঙ্গনয়। ৩৮  
 কিস্বা ক্ষণ বর্ষ -ভেদ নহে হেতু,  
 স্মৃহুর্ভে দেখা পাই,  
 জন্ম কোটি যদি বান্ধা চিত্তযুগ  
 পলক ও ত ফলদায়ী।  
 কিন্তু তার তনু বড় যে সুন্দর  
 মোর তনু বটে ছার,  
 তার আশানলে জুলিয়া নিয়ত  
 হয়েছে অঙ্গার সার। ৪০  
 তার প্রেমস্নেহ কিস্বা ভালবাসা  
 যাহা বল তাই স্মরি,  
 সে নয়ননীরে পশিল মানস  
 ডুবি যেন প্রাণে মরি।”  
 শুনি রোমাঞ্চিত সখী দুহোমানে  
 প্রাপ্ত সঞ্জীবনরস,  
 ধীরেগায়—“চন্দ্র -বিরহে তাপিত  
 কুমুদিনী যে অবশ।” ৪২

---

ঙ্গামার স্ত্রীর কামবিক্র হৃদয় ১৭শ ও ১৮তম ব্যক্তির প্রীতি-  
 লাভের বোধ্য নহে।

বামাকণ্ঠধ্বনি                      শুনি তটপ্রান্তে  
    চলিল গজেন্দ্র রায়,  
 এই ধরি ধরি                      ধরিতে না পারি  
    শিলাপটু প্রান্তে ধায়।  
 হেরি চমকিত                      কহে আহা এষে  
    কলামাত্র শেষ শশী,  
 প্রাচী-‡মূল তলে                      পার্শ্বেতে শয়ান  
    অসিতের পক্ষ পশি।                      ৪৪  
 তাতে, অসম্ভব                      \*চায়ামৃত গ্রাসে  
    মলিন হয়েছে মুখ ;  
 রাহু-দন্তাঘাতে                      গলিত অমৃত-  
    অশ্রু ঝরে বাহি বুক।  
 ধিক্ সুরগণে                      †অথগু-মণ্ডল  
    চন্দ্র কি পিয়িতে হয় ?  
 যার সুধাকণে                      তর্পিত-§জীবন  
    চকোর গগণে রয়।                      ৪৬  
 একি স্নিগ্ধ শিলা                      -বিরহ শয়নে  
    লিপ্ত-মলয়জ কায়,

‡পূর্বদিকের মূলদেশরূপ শব্দায়। \*রাহু। কৃষ্ণপক্ষে রাহুর  
 চন্দ্রগ্রাস অসম্ভব কিন্তু এতলে এই অসম্ভব কার্য সম্পন্ন হইয়াছে।  
 †পূর্ণ; কৃষ্ণ পক্ষে দেবতার চন্দ্রের সুধা পান করায় চন্দ্র ক্ষীণ হয়  
 §তৃপ্তপ্রাপ্ত।

প্রিয় অন্বেষণে                      প্রাণ যায় ছাড়ি

প্রিয় বিচ্ছেদ জ্বালায় ?

বুঝি গেছে নেত্র,                      শ্রুতি, স্পর্শ, স্বাদ,

অথৈ চঞ্চলমন,

না আসিল ফিরি                      বাঞ্ছিত পাইয়া

প্রাণ এবং উচাটন।

48

সে ত ভাগ্যবান                      নিষ্ঠুর হৃদয়

কেন হেন আচরণ,

মৃণাল কোমল                      সুধাংশু কিরণ

দহে জ্বালিয়া \*দহন ।

এ নিয়নবীর -নির্ম্মল ধারার

তার ত উচিত হয়.

পরাণে জীবিয়া                      অশ্রুবিন্দু ছলে

অকপটে নিব্বারয় ।

40

অবশ শরীরে                      নেত্র নেত্র রাখি

পিয়ে নেত্রে মুখচান্দ,

কম্পিত করেছে                      পরশে এ তনু

দলিত মৃণাল হান্দ ।

‡বিব্রহ, অদর্শন। \*অগ্নি। †সেই নিষ্ঠুরের এই উচিৎ যে সে  
প্রাণে দ্রবীভূত অশ্রুবিদ্যুৎছলে অকপটে ইহার নয়ন জলের  
নির্মল ধারাতে ঝরিয়া পরে।

কর্ণে কহি কথা                      ঠাগিঙ্গিয় বরে  
 দিয়া \*ইষ্টকল ভার,  
 তুলি এর বাহু                      মৃণাল সুন্দর  
 পাড়ে দিয়া কণ্ঠহার।                      ৫২

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে                      করি প্রেমালাপ  
 ক্রয়ুগে পরশি ভুরু,  
 মিলি দুহোপ্রাণে                      চলে চন্দ্রালোকে  
 §বগাহি আকাশ উরু।  
 একি †প্রেমযোগ?                      উষ্ণ-নিশ্বাস  
 ঘোষে উত্তর অয়ন?  
 যাতে অনিবৃন্তি                      গতি চান্দ্রমসী  
 শ্রুতিভাষ্যে নিরূপণ।                      ৫৪

†বাক্শক্তিকে। \*অভীষ্ট ফলের বোঝা। বাক্শক্তিকে তাহার  
 অভীষ্টকলদান করিয়া; কিরূপে? না ইহার কাণে কথা-কহিয়া।  
 যেন নায়িকার কর্ণে কথা কহিবার জন্তই নায়কের কর্ণ জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছে। §বগাহি=অবগাহন করিয়া; উরু=বিশাল।  
 †একিপ্রেমযোগ.....অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্ত লোকে যোগ সাধন  
 করিয়া থাকে। ইনি কি প্রেমরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া  
 প্রাণত্যাগ করিবার জন্ত সমাধিস্থ হইয়াছেন? সমাধিবলে প্রাণ-  
 ত্যাগ করিতে হইলে যোগিগণ উত্তরায়ণেই তাহা করিয়া থাকেন।  
 এখন উত্তরায়ণ কিরূপে বুঝায়? না ইহার উষ্ণনিশ্বাস বায়ুদ্বারা।  
 উত্তরায়নে বায়ু উষ্ণ হয়। শ্রুতিভাষ্যে নিরূপণ...ভাস্কোপায়া  
 শ্রুতি ও তাহার শব্দরূপিভাষ্যে এইরূপ নিরূপণ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করা  
 আছে। -চান্দ্রমসী গতি = চন্দ্র লোকান্তিমুখে গমন।



উৎকণ্ঠিতা তথা পিককণ্ঠী প্রভ  
পরিহরি অবসাদ।

আকুল কুন্তলা সখীমাত্রে হেলি

নিরঞ্জে সে বীরবর,  
অশ্রুর তেয়াগি এল কি ভূতলে

সুধাকর শশধর ?

৬৭

কণ্টকিত তনু কম্পিত করেতে

ক্লেবে বলয় কঙ্কণ,

প্রফুল্ল মঞ্জরী চূতলতামাত্রে

যেন ভ্রমর গুঞ্জন।

সে শিঞ্জনে বীর ত্যজি মোহতন্দ্রা

সম্মুখে নেহারি চায়,

তৃষ্ণা-ক্ষাম-কণ্ঠ চাতকানুকুল

এষে বারিধারা প্রায়।

৬৮

জড়ীভূত সেই সকম্প শরীরে

চলিতে না পারি আর,

একি শিলাপ্রান্তে অবশ শরীরে

বসে রাজার কুমার।

প্রোঢ় বনবাত বহিল, বকুল

ঝরে পুষ্প অনিবার,

কদম্ব কমল কৈরব পরাগে

অঙ্ককারিত অশ্রুর।

৬৯

কহে তরলিকা, তব পরশনে

সনাথ এ শিলাতল,

মোদের ভাগ্যেতে আকাশের চন্দ্র  
 খসি পৈল ধরাতল ।  
 এতবলি লরে কমলবাজনে  
 ব্যজয়ে বীরকুমার,  
 ব্যজয়ে প্রভারে বসি বনবালা  
 করে কণ্ঠ ধরি তার । ৬৬  
 নাহি ফুটে কথা নীরব সকলে  
 শুধু বহে সমীরণ,  
 মিশিয়া তাহাতে হৃদয় দোহার  
 কথা কহে অগণন ।  
 হেনকালে এক আসিয়া কিঙ্করী  
 কহে বিদ্যার শাসন,  
 বর্জিতা যামিনী চল লয়ে প্রভা  
 এবে হেম নিকেতন । ৬৭  
 হেন কৃপা দেব রহে চিরদিন  
 এতবলি কণ্ঠাজন,  
 প্রভালয়ে ধীরে পশে নিজগৃহ  
 ছাড়ি সেই হেমবন ।  
 সখীজন কুণ্ঠমন  
 প্রভাসহ পশে সন্ধ্য,  
 প্রভাহীন বিমলিন  
 ভাস্তু যেন তাজি চলে পদ্ম । ৭০

ইতি প্রীতিসন্দর্শনো নাথ সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

## অষ্টম সর্গ ।



ঘনদাস হস্তে                      অর্পি হেমবনে

পূজাতরে প্রভাবতী

স্রমে গিরি বন                      হিজলীরাজপুত্র

সদা অবহিত অতি ।

কৈল অনর্গল                      উৎকলের দ্বার

গৌড়দ্বারে পাতে থানা,

ঐবেশ নিগম.                      হেরে চারনেত্রে

কড়ু নাহি করে মানা ।

২

শুনি চারমুখে                      এক গুহামাঝে

গৌড়চর পঞ্চজন

মিত পরিজন                      পঞ্চ খড়গ হাতে

কন্দরে অভীত মন,—

লজ্জি দরীপথ                      পুন আরোহিল

শিখর কঙ্করময়,

হেরে ছদ্মবেশে                      করিছে মন্ত্রণা

পঞ্চ পাঠান-তনয় ।

৪

অসহিষ্ণু যুবা                      অলঙ্কিতে বেগে

পাড়ে কাটি পঞ্চশির ;

অনল সমান                      জ্বালিল রোষেতে

সিংহনাদ করে বার ।

হেনকালে হেরে                      তাপসের বেশে

বসি এক বৃদ্ধজন,

না করি বিচার                      ক্রোধে বন্ধ তার

শেলে কৈল বিদারণ ।

প্রজ্বলিত নেত্রে                      কহিল তাপস,

“ তুমি মূঢ় দুର୍ବিনীত,

শুভ্র কলি কাঁট                      জন্মিয়াছ কুলে

তোমা তুচ্ছকরি মানি,

তাপসে প্রহারি                      ইন্দ্রপদ হতে

ଦ୍ଵାଦଶ ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ।

কৃষ্ণ-পুল্লগণ                      ধর্মি মুনিজনে

প্রভাসে পাইল ক্ষয়,

যবনাস্থকারে                      কর নিবু নিবু

তবু গৰ্ব অতিশয় :

দিনু শাপ তোমা                      তব কুলে হবে  
       শেষ রাজা গোবর্দ্ধন,  
 ঈশা মছলন্দী                      প্রতাপে হারাবে  
       হিজলীরাজ্য ক্ষুণ্ণ মন ।                      ১০  
 \*মুজা উপরাজ                      বলি পাবে খ্যাতি  
       পাঠান লুটিবে ধন,  
 পাঠানে ধর্মিয়া                      চুরন্ত মোগল  
       রাজ্য করিবে আপন ।  
 ইন্দ্রপ্রস্থ মাঝে                      জ্বলিবে মোগল  
       ইন্দ্রসম হবে তাপ,  
 গ্রাসিবে ভারত,                      তোরা হতমান  
       সদা পাবে পরিতাপ । ”                      ১২  
 সে শবরযোগী                      নেহারি কুমারে  
       বিদীর্ণ হৃদয় যথা,  
 প্রাণ যায় কালে                      কহে-শুন বার,  
       কহি শেষে এককথা :—

ইন্দ্র-প্রস্থ মাঝে                      জ্বলিবে মোগল  
ইন্দ্রসম হবে তাপ,  
গ্রাসিবে ভারত,                      তোরা হতমান  
সদা পাবে পরিতাপ।”                      ১২

সে শবরযোগী                      নেহারি কুমারে  
বিদীর্ণ হৃদয় যথা,  
প্রাণ যায় কালে                      কহে-শুন বার,  
কহি শেষে এককথা :—

\* জৈশাখী মছলানি হিজলী অধিকার করিয়া হিজলীরাজকে স্বজামুঠা প্রদেশ প্রদান করেন। তদবধি হিজলী-রাজবংশ স্বজামুঠার রাজা বলিয়া পরিচিত হইতেনছে।



সমীরণ ছলে                      সেই গিরি-বন  
 দুঃখে ত্যজিল নিশ্বাস।                      ১৮  
 হেনই সময়ে                      সশর-কাম্বুক  
 যুবা কৃষ্ণ দীর্ঘকায়,  
 দক্ষতাল সম                      শুভ্রদন্তমাল  
 ঔৎপাতিক-ঘন প্রায়।  
 বিকট কর্কশ                      নিনাদে সম্বোধি  
 কহে, 'তুমি কোন্ জন ?  
 বাধিয়াছ শূলে                      শবর তাপসে  
 অধর্ম্যে তৎপর মন !                      ২০  
 বনবাসী মোরা                      পিতৃসম বাসি  
 স্নেহ বীৰ্য্য নিকেতন,  
 কি হেতু বধিলা                      তাপসে দুর্ন্যতি,  
 বৃথা-রাজ্য পরায়ণ।  
 বৃথা বাক্যব্যয়ে                      নাহি প্রয়োজন  
 এই দিই প্রতিফল,  
 গিরিবিদারণ                      -ক্ষম ঘোরশরে  
 প্রোথি তোমা ধরাতল,                      ২২



একলব্য-সম কোঙর ডল  
 হেন শর তুচ্ছ গণি ।  
 নীচ ভীরুজনে দেবতা বলিয়া  
 পার দেখাইতে ভয়,  
 মনুষ্য, দেবতা কিম্বা হও পশু  
 দেও কর্ম্মে পরিচয় । ২৮  
 লীলায় হেদিয়া পবর্বত-শিখর  
 ছাই ধরা শরজালে,  
 ধরাধর যথা বরষ-উপল  
 বরষে বারিদ কালে ।  
 পশেছ সসৈন্য যোর গিরিবনে  
 কিরাত-বিষয় মাঝ,  
 কেহ নাহি রোপে অতিথি বলিয়া  
 দিলা প্রতিদান আজ্ । ৩০  
 মোদের বান্ধব তরুলতাবন  
 তাহা ভাঙ্গিয়াছ কত,  
 পুরীষ, উচ্ছিষ্ট, নিহত মাতঙ্গ  
 দূষিয়াছ তুমি যত ।

শিবপূজাতরে আসিয়াছ কিন্তু

ধর্ম্মে নাহি কিছু মন,

বধি কত প্রাণী শেষে যোগীজনৈ

কেলা তুমি নিহনন ।

৩২

উচিত শাসন করিব তোমায়

কিরাতেশ পুত্র হই,

ডল্ল কোড়র একলব্য সম

হেন শরে ভীত নই ।'

এতবলি বেগে পঞ্চশত শর

একবারে বর্ষে বীর,

নির্ভীক কুমার গিরিশৃঙ্গ সম

সহে তাহা পাতিশির ।

৩৪

"বহুবাণ ত্যাগে নহেত কৃতিত্ব

একশল্য সহ মোর, "

এতবলি গর্জিত তাজে মহাশূল

ব্যাদিতাস্ত্র মহাঘোর ।

বিংশ ভল্লাঘাতে ব্যর্থকরি শূল

কম্পিত ডল্ল কোড়র,

লয়ে খড়্গ বেগে                      ধাইল কুমার  
কহে, ‘হেরি ফ্রেপ শর।’  
হেনকালে দৈবে                      আসি পঞ্চশর  
কাটে ভীম অসিবর,  
কাপুরুষ বলি                      উৎসয়ে কুমার  
‘কে কর ছন্দে সমর?’  
লজ্জিত গজেন্দ্র                      ডল পাশে রহি  
মানসে চিন্তিয়ে কয়,  
প্রভা জ্যোষ্ঠ ইনি                      এঁর সনে মোর  
সমর উচিত নয়।  
কহে উচ্চৈঃস্বরে,                      “শুন হে কুমার  
ক্ষম-যুদ্ধ-অপরাধ,  
হানিয়াছি বাণ                      অতি দূরহতে  
হেরি মিত্র-পরমাদ।  
ভূপাল-কুলেতে                      লভিলু জনম  
চাপাচার্য্য কিরাতেশ,  
ডল কোঙর                      তাঁহার কুমার  
তুল্য গুরু-উপদেশ।”

কহয়ে ঐবিক্রম, “শুন ধৃষ্ট-চিত্ত  
কিরাতেশ শিষ্যবর,  
নাম গোত্র বলি নহেত বিজয়  
রণে বীৰ্য্য যশস্কর ।”

এতবলি দুই প্রোথে বাহুমূলে  
বিষধর সম বাণ,  
বহয়ে শোণিত কম্পিত গজেন্দ্র  
শক্তিদারী মহাপ্রাণ । ৪২

ক্রেণ্ধে লয়ে অসি ধায় দ্রুতগতি  
প্রতিমল তথা ধায়,  
দুই মহাপড়গ আবাতে স্ফুলিঙ্গ  
-রাশি নভে শোভাপায় ।

আভুগ্ন মণ্ডল গতাগত লক্ষ  
বৃথাঘাত আস্কন্দন,  
স্ফেড়িত বল্লিত চর্য্য মিকুল্লন  
ক্রমে ঘোরতর রণ । ৪৪

গজেন্দ্র-প্রবর নিজ খড়্গাঘাতে  
ভাগিয়া-কুমার অসি

সিংহনাদ করি ফেলে নিজ খড়্গ

মল্লযুদ্ধে বেগে পশি।

অজগর সম নিশ্বাস ফেলিয়া

শিরে ঠেকাইল শির,

মুণ্ডে মুণ্ডে ঘাত আকর্ষ বিক্ষেপ

জানুঘাত \*গর্বগির।

৪৬

বজ্রপাত সম চপেট আঘাত

পৃষ্ঠে মুণ্ড উরঃস্থলে,

মহামুষ্টি মুণ্ডে বিশাল উরসে

উর্দ্ধে উত্তোলন বলে।

ললাটে দারুণ গজকুস্তাঘাত

পদাঘাত জানুমূলে,

কফোণি সজ্জাত অতি ভয়ঙ্কর

বিক্র তনু যেন শূলে।

৪৭

স্বৈদবর্ষকায়ে মদধারাস্রাবী

যেনু মহাগজদ্বয়

করেণুর তরে অধিত্যকা দেশে

নির্জজনে উভে যুঝয়।

\* গর্বগির—গর্ববাক্য।

কিলকিলা নাদ                      মণ্ডলাশুক্রমে  
 বন্ধে বন্ধে মহাখাত,  
 ছপেট বিক্ষেপ                      নিফল স্রাবণ  
 যেন শত বজ্রপাত ।                      ৫০  
 \*রক্ত গিরিধাতু                      রঞ্জিত-শরীর  
 নর্দয়ে বুঝত সম,  
 ক্রোধ নিরীক্ষণ                      আরক্ত লোচনে  
 যাহে সিংহ ভীতমন ।  
 সিংহনাদ শুনি                      সিংহ আসি হেরি  
 পুচ্ছ সারি পশে বনে,  
 ক্রৌঞ্চপক্ষি-সম                      শুনিয়া চীৎকার  
 করী ধায় ভীতমনে ।                      ৫২  
 সলজ্জ উলম্ব                      হেরি দূর হতে  
 শার্দূল চকিত মন,  
 কণ্ঠ গর গর                      শুনিয়া বরাহ  
 নাহি করে নিরীক্ষণ ।  
 হেনকালে দৈবে                      সসৈন্তে আসিল  
 ঘনদাস সান্তুরান,

\* রক্তবর্ণের গিরিধাতু দ্বারা রঞ্জিতকার বুঝতের ভ্রম গর্জন করিতে লাগিল ।

হেরিয়া গজেন্দ্রে                      কহে বান্ধি এরে  
লহ রাজ-সন্নিধান।                      ৫৪

বাহুবন্ধ বলে                      বেষ্টিত সেনানী  
ঘনদাস সান্তুরান্

পশি তারহস্তে                      সডল গজেন্দ্রে  
বন্দীহয়ে হতমান।

সেনানী শিবিরে                      কারাগার মাঝে  
স্থাপে বার বন্দীদ্বয়,

সেই নিশাকালে                      দুই নরপতি  
আসি উপনীত হয় :—                      ৫৫

খণ্ডবন-পতি                      নৃপতি গজেন্দ্রে  
সাগর সঙ্গম তরে,

বন্ধু হিজলীপতি                      তাহার নগরে  
আসিয়া প্রবেশ করে।

কহে হিজলীপতি                      রাষ্ট্রের বারতা  
তাতে খণ্ডপতি কহে,

“শ্রীখণ্ড পর্বতে                      যতেক কিরাত  
আমার নির্দেশ বহে।                      ৫৬

ধীরাজ গজেন্দ্র                      আমার তনয়  
    তার বশ বনচর;”  
 কহি হিজলীপতি                      লয়ে খণ্ডপতি  
    চলে সহর্ষ অন্তর ।  
 হিজলীপতি লয়ে                      উপনীত আসি  
    গজেন্দ্র নৃপতিবর ;  
 ঘন সান্তরান্                      পূজে দুই ভূপে  
    আপন শিবির ঘর ।                      ৬০  
 খণ্ডবন-পতি                      গজেন্দ্র নৃপতি  
    নাহি জানে বন্দীসুত,  
 প্রভাতে হেরিবে                      বন্দী পুত্রবরে  
    বিস্ময়ে জানাবে দূত ।                      ৬১

ইতি কুমারবিক্রমো নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

## নবম সর্গ ।



“চিন্তি প্রিয়জনে                      কুমার-সমরে  
চিন্ত্যবে উচাটন  
আসি ঘনদাস                      মোরে অকস্মাৎ  
বান্ধি নিল স্বভবন ।  
§ছিন্তু কারাগারে                      সঙ্কল্প কাননে  
দৈবে ভান্ধি সে স্বপন,  
উদয় পর্বতে                      মেঘাবৃত শশী  
হেরিবারে কৈনু মন ।                      ২  
হেরি প্রতিকূল                      ক্ষুদ্র রক্ষীজনে  
মধুর বচনে কই,  
“আসিব প্রভাতে                      ক্ষম ক্ষণকাল”  
সে পাষাণে দয়া কই ?  
তর্জিয়া কৃপাণে                      তুচ্ছ রক্ষিদলে  
প্রিয়া সম্ভাষণ তরে,  
ফিরিতে প্রভাতে                      পুন কারাগারে  
ছুটি এ বিহঙ্গ চরে ।                      ৪

§ অর্থাৎ বন্দী কারাগারে থাকিয়া কল্পনার বনে ভ্রমণ করিতেছিল ।

পশিব প্রভাতে পুন কাগারে

বীরে কিরে প্রাণভয় ?

জীবন মরণে আছে কিবা ভেদ

তুলা গৃহ কারালয় ।

হৈমবনানিলে ছাড়িয়া নিশ্বাস

বিচরি সে প্রেমবন,

অরুণ কিরণে যাব, সত্যভঙ্গ

নহে সাধু আচরণ ।”

৬

কহে বীর নমি প্রাচী দিশামুখ

“নিশানাথ সমুদিত,

বসে প্রাণপ্রিয়া ওই হেমবনে

দরশন সমুচিত ।

চন্দ্রিকা-বিধৌত নিশাশেষভাগে

প্রভা-হৈম-নিকেতনে,

গৃহ-মঞ্চতলে প্রসূন-হসিত

-সুধা-ধৌত ফুল্লবনে ।

৮

দীপকময়শাল লজ্জি \*গজবেধা

স্বৈদবারি সিন্ধু কায়,

হেরিয়া গজেন্দ্রে কহে বাকি এরে

লহ রাজ-সম্মিধান।

৫৫

বাহুবল বলে

বেষ্টিত সেনানী

ঘনদাস সাস্তুরান্

পশি তারহস্তে

সডল গজেন্দ্রে

বন্দীহয়ে হতমান।

সেনানী শিবিরে

কারাগার মাঝে

স্থাপে বীর বন্দীদ্বয়,

সেই নিশাকালে

দুই নরপতি

আসি উপনীত হয় :—

৫৬

খণ্ডবন-পতি

নৃপতি গজেন্দ্র

সাগর সঙ্গম তরে,

বন্ধু হিজলীপতি

তাহার নগরে

আসিয়া প্রবেশ করে।

কহে হিজলীপতি

রাষ্ট্রের বারতা

তাতে খণ্ডপতি কহে,

“শ্রীখণ্ড পর্বতে

যতক কিরাত

আমার নিদেশ বহে।

৫৮

ধীরাজ গজেন্দ্র

আমার তনয়

তার বশ বনচর;"

কহি হিজলীপতি

লয়ে খণ্ডপতি

চলে সহর্ষ অন্তর ।

হিজলীপতি লয়ে

উপনীত আসি

গজেন্দ্র নৃপতিবর ;

ঘন সান্তরান্

পূজে দুই ভূপে

আপন শিবির ঘর ।

৬০

খণ্ডবন-পতি

গজেন্দ্র নৃপতি

নাহি জানে বন্দীস্থত,

প্রভাতে হেরিবে

বন্দী পুত্রবরে

বিস্ময়ে জানাবে দূত ।

৬১

ইতি কুমারবিক্রমো নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

বিষম বদনে                      কহে, “শুন প্রভে  
    প্রাণাধিক শুদ্ধমতি,                      ৩৬  
 অতুল বিক্রম                      অসিয়াছে হেথা  
    পিতা তব স্নেহময়,  
 দীর্ঘায়ু কুমারে                      গজবেধী বীরে  
    দৈবে দম্বযুদ্ধ হয়।  
 উভে ক্রান্ততনু                      দারুণ পুহারে  
    হেনকালে ঘনদাস,—  
 বান্ধি গজবেধী                      সে বীরকুমারে  
    নিয়েছিল ভূপপাশ।                      ৩৮  
 পুহারে জর্জর                      মোদেরে কুমার  
    বন্দী গজবেধী বীর,  
 আগনি ভূপতি                      উপনীত তথা  
    লয়ে খণ্ডপতি ধীর।”  
 অস্ত্র বিদ্ধদেহ                      অগ্রজ কুমার  
    শুনি প্রভা সাত্ৰ-অঁাখি,  
 দৈবে সঙ্কুক্ষিত                      নৈরাশ্য দহন  
    অন্তরে চাপিয়া রাখি;                      ৪০

বিবাহিত বান্ধির সহিত মিলনের আশা না থাকা।



চাপিয়া রাখিতে                      ক্ষত বক্ষমাবে  
 কত নিশা হল ভোর !  
 স্বপ্ন সন্তাপন                      অনল সমান  
 তাতে নাহি প্রয়োজন ;—  
 নিশাশেষ যামে                      উন্মালি নয়ন  
 দিবে নাকি দরশন ?                      ২৮  
 তাপ ক্ষীণ তনু                      স্বপনে অবশ  
 নিবিড় কুন্তল-পাশে  
 ঢাকিয়াছে মুখ                      -চন্দ্রকলা তাই  
 বিলম্ব কি পরকাশে ?  
 অই বাতায়ন                      সূবর্ণ সানুতে  
 ধীরে স্থাপি চন্দ্রমুখ,  
 হের একবার                      নিশ্বাস সমীর  
 -স্পর্শে যাক্ সব দুখ ।                      ৩০  
 না কহিও কথা                      বিরহ মলিন  
 মুখ হেরি দরে বুক,  
 বিষাদ বচন                      বিষমাখা বাণ  
 আঘাতে পরম দুখ ।

প্রেম পরিণাম                      তব অশ্রুবিन्दু

ঝরে যদি মোর গায়,

প্রেম পরীবাহ                      শীতল বারিতে

প্রাণ অবগাহ পায়।

৩২

প্রজাগর অন্তে                      নিদ্রার আবেশে

স্বপ্ন সমাগম বশে

আছ অসংশয়                      প্রাণ-প্রিয়তমে

ঈসাধ্বস \*বেপথু রসে।

হস্তপ্রাপ্য দারু                      -হর্ন্যাতলে সুপ্ত

তথা বুঝি বিনোদিনী,

আমা চিন্তি চিন্তি                      অভাগ্য-পাষণে

দৈব যার রিপু জিনি।”

৩৫

হেন কালে সেই                      হর্ন্যো পরিক্ষণ

দীপালোকে হেরি মুখ,

প্রকম্পিত কায়ে                      চলে দ্রুতগতি

ছাড়ি হর্ন্যা ত্যজি দুঃখ।

ধায় দ্রুতগতি                      ত্যজি হৈমবন।

ভানুদয়ে বিদ্যাবতী,

ঈ প্রথম সমাগমকালীন শব্দ।

\*কম্প; ব্যভিচারী লক্ষণ বিশেষ।

বিষম বদনে                      কহে, “শুন প্রভে  
    প্রাণাধিক শুদ্ধমতি,                      ৩৬  
 অতুল বিক্রম                      অসিয়াছে হেথা  
    পিতা তব স্নেহময়,  
 দীর্ঘায়ু কুমারে                      গজবেধী বীরে  
    দৈবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়।  
 উভে ক্রান্ততনু                      দারুণ প্রহারে  
    হেনকালে ঘনদাস,—  
 বান্ধি গজবেধী                      সে বীরকুমারে  
    নিয়েছিল ভূপপাশ।                      ৩৭  
 প্রহারে জর্জর                      মোদেরে কুমার  
    বন্দী গজবেধী বীর,  
 আপনি ভূপতি                      উপনীত তথা  
    লয়ে খণ্ডপতি ধীর।”  
 অস্ত্র বিদ্ধদেহ                      অগ্রজ কুমার  
    শুনি প্রভা সাক্ষ-আঁখি,  
 দৈবে সঙ্কুচিত                      নৈরাশ্য দহন  
    অন্তরে চাপিয়া রাখি;                      ৪০

বাহিত ব্যক্তির সহিত মিলনের আশা না থাক।

বিদ্যা পাদে ধরি                      লুটয়ে ভূতলে  
 স্তন বাহু রেণুময়  
 নয়ন উদাস                      যেন এ জগতে  
 কেহ তার কিছু নয়।  
 চিন্তে বিদ্যাবতী                      স্নেহরস মাঝে  
 অপূর্ব দৈন্ত উদাস,  
 ব্যাধিবদ্ধ মৃগী                      সমান বেদনা  
 মুখে নহে পরকাশ।                      ৪২  
 আশ্রয় অন্তরে                      আবারি যতনে  
 প্রবোধে অভয় ভাবে,  
 সুস্থ ভ্রাতা তব,                      বন্দী মুক্ত হবে,  
 হেন মোর চিন্তবাসে।  
 নাহি অমঙ্গল                      আসিয়াছে তব  
 জনক মঙ্গলালয়,  
 অগাধ গভীর                      সদয় সতত  
 স্নেহসিক্ত সে হৃদয়।                      ৪৪  
 ইঙ্গিতে প্রবোধি                      চলে বিদ্যাবতী  
 স্থির করি নিজাশয়;

\*পৌরস্ত্য পবন                      শিখিশিখা নাড়ি  
 প্রকল্পিয়া নীপস্থলী,  
 বিক্ষেপি চাতক                      †শীকরাস্বপায়ী,  
 বিকিরি বলাকাবলী,                      ৪৬  
 প্রভা-কেশপাশ                      সহ উড়াইয়া  
 নীল নবঘনচয়,  
 দামিনী সমান                      স্পর্শি প্রভাতনু  
 গর্বেব-বহে অতিশয়।  
 ঈষা নবঘন,                      আঘাট-সম্ভব  
 -ঘন-নিভ-গিরিপর,  
 প্রভা সৌদামিনী                      নিবাইতে বৃথা  
 বর্ষে ধারা নিরন্তর।                      ৪৮  
 শফরী §বজ্রুল                      স্নিগ্ধ-‡কণীণিক  
 ¶উদ্বর্ত্তি ময়ন তার,  
 মেঘমালা হেরি,                      রহিয়াছে স্থির  
 অভঙ্গুর ভুরু-সার।  
 ||ক্রিয় অম্মুকণে,                      বাত-বিধূনিত  
 করে বারি, কেশপাশ,

\*পূর্বদিক হইতে প্রকাশিত। †কণা। §মনোহর। ‡চকুতারা।  
 ¶উৎক্লিষ্ট, উর্দ্ধদিকে উন্টান। ||সিক্ত।

বাতবিলম্বিত

সবর্ষবারিদ

-পংক্তি করি উপহাস।

৫০

বারিদোদ বিন্দু

‡বাহি ললাটিকা

দ্রসন্ধি, অপাঙ্গ জলে

মিশি, বারে ধারে

স্তন-§গৌরী-গুরু

-কূট-কনথল-তলে।

কামনা প্রতপ্ত

সে তনু বাহিয়া

ঝরে বর্ষ বরিধারা,

হরনেত্র-তাপে

দ্রবি চন্দ্রকলা

বারি কিরে হল সারা ?

৫২

প্রভা †কেকি-বন্ধু

বারিদে মিরখি

কহে, “ও দামিনীগণ,

স্নিগ্ধাঞ্জন-পুষ্প

জলধর মালা

করিয়াছ আরোহণ ?

সব সখী মিলি

লুকালুকি করি

এদিকে বা চাহ কেন ?

‡বাহিয়া। §হিমালয়, কূট=শিখর; কনথল=হিমালয় পাদস্থ

তীর্থ যেখানে হিমালয়হইতে গঙ্গা ভূতলে পতিত হইয়াছিল।

†ময়ূর। ময়ূর ও মেঘ পরস্পর বন্ধু।



কে শুনে সে কণ্ঠ                      জিত-পিকধ্বনি ?

বেগে বাহে সমীরণ !

৫৮

আষাঢ়-সম্ভব                      -বিকচ-কদম্ব-

-রোমাঞ্চ-নিচিৎ বন,

কেকি-কণ্ঠনাদ                      -প্রতিধ্বনি-মিত্র

-মস্ত্র-ঘন-গরজন ।

চঞ্চল চাতক                      উড়য়ে গগনে

উর্দ্ধে বলাকার †ততি,

বর্ষ-বারিবিন্দু                      -প্রমত্ত সারঙ্গ

চরে সাক্ষ্য দ্রুতগতি ।

৬০

সমদুঃখ সুখ                      কানন দেবতা

নিশ্বাস পরশে কায়,

উদ্দীপন-বহ্নি                      দহিল ভূধর

কেহ সোয়াস্থ না পায় ॥

৬১

ইতি রাগাশয়ো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥

‡ব্যস্ত । †শ্রেণি । স্থিরতা ।

## দশম সর্গ ।



হেথা বনবালা                      বিদ্যাবতী মুখে

শুনি অতি প্রিয়কথা,

গজরাজ-গতি                      ধায় অশ্বেষিয়া

সখী তরলিকা যথা ।

কণ্ঠে জড়াইয়া                      ধরি কহে,-‘শুন

তরলিকে, সখি মোর,

গজেন্দ্র হইল                      প্রভাবতী বর

দুঃখনিশা হল ভোর ।’

২

কহে তরলিকা                      হরিণ-নয়না

“কোথা পেলি সমাচার ?”

কহে বনবালা,                      “বিদ্যাবতী মোরে

করেছে বিদিত সার,

গজেন্দ্র-নৃপতি                      খণ্ডবনপতি

লয়ে এল মহারাজ,

প্রভাতে শুনিল,                      আছে বন্দী এক

বন্দিত-বীর-সমাজ ;

৪

দুই মহারাজ; আদেশে সেনানী  
 করে বীরে উপনীত,  
 হেরি গজপতি চিনে নিজপুত্রে,  
 হিজলীপতি ব্রীড়ান্তিত !  
 নানা উপচারে পূজিয়া গজেন্দ্রে  
 তোষিল বন্ধুর মন,  
 প্রভা সমর্পিবে সে বীরকুমারে,  
 দুই রাজা হৃষ্টমন । ৬  
 বলিয়াছে বিদ্যা নরপতি স্থানে  
 সে বধিয়া মহানাগ,  
 রক্ষিয়াছে প্রভা শিবপ্রস্থবনে  
 প্রভা তার যোগ্য-ভাগ ।  
 আজি অধিবাস চল আনি প্রভা  
 -এতবলি দুহে ধায়,  
 কনবালা পড়ে উছট খাইয়া  
 তরলিকা ত্বরা ধায় । ৮  
 ধরি প্রভাকরে কহে,-'ভাগ্যোদয়  
 রাজা তুমি বীরপ্রতি,

তোমাকে অর্পিল গজবেধী বীরে  
 সদয় ত পশুপতি।  
 ত্যজ নীপোদ্ধান চল ঘরে যাই  
 এল পিতা মহারাজ,  
 চল চল হুয়া পাবে লাজ পাছে  
 বিলম্বে নাহিক কাজ।' ১০  
 বিদ্যাবতী সঙ্গে সকৌতুকে রঙ্গে  
 হেনকালে স্নিগ্ধমন,  
 রাজা হেমবনে পশে হৃষ্টমনে  
 ফুল্ল-পদ্ম-নিভানন।  
 স্বাস্থ্য সমান সহিষ্ণু মহান্  
 স্নেহে পারাবার যথা,  
 স্নিগ্ধ মেঘনাদ কণ্ঠের নিনাদ  
 মুখে স্নেহমাখা কথা। ১২  
 হেরি নরপতি প্রভা দ্রুতগতি  
 চরণে পড়িয়া রয়,  
 গৌরী-গুরু-পাদে ভ্রংশন-বিষাদে  
 জাহ্নবী যথা লোঠয়।

নীপ—কদম্ব। ঔপতন, বিশ্লেষ। হিমালয়ের পাদদেশে যেমন  
 জাহ্নবী বিলুপ্তিতা।

রাজা কহে বাণী,- স্বভাব-কল্যাণী

“বৎসে, তোমা প্রেরি দূর,

চিন্ত উৎকণ্ঠিত সতত অপ্রীত,

গণি অন্তর নিঠুর ।

১৪

কমলা বিহনে অন্ধি নাহি গণে

যদি ভ্রুংখ সে সন্তব,

তোমা অদর্শনে সে রাজভবনে

আছে নিরানন্দ সব ।

গজেন্দ্র আশয় বুঝি স্নেহালয়

প্রবোধি জননী তব ।

আসি গিরিপর পাইনু ইচ্ছাকর

বাসনা পূরিত সব ।

১৫

শুন বিদ্যাবতি, খণ্ডপতি ঘাঁর

গজেন্দ্র কুলের ক্রম,

শ্রীখণ্ড-ভূধর নৃপতি নিকর

মানে ঘাঁরে প্রভুসম ;

তার পুত্রবর যে বধে কুঞ্জর

প্রভাবর অনুপম ।

যতেক নৃপতি করিয়া যুকতি  
করাইল অঙ্গীকার,  
এই হৈমবনে সর্ব বন্ধুসনে  
সাধি বিবাহ সম্ভার। ১৮

তুমি বিদ্যাবতী এবে স্থিরমতি  
সাধ প্রভা-মাতৃ-কৃত্য,  
মঙ্গল আচার কুল ব্যবহার  
কর, লয়ে আপ্তভৃত্য।”

পুনঃ কহে, “কন্তে ভূতলে কিজন্তে  
উঠ উঠ বাছাধন,  
কহিতে কহিতে নয়ন হইন্তে  
ঝরে স্নেহে অশ্রুঘন, ২০

উঠি প্রভা ত্বর। ভূপ-চিত্ত-হরা  
সমুৎকণ্ঠা নম্রকায়,  
দাঁড়ায় শিবশা †ত্রিণৈত্রৈকরসা  
গিরিপাশে উমাপ্রায়।

কৃতাজলি করে পূজি নৃপবরে  
কহে বিদ্যা “যে আদেশ, !

†শিবাহুরক্তা। ত্রিণৈত্র = শিব। শিবাহুরক্তা উমা যেন গিরিরাজ  
সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

হাসি হরিদাস                      চলে নিজ বাস  
 আনন্দ হৃদে অশেষ ।                      ২২

আঁখি পলকিতে                      হেরি চারিভিতে  
 ভূতা লক্ষ অবহিত,  
 পতাকা তোরণে                      শৈব হৈমবনে  
 কৈল সব সুসজ্জিত ।

রস্তা সারি সারি                      কুম্ভ পূর্ণ বারি  
 রাজে সচূত-পল্লব,  
 দোলে মালা কত                      তূর্য্য অবিরত  
 বাজয়ে মধুর রব ।                      ২৪

দধি †দূর্ব্বাক্ষত                      রস্তামূলে তত  
 হরিদ্রা রঞ্জিত বাস,  
 অগুরু কস্তুরী                      পথে ছড়াছড়ি  
 বদনে সবার হাস ।

নববস্ত্র পড়ি                      ঙ্কিঙ্করা \*কিঙ্করী  
 হেথা সেথা দ্রুতধায়,  
 হুলু জয়ধ্বনি                      যতেক রমণী  
 করে প্রমত্তার প্রায় ।                      ২৬

†অক্ষত = তগুল । ঙ্কিঙ্করা = স্ত্রীজাতীয় দাসী ।

কিঙ্করী = কিঙ্করের স্ত্রী ।

বন-পুল্লগণ                      শিব-নিকেতন  
 কৈল পতাকা ভূষিত,  
 হেরি মনে হয়                      চৈত্রখালয়  
 বুঝি বনে সমুদিত ।  
 সতী বিদ্যাবতী                      নারীকুল প্রতি  
 প্রবেশিত কণ্ঠে কহে,  
 “মঙ্গল বিজয়                      শুভ পরিচয়  
 কর, বিলম্ব না সহে ।                      ২৬  
 মিথিলা নগর                      শ্যাম কলেবর  
 স্নিগ্ধ গজপতি-গতি,  
 পশিলা শ্রীরাম                      নয়নাভিরাম  
 সানন্দ মিথিলাপতি !  
 ধনুর্ভঙ্গ পণ                      কৈল সমাপন  
 কর মঙ্গল আরতি,  
 কৌসল্যানন্দন                      অযোধ্যাজীবন  
 দিব তাঁরে সীতা সঙ্গী ।”                      ৩৭  
 বুঝি অভিপ্রায়                      রোমাঞ্চিত কায়  
 সীতা অবিবাস গীত,

গাছে নারীগণ স্নেহানুত মন

বিক্র্যাবাক্যে সুবিস্মিত ।

নিমেষ না গেতে

গন্ধ পরশিতে

আসি উবা সমুদিত,

আজ পরিণয় !

ভূধর-নিলয়

হল আনন্দপূরিত ।

৩২

সুপান ভোজন

সঙ্গীত নর্তন

আনন্দে অতীত দিন,

নিশা অগ্রযাম

হেরি পূর্ণকাম

রাজা হর্ষনারে লীন ।

সুবর্ণ-খচিত

চন্দ্রাতপাঙ্কিত

হৈম-প্রস্থঙ্গন নর,

সামাত্য রাজহ

আসীন অগণ্য

বাজে তূর্য্য নিরন্তর ।

৩৪

মণির প্রদীপ

জ্বলে অগণিত

চন্দ্রকান্ত শত শত,

\*খণ্ডপ মণ্ডল

কৈল সমুজ্জল

সুরবজ্র অবিরত !

মোল অনীকিনী                      যেন মঙ্গাকিনী  
 বেষ্টিল সে সভাতল,  
 সুহৃদ সামন্ত                      কিরাত অনন্ত,  
 পাছে ধন্বী মহাবল—                      ৩৬  
 ঘনদাস রায়                      বজ্রপাণিপ্রায়  
 করে নগ্ন †করবাল,  
 সামন্ত সবল                      শাসয়ে কেবল  
 তীক্ষ্ণদৃষ্টি সেনাপাল,  
 বন্ধব্যূহ বলে                      রঞ্জে সভাতলে  
 তুর্য্যো রুদ্ধ কর্ণদ্বয় ;  
 সামরিক শঙ্খ                      কেবল অসংখ্য  
 ভূপাদেশ বিঘোষয় ।                      ৩৮  
 তুমুল আরাব                      শূনি বুঝি ভাব  
 ইঙ্গিতে কুমার ধায়,  
 হৈমবনাঙ্গনে                      কিরাতেশ সনে  
 সংবর্দ্ধে গজেন্দ্র রায় ।  
 আনি হৈমপীঠে                      স্থাপে স্থির দিঠে  
 গজেন্দ্র-তনয় বরে,

আনন্দিত মন

রাজেশ্বরগণ

সবে সাধুবাদ করে ।

৪০

ভূপের ইঙ্গিতে

কন্যাকা আনিতে

আপ্তভৃত্যগণ ধায়,

স্বর্ণাসনোপরি

রাজকন্যা ধরি

বরাসন পাশে যায় ।

শ্রোত-বিধি স্মরি

\*গৃহ-তন্ত্র ধরি

ভূপ কৈল কন্যাদান,

‡দর্ভের বন্ধন

বজ্রলেপ সম

§শ্রোত বচন প্রমাণ ।

৪২

বাঁহার চিন্তনে

স্বপ্নে জাগরণে

সদাই বিকল প্রাণ,

তাঁহার পরশ

বালায়ে অবশ

স্বিন্নাঙ্গুলি, চিত †আন,

সাধি শাস্ত্রাচার

শিষ্ট ব্যবহার

হেরে দোহে মুখচান্দ, .

জন্ম নেত্র পাণি

কিছুই না জানি

অলঙ্কার আচার বান্ধ ।

৪৪

\*দে শাস্ত্রে বেদোক্ত বিবাহাদি কর্মের নিয়ম লিখা আছে ।

‡কেশব । §বৈদিক । †ব্যাকুল ।

সাধি পরিণয়                      অবশ হৃদয়

দম্পতী পশয় ঘরে,

সামন্ত সকল                      ত্যজি সভাতল

স্ববাসে অমনি চলে ।

মঙ্গল আচার                      কুল ব্যবহার

সাধে গৃহ নারীগণ,

করি জয়ধ্বনি                      বীরোৎসব গনি

চলিল ভূপেন্দ্রগণ ।

৪৬

ভুমুল ‡বাদিত্র                      সিংহনাদ চিত্র

কেবা কারে কিবা কয়,

যেন মহারণে                      বীরলাপ ভণে

সকলি বিরাবময় ।

হেনরূপে সাধি                      কন্যা-পরিণয়

হিজলীপতি হরিদাস,

বর-বক্ষুসহ                      চলে নিজদেশ

চিহ্নে সতত উল্লাস ।

৪৮

বীর-সজ্জসহ                      চলি অহরহ

রাজা পশে স্বনগর,

আনন্দে মগন                      পুরবাসী জন  
বাজে তূর্য্য নিরন্তর ।

রাণী বিভাবতী                      অতি হৃষ্টমতি  
লয়ে বধু দেবসেনা,  
গ্রহে কণ্ঠাবরে                      উমা মহেশ্বরে  
যথা হৈমবতে \*মেনা ।

৫০

উৎসবান্তে অন্তঃপুরে বরকণ্ঠা পশে,  
নিভূতে যতেক নারী আসি ঘেরি বসে ।  
সবে বলে ধন্য ধন্য শোভে বধুবর,  
মিলিয়াছে যেন আজ উমামহেশ্বর ।

৫২

কুমার-গৃহিণী দেবসেনা সীমন্তিনী,  
হেন কালে পশে তথা গজপতি জিনি ।  
মুকুটে মণ্ডিত শিরঃ কণ্ঠে রত্নহার,  
প্রগল্ভ বচন যুবরাণী ব্যবহার ।

৫৪

দাঁড়াইয়ে বরবধু করয়ে বন্দন ;  
হাসি দেবসেনা কহে এতেক বচন:—  
“শুন প্রভে, রাজকন্ঠে, করি নিবেদন.

ইনি কেবা কোথা হতে এঁর আগমন ।

৫৬

রাণীর কথায় গেলা শিবপূজা তরে,  
 সঙ্গে বীর গজপতি নিয়ে এলে ঘরে ।  
 আছিল। সরলা অতি তুমি রাজকন্যা,  
 গজেন্দ্র বাঁধিয়া আন এবে মানি ধন্য । ৫৮  
 তুমিত তরলা শুনি ঘটক নহ মন্দ,  
 কেমনে বা কি ঘটাত শুনি লাগে ধন্দ  
 তোমার এত গুণপণা জানিলা কখন,  
 রাজবংশে ভাগ্যে তুমি জন্মিলা একজন ।” ৬০  
 তরলিকা কহে “শুন, শুন বধূরাগি,  
 এ বিচারে আপনাকে বিচারিকা মানি ।  
 যবে সুয়ংবরে কুমার লভিলা তোমায়,  
 আমার মত ঘটক কিন্তু ছিলনা সভায় ।” ৬২  
 এত শুনি যতনারী উঠিল হাসিয়া,  
 তরলারে তোষে \*সেনা কণ্ঠে হার দিয়া ।  
 হেনমতে নরনারী আনন্দে মগন,  
 নৃত্য, গীত, হাস্তালাপে মত্ত যত জন । ৬৪

ইতি পরিণয়োৎসবো নাম দশমঃ সর্গঃ ।

\*সেনা = দেবসেনা ; যথা সত্যভামা = ভামা = সত্য ।

## একাদশ সর্গ ।



সপ্ত বাসরান্তে                      হিল্লী সভামাঝে  
অমাত্য প্রধান কহে,  
“গৌড়দেশ হতে                      গৌড়েশ্বরের দূত  
আদেশ অপেখি রহে ।”  
ভূপের নিদেশে                      দূতের সহিত  
অমাত্য সভায় পশে,  
ইঙ্গিতে কুমার                      হয়ে অগ্রসর  
দূতে ‡সভাজিয়া বসে ।                      ২  
গৌড়দূত কথা                      শুনিবার তরে  
সবরভূপ উপনীত,  
সবেই উৎসাহী                      ভূপতি বান্ধব  
চিন্তে সবে তাঁর হিত ।  
ভূপের আদেশে                      কহে বল্লসেন,—  
‘স্বাগত পাঠান দূত,  
গৌড়পতি প্রতি                      জিজ্ঞাসি মঙ্গল  
যিনি বলবীৰ্য্যপূত ।                      ৪

কিহেতু হেথায় আগমন তব  
সবে উৎকণ্ঠিত মন.

কহ সভামাঝে নির্ভয় অন্তরে  
গৌড়পতির মনন।\*

শুনি দাঁড়াইয়া পূজি নৃপববে,  
নিখিল সদস্য জনে,

পাঠান সচিব বেষ্টিত, ব্রাহ্মণ  
গৌড়দূত বার্তা ভণে:—

“অরোগী কুশলী ধরাপতি বীর  
পাৎসাহ সেকেন্দর,

কুশল সম্ভাষি জ্ঞাপিয়াছে ভূপ  
খুলিয়া নিজ অন্তর।

\*ক্ষুদ্র নৃপ যত ছিল গৌড়দেশে  
করি অন্যান্যে সমর,

শ্মশান করিত গৌড়ভূমি, এবং  
ফলে শস্য নিরন্তর।

\*গৌড়দেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল তাহারা পরস্পর  
যুদ্ধ করিয়া দেশটী শ্মশান করিয়া ফেলিত কিন্তু মুসলমানগণ সমগ্র  
দেশ অধিকার করাতে তদ্রূপ অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই।

অর্দ্ধচন্দ্রাচিত                      পতাকার তলে  
 প্রশান্ত হিন্দুর মন,  
 আছে সদানন্দে                      নাহি দুঃখঃলেশ  
 ঐবাপেত-সব্ব-ব্যসন ।  
 ক্ষুদ্রশক্তি ধরি                      বৃথা ক্লেশ সহ্য  
 কভু সমুচিত নয়,  
 রাজা-ধুরন্ধর                      থাকিতে পাঠান  
 কেবা রাজাভাব নয় ?                      ১০  
 সঙ্গীপা ধরণী                      -ভার বহে সেই  
 ইসলামের দূতপাণি,  
 তাতে ন্যাসযোগ্য                      সকল ভুবন  
 রাজচক্রবর্তী মানি ।  
 ইসলাম শাসন                      মানিল সম্রমে  
 ধরাপৃষ্ঠ অর্দ্ধাধিক,  
 স্বাধীন মর্যাদা                      গৌরব' বীর্য  
 তব স্বপন অলীক ।                      ১২  
 শিষ্ট অর্দ্ধভাগে                      'মহাটীনপতি  
 বাকী কীট দস্যাদল,

কনিষ্ঠ অঙ্গুলি - শক্তির প্রয়োগে

যাবে ক্ষণে রসাতল ।

রুথা গোড়পতি রাজত্বের খেলা

খেলিতে দিবেনা আর,

লহ অসি কিংবা খিলাত উপাধি

বুঝ চিন্তিয়া সার ।”

১৪

ভূপের ইঙ্গিতে শার্দূল সমান

গিফেলাট হাজারা কয়,—

“শুন গোড়বিপ্র সাধিলা আপন

দৌত্যকর্ম্য ন সংশয় ।

হেন গর্হ্যবাণী কহি অন্যজন

শীর্ষ্যচ্ছেদ্য গণ্য হয় ;

সিংহের নিষাসে বসিয়া জম্বুক

বাঁরালাপ বিরটয় !

১৬

অর্দ্ধাধিক ধরা বুঝি নারীরাজ্য

তব বাক্যে করি জ্ঞান,

মোরা যবনেশে দ্বিশত বৎসর

রাখিয়াছি হতমান ।



বিলাসী দুর্বল                      রাজন্য জিনিয়ে  
 গরজন যুক্ত নয় ।                      ২২  
 একটি স্ফুলিঙ্গ                      দহয়ে অরণ্য  
 অধুষ্য অনলকণ,  
 মহোষ্মি সঙ্কুল                      জলধির বক্ষে  
 গব্বাসার শৈলগণ ।”  
 ভূপের ইঙ্গিতে                      বসিলা গিহেলাট  
 কহে শারণ প্রধান,—  
 “ইসলাম বিক্রম                      জানিয়াই মোরা  
 মহারণে আগুয়ান ।                      ২৪  
 হৈমবত দেশে                      জ্বলিত রাজন্য  
 নিম্নে নীলধ্বজী থান,  
 বাপিয়া দ্বাদশ                      ক্রোশের মণ্ডল  
 যার রাজধানী মান ।  
 ঈকবচ দুর্মদ                      দুঃখ আহম  
 বসে তার দুই ভিত,  
 জয়ন্তী ত্রিপুর                      মঘ মণিপুর  
 বসে প্রাচ্যে দৃঢ়চিত ।                      ২৬

চন্দ্রদ্বাপ সীমা                      ধরি তাম্রলিপ্ত

বালিসাত্তা কর্ণগড়,

মোরা বসি হেথা                      নিশ্বাসে গোড়েতে

পারি বহাইতে ঝড়।

বীর মল্লভূমি                      অতুল বিক্রম

ব্যাপিল পশ্চিমদেশ ;

তার পৃষ্ঠদেশে                      ভূমি নাগপুর

কে পরশে তার কেশ ?                      ২৮

শার্দূল মণ্ডলে                      আছ পরিবৃত

বেন মৃগ পুষ্টকায়,

তোমরা জিনিলা                      অর্দ্ধাধিক ধরা

শুনি বড় হাসি পায়।”

এত কহি গবের                      হাসে অটু অটু

বীর শারণ প্রধান,

বল্ল মহাপাত্র,                      উল্লাক সামন্ত

জিন্মা, হাসে একতান।                      ৩০

ছাড়ি স্বর্ণাসন                      রাজন্য সকল

সহসা দাণ্ডায় সবে,

দণ্ড কটমটি নাহি কহে কিছু  
হেয়ে জীবুতে নীরবে ।

ভূপালেশ লয়ে জীবুত-বাহন

দ্বিপ্র বীর সোড়দুত,

দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে শার্দূল-সমাধে

কহে, “শুন বীরসুত !

৩২

বীম্ববর্ষা, অসি, উভয়েই আমি

সমবল করি মানি,

নীতি হস্তে ধরে যে সচিব, তারে

সুবীর বলি বাখামি ।

আপনারা সবে বট বীরজন্ম

হাসি রণে দিবে প্রাণ,

বিব্রোহে মঙ্গল কিংবা অমঙ্গল

তাহা চিন্তে জ্ঞানবান্ ।

৩৪

বসে চতুর্দিকে ভূপাল-মণ্ডল

তার লুতাতস্ত সম,

মধ্যে গৌড়েখর চাহে চারিভিতে

যেন সিংহ-পরাক্রম ।

আহম কবচ                      ধ্যান মণিপুরি  
 মল্ল বা ত্রিপুরগণ,  
 আভীর মাহিষ্য              আগুরী ঔৎকল  
 কভু নহে একমন।              ৩৬  
 এসং রাজনা                      সমর-দুর্দ্দাদ  
 জানে ত পাঠানবীর,  
 তবু ঐক্যভাবে                      রাখিবে বিজিত  
 এই নীতি সদা স্থির।  
 হীনবীর্য্য জাতি                      -বাস গোড়দেশ  
 সেবাতন্ত্র ভাল জানে,  
 শরুতি সম্বল                      অন্তোন্ত ভক্ষক  
 প্রজার সর্বস্ব হানে।              ৩৭  
 হেন মৃত্যুকালে                      পশিয়া খিলজী  
 কাড়িলয় রাজ্যধন,  
 স্বাধীন জীবন                      ভুঞ্জিবার যোগা  
 নাহি তথা কোনজন।”  
 কহে বল্লসেন,—                      “ধন্য গোড়দুত  
 অগাধ গস্তীর মতি,

স্থিতি-দৌত্য - যোগ্য বট তুমি

তুচ্ছ এ যে গোড়পতি । ৪০

দেখাচার ইতিবৃত্ত ন্যায়

\*সহচর জ্ঞানে বীর,

শুক্রাচার্য কিংবা বিয়ুগুপ্ত সম

নীতিমার্গে সদা ধীর ।

তোমার বচন মানিনু সাদরে

কোবিদ-মীমাংসা তাই,

খিলিজী-প্রভাব - প্রকট যেখানে

তথা বীর্যচিহ্ন নাই ; ৪২

কিন্তু ভাগ্যক্রমে আছে বহুরাজ্য

যথা বীরপূজা সদা,

বীর-লক্ষ্মী বাস করেন সতত

যিনি সর্ব শুভপ্রদা ।

নিহে মন্ত্রপুত ন হত অনলে ;

ক্লীব কৈলে বীরলাপ,

\* দৈত্যপীড়িত ভারতবর্ষ রক্ষার নিমিত্ত মহর্ষি বসিষ্ঠ চারিটা পশু অগ্নিকুণ্ডে নিষ্ক্ষেপ করত বীজমস্ত্রে যজ্ঞ সমাপন করিলে সেই চারিপশু নরহইতে চারি অগ্নিকুলের উৎপত্তি হয় । উহারাই পরে রাজস্থানে অধিপতি হইয়াছিল । বর্তমান রাজপুতগণ ঐ চারিবীরের বংশ সম্ভূত ।

## বহুভূমি-শোভা

## কম্পন

সাধুগর্হ্য সে প্রলাপ ।

38

কিন্তু এষে দেশ

## ব্রাহ্মের নিধান

अनिरुद्ध वीर्यामल,

## মহাপদ্মপতি

নাশে অকলঙ্ক,

হেথা প্রয়াস বিফল ।

পাঠান ভূপতি

নাহি গণি মোরা

শুন ধীর গোড়দূত,

বরফ ত্যজিব

সবে নিজপ্রাণ

বর্ণাধারে মন্ত্রপুত ।”

ঘোষিল সময়                      আপন ইচ্ছায়  
 বুখা সখা ভাণ তার  
 প্রতিযুদ্ধ তাঁরে                      দিব ভালমতে  
 শুন দূত বাক্যসার ।”  
 হিজলীপতি বীর হরিদাস,  
 কহে মল্লিমাঝে সহ মন্দহাস,  
 “পূজ গোড়দূত                      শুভবাণী পূত  
 সোপচার সযতন ;  
 ক্ষুকার্ণব মাঝে                      গিরিরাজ রাজে  
 হেন দূত মোর পণ ।”  
 বলি গবেষ ত্যজে সভা নিকেতন ॥  
 ইতি বিপ্রদৌত্যো নাম একাদশঃ সর্গঃ ॥

## দ্বাদশ সর্গ ।



দিবা-অবসানে                      নৃপেন্দ্র নিদেশে  
পুরী-বপ্র-মঞ্চোপর,  
ভয়ঙ্করী ভেরী                      লাগিল বাজিতে  
ব্যাপিয়া অষ্টপ্রহর ।  
সঙ্কেত-দুন্দুভি                      শুনি বীরগণ  
ছাড়ে সত্ত্ব অল্পপান,  
তীক্ষ্ণ খড়্গপাণি                      ক্ষুভিত হৃদয়ে  
পুরী-দুর্গে আগুয়ান ।  
নগরী-পরিখা                      -প্রাচীর উপরে  
লক্ষ সামরিক ধ্বজ,  
রণ-ঘোষ বার্তা                      বহি বার্তাহারী  
আরোহিল অশ্বগজ ।  
সীমান্তে স্থাপিত                      গুল্ম অর্কশত  
আরক্ষ সৈনিক বাস,  
গড়ের শৃঙ্খলে                      সে রাজ্য বেষ্টিত  
হেরি রিপুচিতে ত্রাস ।  
আরক্ষ সেনানী                      স্থাপে গুল্মোপরি  
কামান ভীষণকায় ;

---

অসংখ্য শতাব্দী                      যত্ন রানি রানি  
 প্রাকার তোরণে ভায়।  
 নগর হইতে                      যোজন-ব্যাপিনী  
 ভূমি কৈল \*বিল-ময়,  
 • §কালায়স শূল                      রোপে লক্ষ লক্ষ  
 হেরিতে উপজে ভয়।                      ৬  
 সজার সমান                      -পৃষ্ঠ ভূমিতল  
 যেতে নারে অশ্বগজ,  
 বলাধ্যক্ষ সহ                      হেরে সাবধানে  
 বীর ভূপাল-আত্মজ।  
 ক্ষতগামী হয়                      -পৃষ্ঠেতে নাকারা  
 বাজাইয়া দূতগণ,  
 সাজ সাজ বলি                      প্রতি পরীক্ষাবে  
 করে রণ বিঘোষণ।                      ৮  
 সে নাদে বিক্ষুব্ধ                      পরীবাসী বীর  
 নাকাড়া বাজায় গ্রামী,  
 ছাড়ি নিজকার্য                      সুপান ভোজন  
 মিলে সবে ক্ষতগামী।

### §নিষূদ্ধ-আখড়া

## ক্রীড়া-গীতস্থান

শুট বারাক্ষণালয়.

### ‡পূর্বরাগ-দেখা

তাজয় নিমেষে,

किवलन नाहि अय ।

20

· वीर \* कृषीवल

ছাড়ি দিয়া হল

শূলপাণি গৃহে ধায়,

কহে, বিষ্ণু, হান

## বিকট চীৎকার

শুনি ভীৰু শঙ্কা পায় ।

## গ্রামসেনাগণ

মিলিল আসিয়া

দলইর ধ্বজতলে,

সিংহনাদ করি

## শ্রমীণের বল

মৃত্ত রণ-কোলাহলে ।

22

নিম্নের মধ্যে

যেন মন্তবলে

প্রতিগ্রামে মিলে বল,

## শুনি রণবাহিনী

বাহবাস্ফোটে গৌড়

দিতে চাহে রসাতল ।

## সহস্রী হাজারী

ভূঞা তদধীশ

শিক্ষা শব্দ ফুঁকি ধায়,

‡ কুস্তিখানা । ‡ নায়ক নারায়ণ শ্রীতিসম্মিলন ‡ গলাধঃকরণ ।

অগণন অগণন	পল্লীবিহীন ভাগ	
পরশি রক্তে বেড়ায় ।		১৪
গ্রামে গ্রামে রণ	শব্দ মিনাক	
ভীম কিলকিলা রব,		
হিঙ্গলী রাষ্ট্র	হল রণক্ষেত্র	
*ভারত-যুদ্ধ-বিজয় ।		
প্রতি গ্রামসৈন্যে	বাজে রণভেরী	
প্রতিধ্বনি গ্রামান্তরে,		
নে গ্রাম ছন্দুতি	তাতে দ্বিগুণিত	
ক্রমে চারাদিকে চরে ।		১৬
কাজ হালাবৃত	হইল রাজ্য	
হেরিতে বিষয় মনে,		
দেব-সেনাপতি	যেন মায়াবলে	
ব্যাপিলেন রাজ্য স্বর্গে ।		
ভূমিগ সামন্ত	ভূপাল হাজার	
দেশমুখ্য বারগণ,		
ধাবিত তুরঙ্গে	অশ্বখুরাঘাতে	
কম্পিত প্রান্তর-বন ।		১৮

\* কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের স্মরণ ।

দেশমুখ্যগণ

স্বৈদার্ত্ত অশ্বৈ

ললাট মুছিয়া কয়,

“সাজ সবে হুৱা প্রতি গ্রামে গ্রামে,

বিলম্ব নাহিক সয় ।

শুন রাজবাণী

‡ব্যাঘ্র-হস্তি-সিংহ

-কপাট-সিপাহিগণ;

গিরি-স্তম্ভভেদি-

-প্রধান-পদাতি-

-ঢালি-সান্ধা-বীরজন,

২০

সামন্ত-হাজারা

শতরা-গ্রামণী

বাহুবলীন্দ্র-তনয়,

ভূমিপ-ভূপাল

আর যতজন

বীরকূলে পরিচয়,

সবল দুর্বল

জ্ঞানী বা অজ্ঞান

বীরপুত্র যত জন,

ভূপেন্দ্র বিজয়ী

কহে হরিদাস

করি সবে সম্বোধন—

২২

‘সাজিয়াছে গোড়ে

দুরন্ত পাঠান,

ইচ্ছা কাড়ি নিবে দেশ,

‡ব্যাঘ্র—হস্তি—সিংহ—কপাট—ভূমিপ-ভূপাল ইত্যাদি সৈন্য ও  
সেনাপতিগণের উপাধিনিচয় ।

স্ববলে প্রাণিবে                      এ হিজলী-রাজ্য

পাবে সম্ভাপ অশেষ ।

ଅହାବୌଦ୍ଧ୍ୟ ବଢ଼େ                      ସେହି ଅଗ୍ନିଗଣ

বারিতে হইবে বলে,

হেন \*রগাধবরে                      ত্রতীহবে যেই

বীর মালা তার গলে । ”

28

মহা কোলাহলে                      বিকট নিনাদে

কহে শ্রোত বীরগণ,

একমালা দেহ                      দিলইর শিরে

সবে করিনু গ্রহণ ।

পুন দেশমুখ্য                      কহে- “শুন সবে

## তোমা সবাকার প্রতি

কহে হরিদাস,                      আমার এ রাজ্যে

সর্ববীর      পৃথ্বীপতি !

26

গৃহস্থ আশ্রম                      সুখ ভুঞ্জিবারে

মোতে দিলা রাজ্যভার,

ব্যসন সময়ে                      সব রাজপুত্র

বহু ভার যার যার ।

\*অধ্বর = যজ্ঞ । দলই—গ্রাম্যসেনাদের অধিনায়ক ।



পরশিতে তারে মর্দে পরম্পরে  
তবু নহে সিক্কাকাম। ৩২

হেরি বীরোদ্ধাদ বর্ষে হর্ষ-অশ্রু  
দেশমুখ্য পরধান,

ধন্য হরিদাস বীহার রাজ্য  
হেন বীরানন্দ ধাম।

হেরি দেশপতি এতেক উৎসাহ  
ছাড়িল তুরঙ্গবর,  
প্রতি পল্লী হউ নগর উত্তানে  
হেরে তথা হর্ষভর। ৩৪

প্রফুল্ল শারণ দৈশিক অনীক  
বাছি রাজ্য-শর্মস্থানে,  
বিভাগ করিয়া অশ্ব পদাতিক  
স্থাপে যাঁরে যথা মানে।

মৌল-বলপতি গিহেলাট হাজারা  
স্থাপে দুর্গে একভাগ,

ভাগ সন্ধি-দেশে অর্ধেক সম্মুখে  
মহারণের বিভাগ। ৩৬

রাজধানী হুগে                      দৈশিকাপ্ত বল  
 শারণ অধিপ যার,  
 অস্ত্র যন্ত্র ভোজ্য                      ভৈষজ্য ভিষক  
 জনের নাহিক পার।  
 হেন কালে আসে                      যতেক আশ্রিত  
 সসৈন্য নৃপতিগণ,  
 সর্ব দেশ হল                      মহারণ-ক্ষেত্র  
 প্রতিহারী অগণন।

ইতি রণোত্তমো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

## ত্রয়োদশ সর্গ ।

পদাভিক সার্ক লক্ষ মহারণে সদা দক্ষ  
অশ্বারোহী পঞ্চাশ হাজার,  
শতক কামান সঙ্গে গোড়পতি চলে সঙ্গে  
ধরা বুঝি করে ছার খার ।  
সবে চুর্দান্ত পাঠান বলে গজেন্দ্র সমান  
বাণে খড়েগ অমোঘ-সন্ধান,  
লুঠি নিবে ধনজন সবাই প্রফুল্লমন  
তৃণসম অরি করে জ্ঞান । ২  
হাসে পাৎসা সেকেন্দর ডাকি কহে, “অমুচর,  
বিনাযুদ্ধে পাব অধিকার,  
যে যত লুঠিতে পার ত্রিভাগ বটে তাহার  
একভাগ যাবে কোষাগার ।  
জিনিয়া সামান্য রণ পশ নৃপ নিকেতন  
ভূপধন রাখ ভূপ লাগি,  
একবর্ষ হেথা রব সর্ব ভোগ করি লব,  
হবে সবে নৈলে দোষভাগী । ৪  
মুক্তান্তে ধরিবে রাজা দিব তারে নিজে সাজা  
আপ্তবন্ধু না রবে ধরায়,

---

আবাল বনিতা বৃদ্ধ শাস শত্রু সুসমৃদ্ধ  
রক্তশ্রোত যেন বহি যায় ।

শিবিরে বেগমগণ সে রক্তে ধোবে চরণ  
অলঙ্কারে নাহি প্রয়োজন,  
উপেক্ষিয়া মোর দূত এবে হবে চিন্তায়ুত  
নিজ বখ্ত নিন্দিবে এখন !! ৬

সিন্ধুতটে গৃহযত নৃপতির মনোমত  
মোর গৃহ হবে একবর্ষ,  
দিয়া শিক্ষা সমুচিত করি ওড়ু পরাজিত  
গোঁড়ে পুনঃ যাইব সহর্ষ । ”

ক্রোধে গজ্জি গোড়-পতি চলে অতি শীঘ্রগতি  
অবারিত পথে চিন্তা নাই,  
লুণ্ঠয়ে গ্রাম নগর বলী অভীত অন্তর,  
দীন ধনী কারো রক্ষা নাই । ৮

রাজার সীমান্তে আসি কহে পাৎসা হাসি হাসি  
“হের কাপুরুষ ব্যবহার,  
আছে বিঘ্ন-বিধি নানা কিছুতে না দিল হানা  
অবাধে হইলু নদী পার ।

পলাইল নৌকাবল আর কি আছে সম্বল  
সাগরিক রাজা নাকি হয়,  
নৌবল দুর্ব্বার তার মোর নাওরা হীনাকার !”

এবে গেল সে মোর বিষয় ! ১০

শুনি কামানের নাদ মনে বুঝি পরমাদ  
মার্গ-গুন্ম সৈন্য পলাইত,  
ভয়ে হয়ে হত জ্ঞান নাহি করে প্রণিধান  
মোব পাদে না হল পতিত ” ।

ব্যাপি দেশ নিজবলে গর্জিচ্চ চম্বে কুতূহলে  
তৃণসম গণে অরিগণ,  
তরি তরঙ্গিনাজল উপনীত মহাবল  
গৌড়পতি হিজুলি-সদন । ১২

সদন্তে গর্জিয়া ঘন চালাইল সৈন্যগণ  
অরিরাজ্যে প্রলঙ্ঘন-যোগে,  
হিজলীরাজ্য পশে সৈন্য উৎপেথি অরি অগণ্য  
আকাশ বেঁচি ন বেন নেয়ে ।

হেথা রাজাহরিদাস পাটানের অভিলাষ  
মনে মনে বড়ি বড়ি যা,

যে দ্বারে পাঠানে রাজ্য পশিলে হবে অব্যর্থ্য  
তাতে বাহ করে বিশেষিয়া ।

না বুঝি ভূপের নীতি, মনে পেয়ে বড় প্রীতি  
সেইপথে পশে পাৎসা যবে,  
ঙ্গসিকতা ভূয়িষ্ঠদেশ †রত্নলপুর মরু-বেশ  
যোগ্যভূমি বটে মহাহবে ।

আবরি পাঠান পথ স্থাপে সৈন্য মহারথ  
ভূপেন্দ্র বিজয়ী হরিদাস,  
সমক্ষে সৈকত রাখি পরিখা করিল, ঢাকি  
ক্রোশদশ দৈর্ঘ্যে পরকাশ ।

পৃষ্ঠভাগ সমতল যথা স্বেয় মৌলবল  
গড়খাই পুনঃ পৃষ্ঠভাগে,  
ক্রোশ দশ দীর্ঘ সন্ধি শতবাম প্রস্থবন্ধী  
সৈন্যবাহ হেরি ভয় লাগে ।

দুহো পরিখার মাঝে বিশাল জাঙ্গীল রাজে  
সকামান শোভে সৈন্যরূতি,  
অগ্রে রাখি কোটীদ্বর দশক্রোশ জুড়ি রয়  
বাহ দ্যুত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ।

‡ বালুকা । † রত্নলপুর—এই স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হয় ।

গড়খাই মাঝে রয়      অগণিত সৈন্যচয়  
পৃষ্ঠবল সম্মুখসেনার,  
অকম্প গিরি সমান      যাদের শকতিমান  
মহাগবের্ব বহে অস্ত্রভার।

পার্শ্বে জামাতা তনয়      সশস্ত্র মধ্যেতে রয়  
নিজে ভূপ বীর হরিদাস,  
দক্ষ কোটিপতি বীর গিহেলাট হাজারা ধীর  
বামে সান্তরাণ ঘনদাস।      ২০

কোটিপ্রান্তে বীরবর,      পার্শ্বে ডল্ল কোঙর,  
বামে বল্লসেন অতিদক্ষ,  
উল্লুক, কুল্লুর, যদু,      জিঙ্গা সামান্তিক মধু  
হরবাব রক্ষে দুইপক্ষ।

কটিতে ঝলসে খড়্গ      ধন্বা তুণী বীরবর্গ  
পাছে দীর্ঘ ভল্লধারিগণ,  
প্রহারিলে অশ্বসৈন্য      বল্লম ফলকাগণা  
বিক্ষেপে অশ্ব, হেন দৃঢ়মন।      ২২\*

মহাভেরী বাজে সদা      বীরচিন্তে সুখপ্রদা  
সাক্ষেতিক শব্দ বাজে কত,

রণ বার্তাবহগণ

পর্যাপ্ত করিয়া পণ

অশ্বে দ্রুত প্রধাবনে রত ।

পাঠানসৈন্য অগণ্য

হেরি সবে কহে ধন্য

মনে কিন্তু ত্রাস নাহি কার,

কৈল রাজা শঙ্খনাদ

গর্জ্জিত সৈন্য অবিষাদ

অরিগণ মানে চমৎকার ।

২৪

গর্জ্জিতকহে গোড়রাজ,— ‘বিলম্বে নাহিক কাজ

বসাই কামান বাহুক্রমে,

পাছে রাখ অশ্বসৈন্য

অরি নাহি করি গণ্য

পদাতি স্থাপহ অবিব্রমে,

পত্তি করি সুসংহত

রাখি পদযন্ত্রোশ তত

গোলন্দাজ ছাড়ুক কামান,

কামানে উগার ঘন

দাঁড়ি অয়োপিণ্ডগণ

অনলে পূরিল অবলম্বন ।’

২৬

গর্জ্জিত কামানগণ

দূরৈক রুদ্ধ দুর্নয়ন,

বল্লান্তদহনো জ্বলে সম,

শঙ্খের নিনাদমাত্র

সৈন্য ঢাকি গাত্র

দারে হৃদয় নাহি ভেরব ।

ভীষণ অনলঝড়ে ভূপসৈন্য খাতে পড়ে  
 তল্লেতে প্রাচীর অগ্নে গড়ি,  
 দশেক যোজন ধরি অনাক প্রতীক্ষা করি  
 আজ্ঞা, রহে একদণ্ড ভরি। ২৮  
 থামিল অনলোদগার বিদারিয়া অন্ধকার  
 অশ্বারোহা পঞ্চাশহাজার  
 ব্যূহ বান্ধি পঞ্চকোশ আসে গর্জি মহারোষ  
 স্তম্ভ,হেরি বল্লম প্রাকার।  
 মন্ত্রে যেন রাজবল বাণবৃষ্টি অবিরল  
 বধি গর্বে উঠিয়া দাঁড়ায়,  
 একজনে হানে শত অশ্বহতে পড়ে কত  
 শূন্যপৃষ্ঠে কত অশ্ব ধায়। ৩০  
 সবে বর্ষে মহাশর যেন বর্ষে বারিধর  
 অবিক্র নাহিক দেহে স্থান,  
 অরি বিক্র ঙ্গপড়ে খশি বিক্রনেত্র কান্দে বসি  
 বিক্রবন্ধা ডাকি ছাড়ে প্রাণ।  
 ধীরাজ গজেন্দ্ররায় বর্ষে শর ধারাপ্রায়  
 একশরে বিক্রে পাচ সাত,



কান্দে নরনারীগণ মৃগেন্দ্র শার্দূল বন  
ছাড়ি, বিগ্ন পলায় অমনি।

মহাপ্রোত-পুরীদৃশ্য রোদনে পূরিল বিশ্ব  
মৃতদেহে পূর্ণ রণাবনি।

হেরিয়া অভেদবুহ পাঠান মানসে \*উহ  
খণ্ডিকহে, “শত্রু দক্ষভাগ,

পরশে শতেক শত তুরগী সশস্ত্র তত  
উড়াইয়া সৈকত পরাগ।” ৩৮

বৃহবন্ধ অশ্ববল ভল্লপার্শ্ব মহাবল  
অমনি প্রান্তর লজ্জি ধায়

দক্ষিণ কোটির পতি হাজারা গিহেলাট অতি  
সাবধানে নিজবুহে চায়।

গণ্ডশৈল-শ্রেণিসম বিরূঢ় বুহ’ বিষম  
বর্ষে অগ্নি পঞ্চাশ কামান,

পশি পাঠান প্রান্তর অর্দ্ধলোটে কলেবর  
অর্দ্ধরাজ বুহে আগুয়ান। ৪০

গিহেলাট আদেশ মানি সব সৈন্য বীরমানী  
শত্রু অশ্ব বিস্ফে কোটিশর,

\*উহ = তর্ক, সন্দেহ।

পাৎসার তুরগী বীর না পশি ব্যাহারীর  
 পড়ি দূরে ধূলায় ধূসর !!  
 কতকোটি সিংহনাদ গণে ধরা পরমান  
 সে বিরাবে দারে উর্ধ্বে লোক,  
 অগণা ধায় ধ্বজিনী ব্যাট দৈত্যসৈন্য জিনি  
 লক্ষ লক্ষ বাজে জয়ঢাক । ৪২  
 ত্রস্ত যত সুরগণ সুরপতি ক্ষুব্ধমন  
 অতর্কিতে লয় বজ্রকরে,  
 ব্রত নমুটি জন্তু সৃষ্টিনাশ সমারান্ত  
 কৈল বুঝি পুনঃ ধরাপরে ।  
 সবজ্র বাড়ায় হস্ত ‡জন্তুভেদী যেন ত্রস্ত  
 সক্রভঙ্গে হেরে গোড় সৈন্য,  
 চমকে বজ্র-নিষ্পেষ ইন্দ্রাযুধ ঘনদেশ  
 পশে, স্নেহ পশিল যে দৈন্য । ৪৪  
 গিহেলাট তুরগে চড়ি ব্যাহপার্শ্বে দ্রুত চরি  
 গর্জিঁ কহে, “সবে ধন্যবীর,  
 পাঠান তুরগীসৈন্য ভারতে না সহে অশ্রু,  
 তৃণমানি রহিয়াছ স্থির !!”

গজেন্দ্র বন্দিত হুস্ব তেজীয়ান্ চড়ি অশ্ব  
 ভূপাদেশে গিহেলাট বন্দয়, —  
 “হেরি বিক্রম তোমার প্রশংসিয়া বারবার  
 ঈজনা ময় ভূপতি পুছয় ।” ৪৬  
 গিহেলাট কহয়, — “বীর, রহ ভূপ পার্শ্বে স্থির  
 তদালম্ব মোদের জীবন,  
 বুখামানি এ যবন জয়ী হবে না কখন  
 জীবন করেছি মোবা পণ !”  
 জামাতা গজেন্দ্ররায় বাপ্পায়িতনেত্রে ধায়  
 “ধন্য বীর সেনাপতি তুমি,  
 সহস্রদশেক ষাঁরে পরশ করিতে নারে  
 নৃপতি-সামন্ত ভার-ভূমি !” ৪৮  
 শুনি ভূপ শঙ্কনাদ সর্বব্যূহ সিংহনাদ  
 করি কহে, — “জয় হরিদাস ।  
 বিজয়ী গিহেলাট ধন্য কে তার সমান অন্য ?”  
 শুনি গোড়পতি পায় ত্রাস ।  
 সাদী চল্লিশ হাজার সৈন্য সৈকতের পার  
 স্তূপে স্তূপে জুড়ি বহুক্রোশ,

---

ঈত্রাক্ষণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ং । ক্ষত্রিয় বন্ধুকে প্রশ্ন করা  
 কালে আপনি অনাময় ত ? এরূপ বলিতে হইবে ।

শয়ান, উত্তাননেত্রে ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্রে  
চেফ্টাহীন অপগত রোষ । ৫০

বহি বেগে সমীরণ কৈল ধূম সংবরণ  
প্রকাশিত হল রণস্থল,  
খামিল কামানানল বাণ-প্রাপ্য দুইদল  
রক্তশ্রোতে ধৌত ধরাতল ।  
হেরি বাণপথে অরি ধীরাজ গজ্জর্জন করি  
কহে, “বর্ষ আছে যত শক্তি,  
স্মর-সগৌত্র বান্ধব নিজ প্রিয় যাহা সব  
দেখাও ভূপাল প্রতি ভক্তি !” ৫২

রাজা হরিদাসরায় ব্যূহনধ্যেতে দাণ্ডায়  
প্রকম্পিয়া ভীষণ কাম্বুক,  
ক্রোশগামী মহাশর যুগায়ত ঘোরতর  
দেবাসুর জীবনঘাতক ।  
রঘে স্থির করি লক্ষ্য কঠিন পাঠানবক্ষঃ  
একবাণে দারে দশ বিশ,  
হস্তের চিত্র লাঘব সংহত মার্গণে সব  
বিন্ধি অরি পাড়য় অনিশ । ৫৪

অদ্ভুত প্রকটে শক্তি অরিমাবে হেন ব্যক্তি

নাহি বাণপ্রাপ্য পথে ধায় ;

সাহস করিয়া কত সহস্র হইল হত

পশি অগ্নি পতঙ্গের প্রায়।

বিস্ময় মানিলা সব এক রাজা পরাতন

করে. বাণবর্ষি, সর্ববসৈন্য,

ক্রোধে নেত্রে বহে জল গোড়পতি কহে,—“বল

পাঠানের পায় এত দৈন্য।” ৫৬

বাহ বাম-কোটপতি শারণ অদীনমতি

মল্লগণে কহে, “নাহি সয়,

বহুদূর হতে অরি আসয়ে গজ্জর্জন করি

প্রতিঘাত অনুচিত নয়।”

এতশুনি মল্লদল বিষ্ণুপুরি মহাবল

বাণবর্ষি চলিল গর্জিয়া,

ক্ষুৎকার্ণব উন্মিপ্রায় প্রচণ্ডবেগেতে ধায়

সিংহনাদে কাঁপে বীরহিয়া ; ৫৭

না গণি শত্রুর শর পশি পাঠান ভিতর

ধনুতাজি, লয় বাঁষ্টিকরে,—

একঘাতে দুই চারি প্রবীর-শির বিদারি  
মহারোষে পুন শত্রু ধরে ।

পিশাচ চীৎকারকরি বাধিয়া অমৃত অরি  
একপার্শ্বে করি মহামার,

পুন বরষিয়া শর শরসম বেগধর  
পুনঃ ব্যুহে ফিরিল রাজার ।

৬০

যুঝয়ে রাজার বল শৃঙ্গ, শঙ্খ, অবিরল  
চারিদিকে করে মহাশব্দ,

\*সবে শংসে মহামল্ল নাহি যার প্রতিমল্ল  
হেরি ভয়ে গৌড়পতি স্তব্ধ ।

রক্তকরে স্ববদন মুছি অরুণ বরণ  
ভানুমান্ চলে অস্তাচলে,

পরিক্রান্ত দুহোসৈন্য বিশ্রাম শৃঙ্গ অগণ্য  
বাজাইয়া স্বশিবিরে চলে ।

৬২

সৈকত মহাপ্রান্তর যত দৃষ্টির গোচর  
আগুল্ফ শোণিত শ্রোতময়,

অশীতি সহস্রমান সমরে পড়ে পাঠান  
মৃত অশ্ব গজ কে গণয় ?

\*

\*প্রশংসা করে ।

চল্লিশসহস্র মিত রাজন্য বীর পতিত  
 স্বর্গকাম, সবে বীরব্রত,  
 বারান্ধিবাঙ্ঘ্রিতক্ষেত্র ভীরু হেরি মুদে নেত্র  
 বীরলোককামের সুপথ । ৬৪  
 চিন্তি নিজকৃত্য নৃপতি সঙ্কৃত্য  
 চলে নিশি-বাসস্থান,  
 এদিকে পাঠান হয়ে হতমান  
 চিন্তে স্ববিক্রম-পরিভ্রাণ ॥ ৬৫  
 ইতি প্রথমসম্প্রহারো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

---

## চতুর্দশ সর্গ ।

প্রভাত হইলে নিশা      রঞ্জিয়া পূরব দিশা  
ভানুমান্ উদিত গগণে,  
পরিধি মণ্ডল রক্ত      জলে স্থলে প্রবিভক্ত  
প্রতিবিম্বরূপে সেইক্ষণে ।  
দ্বিতীয় মণ্ডল এক      প্রকাণ্ড †পিঙ্গল-রেখ  
জলে কেন্দ্রে রাখিয়া অরুণ,  
পরিধি হইতে যার      শাকবন্ধক অনিবার  
ছোট দৃশ্য অতীব দারুণ ।      ২  
রাক্ষস প্রমথ ভূত      ধায় গগণে অযুত  
শূলহস্তে রক্ত সংহনন,  
মাঠর \*পিঙ্গল গর্জি      মার্ত্তণ্ডের পথ বর্জি  
উর্দ্ধে নাচি করয়ে ভ্রমণ ।  
একটী কিরণ য়ার      কোটি কোটি গ্রহভার  
ঽবহে ব্রহ্মজ্বলিত তপন,  
হেরি তাঁর ভীমকান্তি      দেবাসুরে নাহি শাস্তি  
জিহ্বা লঙ্কে করিল স্তবন ।      ৪

†পিঙ্গল বর্ণের রেখাবুক্ত । শমস্তক বিহীন দেহ । \*সূর্য্যের  
পারিপার্শ্বিক দেবতাগণ । ঽসূর্য্যের এক একটী কিরণে শত  
শত গ্রহ জন্মে ও ভাসিয়া বেড়ায়, তিনি সাক্ষাৎ প্রজ্বলিতব্রহ্ম ।  
আগ্রগণ্য সর্ব্ব এব সূর্য্যঃ ( ছান্দোগ্য )

হেরি সে \*মায়িক দৃশ্য      গজেন্দ্র বীর অশ্বমুখ  
 সেনাগণে কহে সম্বোধিয়া,—  
 “উপেখি উৎপাতগণ      কর সবে স্থিরমন,  
 অরাতি পাঠানসৈন্য হের নিরখিয়া,  
 এসব উৎপাত ফলে      ॥হত অরি কালানলে  
 অরাতি পাঠানসৈন্যে হবে মহামার,  
 কোটি চন্দ্রহাস ধারে      ঘোর রণভূমিপরে  
 পাঠান শোণিতে শ্রোত বহিবে সাতার । ৬  
 বীর তাম্রলিপ্তিগণ      সুক্ষ্মী ওড়ী বঙ্গীজন  
 কলিঙ্গী, রাজন্যকুলে      যতেক গগন,  
 স্মরি সবে পূর্বকথা      অতীত বীর্য্য-বারতা  
 চিন্তি, বাহুবলে      কর পাঠান হনন ।  
 হেরেছ †ভারতযুদ্ধ      মহারণে সদালুপ্ত  
 তোমাদের পিতৃগণ      সবে বীরব্রত,  
 হেরিয়াছে দ্রোণ ভীষ্ম,      বীর জামদগ্ন্যশিষ্য,  
 তপন-তনয় কর্ণ,      কুরু মহারথ । ৮

\*সূর্য্য মণ্ডলের এ সকল বিকৃতি নাই, আদিত্যাস্তবর্ত্তি হিরণ্য-  
 বপুঃ দেবতার উহা মায়া মাত্র । ॥শত্রু দক্ষ হইয়াছে বলিয়া মনে কর ॥  
 †মহাভারতোক্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে তাম্রলিপ্তরাজ কোরব পক্ষ আশ্রয়  
 করিয়া ছিলেন ।

পার্শ্ব গাণ্ডীর টঙ্কার      সহে কর্ণ-ঐষুগ ঘাঁর  
 ভয়ঙ্কর দেবদন্ত পাঞ্চজন্য-ধ্বনি,  
 ভীম ভারতসমরে      সশস্ত্র যে জন চরে  
 তাঁর রক্ত বহি ভীরা না হবে কখনি ।  
 ঘাঁরা বান্ধে ঙ্গুষ্ণার্জুন      জানে তাঁরা শৌর্য্যগুণ  
 প্রলয়েও ভয় কি যে তাঁরা নাহি জানে,  
 বর্ষিত কৃপাণপাণি      আপন সৌভাগ্য মানি  
 পশ রণে, দহ শত্রু বিশিখ সন্ধানে । ১০  
 নাহি কর মৃত্যুভয়      দেহ দুর্ব্বলে অভয়,  
 ধর্ম্মরাজ বীর-সহচর,  
 মহাসমর-অধ্বরে      যারা প্রাণাহুতি করে  
 বীরলোকে বসে চিরতর ।

†দুইকাণ । ঙ্গুতাম্রলিপ্তরাজ তাম্রধ্বজ রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ  
 যজ্ঞের অশ্ব বান্ধিয়া রাখিয়া ছিলেন, এবং অশ্বরক্ষক তৃতীয় পাণ্ডবকে  
 সমরে পরাজিত করেন । তাম্রধ্বজ-পিতা পরমবৈষ্ণব রাজা  
 শিখিধ্বজ অশ্ব উন্মোচন করিলে কৃষ্ণার্জুন চিরকাল তাম্রলিপ্ত বা  
 রত্নাবতাতে বর্ত্তমান থাকিতে প্রতিশ্রুত হন । আজিও তাম্রলিপ্ত  
 রাজ প্রাসাদের সম্মুখে জিকুহরির পাষাণমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে ।

সে যে পূজা, অশোচ্য, দেবতার সদালোচ্য,  
 \*বৈখানস\* নহে তার কাছে,  
 সুবর্ণ-পবর্ণ সোপান আসূর্য্য জুড়িয়া †স্থান  
 তাঁর জন্যে শূন্যপথে রাজে। ১২

শত দেবকন্যা আসি বরে তারে হাসি হাসি,  
 বজ্রপাণি নিজে পুষ্পবর্ষে,  
 যত ব্রহ্মষি দেবর্ষি নাচে তার শিরঃ স্পর্শি  
 ভুলোক ছালোক নাচে হর্ষে।  
 তপোদান বেদপাঠ জানেনা, মলিন-ঙ্‌শাট,  
 তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র নাহি জানে,  
 সম্মুখ সমরে পড়ি যায় স্বর্গে রথে চড়ি  
 হেরি অন্যে শিরে কর হানে; ১৪

বসে স্বর্গে কোটীকল্প সপুত্র বান্ধব ‡তল্ল,  
 দেবলোকে এতই পূজিত,—  
 তোমরা বীরের পুল্ল ধর বীর কৰ্ম্মসূত্র  
 ভীরুযোদ্ধা নরক-বাস্তিত।  
 যদি বা নাস্তিক বুদ্ধি, না হয়েছে চিন্ত-শুদ্ধি,  
 পরলোকে না কর বিশ্বাস,

---

\*বান প্রস্থ, নখলোমাদিধারী তপস্বী। †সূর্য্যামণ্ডলে গমনার্থ  
 তাহার জহ্ন সুবর্ণ সোপান নিশ্চিত আছে। ‡মলিন কাপড়। †স্বামী।

হের এ শোণিতহ্রদ যাক্তে নিমগ্ন \*অগর্দ  
 পুত্র মিত্র স্নেহের আধার । ১৬  
 তাঁদেরে আহতি দিয়া জীবিতেছা কি লাগিয়া  
 প্রাণত্যাগ বটে সমুচিত;  
 যদি ত্যাজ্য বটে প্রাণ; কর রণে অবস্থান  
 রাজ্যকীৰ্ত্তি এক ত নিশ্চিত ।  
 তাঁর রণিক-†জীবিত বটে অতি বিগর্হিত  
 প্রাণহীন শবের সমান;  
 কিবা বিপ্র, বৈশ্য, শূদ্র, সবে মানে অতি ক্ষুদ্র  
 চাতুর্যবর্ণ্যে নাহি তার স্থান । ১৮  
 চিরান্তান্ত মহাহবে ‡সেবায় অসিক্ত হবে  
 ভারবাহী সাজিবে †রাসভ,  
 হাঁসিবে বীর সমাজ; চিরকাল পাবে লাজ;  
 লানমুখে রবে দুঃখে সব ।  
 নহ তোরা কাপুরুষ প্রকাশ নিজ পৌরুষ;  
 মহারণে অতীত বদনে,  
 নহ ত কদলীদল, শালসম, কেন বল  
 বিকম্পিত মলয় পবনে ? ” ২০

---

\*অমৃদবেগ ।      †জীবন ।      ‡সেবাকর্মে, চাকুরীতে ।  
 †গর্দভ ।

শুনি সে বীর-বচন      সবেই প্রকুলমন  
 সর্বসৈন্য কৈল সিংহনাদ,  
 শুনি ভয়ঙ্কর ধ্বনি      কাঁপে শত্রু মনে গগি  
 শতকোটি অশনি-সম্পাত ।  
 সাহসে অরাতি পক্ষ      বাছিয়া সৈনিক দক্ষ  
 সেনাস্তম্ভ সাজাইল শত,  
 সব স্বল্প পরিসর      যেন শুলের নিকর  
 বজ্রসার অতীব সংহত ।      ২২  
 †বিবিধু যে ব্যুহশূল      হেরি সৈন্য সমাকুল  
 প্রতিস্তম্ভ স্বজে রাজা তত,  
 দশেক সামন্ত নেতা      একেক স্তম্ভেতে জেতা  
 অরিস্তম্ভ যাতে প্রতিহত ।  
 দুহো স্তম্ভ রণক্ষেত্রে      অন্যান্যো হেরিয়া নেত্রে  
 ঘন ঘন বর্ষে বাণজাল,  
 নিখিল সমরস্থল      ব্যাপি মহাকোলাহল  
 যুঝে সবে সাক্ষাৎ বেতাল ।      ২৪  
 যতেক পড়য়ে সৈন্য      সিংহনাদ করি ধন্য  
 সৈন্যান্তর পশে সেই স্থানে,

---

† প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক ।

কোন স্তম্ভ নাহি হারে      দুহো দোহে বাণে দারে  
 কোন পক্ষ হারি নাহি মানে ।  
 বহিল শোণিত-শ্রোত      তাতে মগ্ন বীর \*পোত  
 মহারণে গজ্জ' ঘন ঘন ;  
 মহাকায় প্রেতগণ      যেন নরকে মগন  
 দারে তীক্ষ্ণ ক্ষেড়িতে †গগণ ।      ২৬  
 ণপতত্রির পথ ছাড়ি      -উড়ে পাখশাট মারি  
 গৃধ্র কঙ্ক মাংসাদ বিহঙ্গ,  
 ঘোর রণভূমি প্রাপ্ত,      স্ব ‡গোমায়ু অবিক্রান্ত  
 পশে রক্তশ্রোত সতরঙ্গ ।  
 শার্দূল গোমায়ু ॥শ্বান      বুক উগ্র করি স্নান  
 রক্তশ্রোতে লোহিত শরীর,  
 পিয়ে রক্ত \*মহাসব      করয়ে বিকটরব  
 হেরি চিন্ত নহে কারো স্থির ;      ২৮  
 ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে বাণ      তবু নাহি খোজে ত্রাণ  
 নির্ভয়ে বিচরি মাংস খায়,  
 পলায়িত বীরগণ      খায় যবে ছাড়ি রণ  
 ফিরি মাত্র একবার চায় ।

\*শিশু ।      †চীৎকার ।      ‡পক্ষী ।      §শৃগাল ।

॥কুকুর ।      \*মহামত্ত ।

মহাভূত প্রেতগণ রবি না করি গণন

বিকৃত ভীষণ দেহ ধরি,

রক্তশ্রোতে পাতিমুখ রাখে ব্যাক্ত পেয়ে সুখ

পিয়ে রক্ত মহোদর ভরি ।

৩০

ডাকিনী যোগিনী সংঘ নাচে পেয়ে মহারঙ্গ

মব্যো-রণভূমি লক্ষ্যকায়

‡প্রতিভট বধে বাস্তু ধায় বীর শূলহস্ত

সে দিকে ফিরিয়া নাহি চায় ।

হেরিয়া বিকট প্রাণী পাঠান বিস্ময় মানি

কহে একি ভীষণ সয়তান,

পাঠান-নিধন-আজি চল যাই রণ-তাজি

নৈলে না রহিবে কারো প্রাণ ।

৩২

হেন মহামারাদ্বিত সঙ্কুল বণ-কম্পিত

হেরিশ্রান্ত অপরাহ্নে অরি,

ডাকে পাশে রণাগ্রণী নৃপতি, “গজেন্দ্র মণি,

কুমার বিক্রম” নাম ধরি ।

“শুন বৎস বীরদয়, চর্চ স্ববাহ নির্ভয়

হীন অংশ করহ সবল,

অষ্ট প্রধান মোর পশেছে সমর ঘোর,

লখি রক্ষ বধ অরিদল ।”

৩৪

† প্রসারিত ।

‡ প্রতিদ্বন্দী বীর ।

শুনি ভূপতিবচন      গজেন্দ্র প্রফুল্ল মন  
 দক্ষিণ-কোটিতে চলি যায়,  
 উল্লসে করিয়া সঙ্গে      সাযুত সৈনিক সঙ্গে  
 পরখিয়া বাহু রণে ধায় ।  
 লেহি ঘন \*স্বকদয়      যেন সিংহ গুহাশয়  
 সূচীক্রমে ব্যুহি নিজগণ,  
 আলম্বি চপলা-বেগ      করি জীবিতাশাত্যাগ  
 পশে শত্রুবাহু অতি ঘন ।      ৩৬  
 রাখি ধনু ধরে শূল      আঘাতে করে নিশ্চূল  
 শত্রু উদাসীন নাহি জ্ঞান,  
 মারে বিদ্রোহ কাটে বলে      বাহু পূর্ণ কোলাহলে  
 আনখ-বিস্মিত মতিমান ।  
 শত পাঠান কোঙর      পাৎসাহের বংশধর  
 গর্জি এল সকাশ্যুক হস্ত,  
 বিক্রি এক একবাণে      গজেন্দ্র বধিল প্রাণে  
 বিক্রমে যবন সব ত্রস্ত ।      ৩৭  
 ধগা করি যুগ্মমন্ত      ভাঙ্গে মহারণ্য, সত্ত  
 গজেন্দ্র তেমনি শত্রুবল,  
 থাকিতে অন্ধপ্রহর      সহস্রবাণজর্জর  
 ফিরে বীর আবার স্বদল ।

হেরি বিজয়-লাঞ্ছিত      কহে যুবরাজ হিত  
 “হের নিজবৃহৎ এবে তুমি,  
 পাঠানের বামপক্ষ      পশিব স্তূড় লক্ষা  
 স-সংহত-বল রণভূমি ।”      ৪০  
 সরোষ পাঠানগণ      যুবরাজ আগমন  
 দেখি গজ্জি যুঝে তার সনে,  
 উঠে মহা কোলাহল      ভীষণ সে রণস্থল  
 জ্বলে অগ্নি অস্ত্র-সংঘর্ষণে ।  
 হেরিয়া সঙ্কুল যুদ্ধ      গোড়পতি স্তম্ভবুদ্ধ  
 কহে-“বেষ্টি বধ এইক্ষণ,  
 নীরপুত্র পঞ্চশত      গজেন্দ্র করেছে হত  
 প্রতিশোধ লহ বীরগণ ।”      ৪২  
 শুনি গোড়পতি বাণী      অসংখ্য বীর সেনানী  
 সসৈন্য ঘেরিল যুবরাজে,  
 সামন্ত প্রধান যত      সবেই সমরে মত্ত  
 কেহ না লখিল বীরমাঝে ।  
 বিংশতি সহস্রবীর      রক্ষে পৃষ্ঠ রণে ধীর  
 বৃহৎ মধ্যে রাজে ভূমি-পতি,  
 হেরি সক্ষা সমাগম      গজেন্দ্র বিষণ্ণ মন  
 কহে ভূপে করিয়া প্রণতি,—      ৪৪

“যুবরাজ মহারণে      পশিলা আপন মনে  
                                  মোরে রাখি তব আজ্ঞাদাস,  
 পাঠান বেষ্টিল তাবে      বীর বাহিরিতে নারে  
                                  মাগি আজ্ঞা যাই তাঁরপাশ ।”  
 রাজাকহে,—“নিজ ভার      বহে বীর-ব্যবহার  
                                  পূর্বাপর হেরিনু এমন,  
 স্বভার বহিতে নারে      উদ্ধারিবে কে তাঁহারে  
                                  সত্য এই কহিনু বচন ।      ৪৬  
 বহুধরা বীর-ভোগ্যা      নহে কভু ক্লীব-যোগ্যা  
                                  জানে বীর তনয় আমার,  
 হয় পাৰে বীরশয্যা      তাতে কি আছে হে লজ্জা  
                                  সাধ যে যে কার্য্য আপনার ।”  
 হেন কালে অরি সৈন্য      বিমদ্বিল অতি ধন্য  
                                  তাম্র লপ্তী ঈধুতারি কুমার,  
 ধিতাই যাহারে কয়      গজ্জি বিপক্ষ মথয়  
                                  তাম্রলিপ্তী গজ্জি বার বার ।      ৪৮  
 বলী ভীম ভীমসম      অবারিত পরাক্রম  
                                  খড়্গ চন্দ্রে করে মহামার ;  
 হেরি অগ্রে গৌড়পতি      বেগে ধায় মহামতি  
                                  সব শত্রু মানে চমৎকার ।  
 বাজে উভে দ্বন্দ্বযুদ্ধ      উভে যুঝে অতিক্রুদ্ধ  
                                  করে খড়্গে বিচিত্র সমর,

---

ঈ ধুতারি বা ধিতাই তাম্রলিপ্ত রাজকুমারের নাম ।

কহে বীর সেকেন্দর,— “যুব, না ত্যজ সমর,  
 যথাবিধি প্রেরি যমঘর ।” ৫০  
 হেরিয়া \*বল্লনতার ধুতারি কৈল প্রহার  
 বর্মকাটি কৈল খণ্ড খণ্ড,  
 প্রকম্পিত গৌড়পতি, পাঠান চিন্তিত অতি,  
 ভয়ে তার সৈন্য লগু ভগু ।  
 পবাজি পাঠানগণে ধুতারি প্রফুল্ল মনে,  
 †স্বকুমার-ফিরিল স্বদলে,  
 ভূপতি সানন্দ মনে অতি ভীম গরজনে  
 সংবন্ধিয়া ধন্য ধন্য বলে । ৫১  
 বর্দ্ধমান হল নিশা কেহ ত না জানে দিশা  
 বিসঙ্কুল চলিল সমর,  
 ভ্রমর অনীক যুঝে ক্ষুধা ক্রম নাহি বুঝে  
 দুইপক্ষ অভিভূত অন্তর ।  
 বগভূমি ‡দীপময় অশ্রান্ত সবে যুঝয়  
 শুধু লক্ষ্য দ্রাবণ ধামন,  
 বেধ নাট্ট হাস্য, বাদ, চাঁৎকার, সিংহনিদাদ,  
 দারে কর্ণ আশ্ফোট ক্রন্দন । ৫২  
 পড়িল অসংখ্য নর সবে বীরব্রতপর  
 মহামারে নিশাঅবসান,  
 আজানু রক্তকর্দম হেরি ভয় পায় যম  
 দৃষ্টি মাতে ছাড়ে ভীকুপ্রাণ ।

\*উল্লফন । †হিজলীরাজপুত্র । ‡রজনীতে দীপালোকে যুদ্ধ হইতেছে

নিশাশেষে কোলাহল      শত্রুব্যাহে অবিরল  
 সবে রোমাঞ্চিত কলেবর,  
 ক্রমশঃ বাড়িল শব্দ      যাতে সর্ব সৈন্য স্তব্ধ  
 ‡দিবাসিংহ বিস্মিত অন্তর ।      ৫৬  
 হেম কালে আসি দূত      কহে, 'অরি দ্বি-অযুত  
 আহতি কবিয়া অস্ত্রানলে,  
 বিদ্রাবি পাঠান সৈন্য      বীর ভাগে অতিথনা  
 গিছেলোট পড়িল রণস্থলে ।  
 আঙুলফ শোণিত জলে      দাঁড়ায়ে সেনানীদলে  
 ভল্লযষ্টি আলম্বি ভূপাল,  
 ভুকুটি রচিয়া মুখে      সাশ্রুনেত্রে কহে দুঃখে  
 স্মরিয়া গিছেলোট বারপাল,      ৫৭  
 "পাঠান সৈন্য অপার      যেন কুরু পারাপার  
 এখনো যে করিছে গর্জ্জন,  
 তবাধীন বীরবর্গে      শবাসনে রাখিয়া স্বর্গে  
 যোগ্য তব নহেত গমন ।  
 জানত এ বীরসংঘ      করিবে যে বাহ্যভঙ্গ  
 তোমাঝি না রবে সমরে,  
 হের আই গজসৈন্য      প্রকাশিছে অতিদৈন্য  
 †তুরগী অবশ নাহি চরে ।      ৫৮

ছিলে বীর মহাবল      সর্ব সেনার সম্বল  
হায় তুমি গিহেলাট অতুল,  
তোমার বিহনে প্রাণ      এবে করিবে প্রয়াণ  
পশি অরি-সমর-সঙ্কুল ।”

বিষন্ন ঙ্গরনিক সংঘ      করিয়া উৎসাহ ভঙ্গ  
মৃত হয় হস্তী বীরোপব  
বাসে সবে ক্ষুধমন      করে অশ্রু বিসজ্জ্বন  
রক্তশ্রোতে সুবিন্দু অম্বর ।      ৬২

হেথা ঘনদাশ বর      বলে দেবেন্দ্র-সোমর  
কুমার সহিত চরি হয়,  
বিংশতি সহস্র বলে      বেষ্টিত সমরস্থলে  
বাহি সৈন্য সতত চর্চয়,  
প্রভগ্ন আপন বল      সংস্থাপিয়া যথাস্থল  
পাঠানে করিয়া মহামার,  
বাজায়ে বিজয় শব্দ      আশুসবি নিরাতঙ্ক  
হেরি দশা মানি চমৎকার,      ৬৪  
কহে ঘনদাস বীর,      “মরণ করিয়া স্থির  
মোরা সবে পশিনু সমর,

শ্লাঘ্য সমরে মরণ      চিন্ত ভূপ অকারণ  
 মরণে কি আছে ভয়ঙ্কর ?  
 মোদেরে পশ্চাতে ফেলি      সুরলোকে করে কেলি  
 সেনাপতি গিছেলট প্রবীর,  
 পাড়েছে অসংখ্য সৈন্য,      তাঁর লাগি কেন দৈন্য  
 রণ-ভোগ্য বীরের শরীর ।      ৬৬  
 হেব বিপক্ষ ধ্বজিনী      গিছেলট-হাজারা জিনি  
 আনন্দে করিছে সিংহনাদ,  
 উড়িছে পতাকারণ্য      বলে তুরগী অগণ্য  
 গজঘটা বৃংহে অবিষাদ ।  
 কৃপাণ ভল্ল বিমল      ভানুকরে বলমল  
 করে সৈন্যে ভয়ের সঞ্চার,  
 উঠ উঠ মহারাজ,      বিলম্বে নাহিক কাজ,  
 তর অরিসৈন্য-পারাপার ॥  
 কিংবা বসি রহ তুমি      একাকী সমরভূমি  
 স্ববশে আনিতে পারি আজ,  
 গজেন্দ্র বসহ হেথা      কুমার না যাহ সেথা,  
 \*ঘৃণী বা শিশুর নহে কাজ ।

ক্ষুদ্র সৈনিক নিবর                      লয়ে ভূপ পশ ঘর  
 'শোক ক্ষেত্র নহে রণভূমি,  
 যতেক কুমার জন                      করি বালকে গনন,  
 রক্ষিয়া বসহ গৃহে তুমি।''  
 শুনি বাণী নৃপবর                      তাজি শোক ধনুর্ধর  
 সিংহনাদ করে হরিদাস,  
 ঘনদাস ধরি খড়্গ                      লয়ে চলে বীরবর্গ  
 পাঠানে পাঠাতে যমবাস।  
 চালাইল ঘনদাস                      বীরবর্গ অরিত্রাস  
 কহে ডাকি,-"রে পাঠানগণ,  
 দিলাম অভয় সবে                      না বধিব মহাভাবে  
 দুর্বল ভীরুক মৈত্র জন।  
 রণে বধিয়া কি ফল                      নিঃসত্ত্ব পশুর দল  
 বৃথা বীর কলঙ্ক ঘোষণা,  
 আশ্রুক না গোড়পতি                      মহা সেনানী সংহতি  
 এখনি পরশি বীরপণা।''  
 শুনি ক্রুদ্ধ গোড়পতি                      খড়্গপাণি দ্রুতগতি  
 আসিয়া পশিল মহারণ,

বাধিল সঙ্কুল যুদ্ধ সমীরণ হল রুদ্ধ  
 ভূমে পড়ে যোদ্ধা অগণন । ৬৪  
 মৃত গজ অশ্ব নর পূর্ণ সকল প্রান্তর  
 তবু গর্জিছে যুঝয়ে পাঠান,  
 সবলে প্রতিপ্রহার হরিদাস অনিবার  
 করি অরি করে খান খান ।  
 সার্কি প্রহরের কালে দ্বিখণ্ড করিয়া চলে  
 বাহু ভাঙ্গি বীর হরিদাস,  
 হুন্দার সে প্রভঞ্জন গোড়েশ চকিত মন  
 সর্বব সৈন্তে পশিল তরাস । ৬৭  
 অতর্কিতে হিজলী-সৈন্ত সবে প্রতাপে বরণ  
 মহাবেগে ভাঙ্গে মধ্যভাগ,  
 কম্পিত পাঠানগণ ভঙ্গ দিয়া সেইক্ষণ  
 ত্যজে দ্রুত রণ-ভূমিভাগ ।  
 প্রাণভয়ে গোড়পতি ত্যজি রণ হরা-গতি  
 অবশিষ্ট সৈন্ত লয়ে ধায়,  
 হেনকালে নৌকাবল আশি রোধে নদীজল  
 গোড়েন্দ্র ফাঁফর হয়ে চায় !! ৭৮

হেরি শত্রু পলায়িত      হিজলী সৈন্য বড় প্রীত  
 গার্জিয়া বিদারি পাছে ধায়,  
 \*ত্রায়ুত পাঠান প্রায়      পিছে ফিরি নাহি চায়  
 জানি মৃত্যু করে হায় হায় ।  
 পলাইয়া গৌড়পতি      বাহিয়া সেনা সম্প্রতি  
 সন্ধি-ধ্বজ তুলিল আকাশে,  
 ধাশিল হিজলী সৈন্য      পতাকা করিয়া গণ্য  
 সকটাক্ষে পরস্পর হাসে ।      c'৭  
 গোড়েন্দ্রের দূত আসি      কৃতাজ্জলি কহে হাসি  
 “ধন্য বীরচূড়া হরিদাস,  
 প্রশংসে গৌড়েন্দ্র বীর      পাঠান সমক্ষে স্থির  
 দিনত্রয় পরিহরি ত্রাস ।  
 না হেরি এ হেন অন্য,      ভূপ হরিদাস ধন্য,  
 মাগি এবে রণ পরিহার ;  
 মোরা বন্ধু পরস্পর      আর না হোক্ সমর  
 যার রাজা তার অধিকার ।      c'৮  
 সঙ্গে আছে যত ধন      অপিণু যে সন্ধিপণ  
 বন্ধুভাবে দেশে চলে যাই,

ত্রাযুত পাঠান সঙ্গে      দ্রুত চলি যায় বঙ্গে  
 কিংবা প্রাণ দিব ত সবাই ।”  
 শুনি গোড়দূত কথা      তাজিয়া চিত্তের ব্যথা  
 স্তম্ভি সৈন্য ধন্য হরিদাস,  
 কহে,—“দিলাম অভয়      লয়ে নিজসৈন্যচয়  
 যাহ দেশে তাজিয়া তরাস ।”      ৮৪  
 সৈনিক হিজলোবাসী      উছলি স্তম্ভিল হাসি,  
 না লজ্জিল ভূপের বচন,  
 যেন মহাসিঙ্কুজল      বেগে করে কল কল  
 তটভূমি করেন লঙ্ঘন ।  
 দিয়া ভূপে সব ধন      লইয়া পাঠান গণ  
 মৃতপ্রায় চলে পাৎসা ফিরি,  
 ত্রিভাগ সহিত লক্ষ      রণে হত মহাদক্ষ  
 পাঠান স্মুরিয়া ধারি বারি ।      ৮৬  
 হিজলী বীরগণ      বহি বহুধন  
 হর্ষে পশে পটবাস,  
 করি আলিঙ্গন      সব বীরজন  
 পূজ্যে বীর হরিদাস ।

ইতি সমরবিজয়োনাং চতুর্দশঃ সর্গঃ ।

## পঞ্চদশ সর্গ ।

ভূপ হরিদাস                      জিনি মহারণ  
                         গ্রহি অরি ধনরাশি,  
বাঁটি বাঁটি দিয়া                      বন্ধু সৈন্যজনে  
                         হিজলী চলিলা হাসি ।  
হিজলী-বল সহ                      উৎকলের সেনা  
                         উড়ায়ে বিজয়ধ্বজ,  
রণতুর্য্য ঘোর                      বাজাইয়া দ্রুত  
                         চালাইলা অশ্বগজ ।                      ২  
জয় জয় নাদে                      কাঁপাইয়া ধরা  
                         পশে নৃপ রাজধানী,  
আনন্দে মগন                      যত নাগরিক  
                         দিবা নিশা নাহি জানি ।  
হিজলী বীরগণ                      আনন্দে চলিলা  
                         সবে নিজ নিকেতন.  
ডিড়ে পত পত                      বিজয়-পতাকা  
                         ঘোষে তুর্য্য অনুক্ষণ ।                      ৪

স্থপান ভোজনে                      হান্স পরিহাসে  
 বিহ্বল নগরবাসী,  
 অসংখ্য কামান                      গরজি গস্তীর  
 উগারে অনলরাশি ।

নগরোপকণ্ঠে                      রণনৌকাপরে  
 শতদ্বী গরজে কত,  
 মত্ত নারীগণ                      বীর বৃন্দোপরে  
 বর্ষে পুষ্প অবিরত ।

৬

নৃপতি, কুমার,                      সডল গজেন্দ্র  
 পশে রাজনিকেতন,  
 জয় হুলুধ্বনি                      মঙ্গল আরতি  
 করে সীমন্তিনীগণ ।

হেনকালে সাজিএল রাণী বিভাসতী  
 বিভাময়ী, সঙ্গে কন্যা কনক-প্রতিমা  
 প্রভা, ক্ষণপ্রভা যথা, বধু দেবসেনা,  
 বরিবারে নরপতি সমর-বিজয়া  
 রত্নপতিসম ; অনবগুণ্ঠিত সবে,  
 পরিধানে রক্তপটুবাস, অস্ত্র শস্ত্র

৮

১০

খড়গ-চন্দ্র-স্বর্ণ-চিহ্নে বিমণ্ডিত ;  
 অনবগুপ্তিত শিরে শোভয়ে কবরী,  
 বিজড়িত মণিমুক্তা কনকের দামে ;  
 শোভে নবঘন যথা গগনমণ্ডলে ১২  
 চপলার রেখারাজি-রঞ্জিত হৃদয়ে ;  
 কক্ষে রাজে চন্দ্রহাস রজত-নির্মিত,  
 কপালে সিন্দূর-বিন্দু, প্রাচীদিশামুখে  
 তরুণ অরুণ যথা ; কণ্ঠে আন্দোলিত ১৪  
 মুকুতার মালা, চরণে শিঞ্জিত মৃত্ত  
 নিপুণ মঞ্জীর, করে বরণের ডালা  
 স্তম্ভল,—শোভে তাতে সপ্ত সপ্ত দীপ,  
 দৃবর্ষা, ধাতু, কঙ্কল-বর্ত্তিকা, পুষ্পমালা, ১৬  
 ঘৃষ্ট-চন্দনপত্রিকা ; কিস্করীর বৃন্দে  
 বেষ্টিতা সুন্দরীত্রয়, বীজনিছে যারা  
 চামর । ভূপেন্দ্র হেরি আরতি-সম্ভার  
 দাণ্ডাইলা সসম্মে ; উঠে উচ্চরবে ১৮  
 ছলুঝনি শঙ্খনাদ নারীবৃন্দ মাঝে ;  
 নারী তুর্ঘ্যকেরীগণ বাজায় মধুর ।

মুদ্র, তুর্য্য, বীণা, বেণু, করতাল সহ ।

বধুকন্যাসহ রাজ্ঞী বরিয়া রাজায়, ২০

শুভাশীষ বিতরিলা ধান্যধ্বনি দিয়া

কুমার জামাতা বীর গজেন্দ্র কুমারে ;

অপিলা স্বহস্তে কৃপা ধান্যদ্রবদল

বীরযুথপতি অষ্টপ্রধান জনেরে ;— ২২

জানুপাতি ভূমে নোয়াইলা তাঁরা শির,

প্রাধানিক শিরস্ত্রাণবৃত ; অষ্টবীর

মানে ভাগা মূর্ত্তিমতী জয়লক্ষ্মী যথা

বরিলা আরতি সবে, বিস্তারিলা যেন ২৪

মৃদ্ধ খেদ ! পুষ্পরাশি লাগিলা বধিতে

নারীজন যত ; মরপতি পশিলা ভবনে ।

আনন্দে চলিল সপ্তদিন হেনমতে ।

অষ্টম দিবসে ভূপ ঘোষিলা আদেশ, ২৬

আপ্তবন্ধুবর্গ সবে করিতে বিদায়,

যথাযোগ্য সম্ভাষিয়া, পূজিয়া ঘটনে ।

হত-অবশেষ সেনা লয়ে বন্ধুজন

আপন ভবনে চলে অতি স্নমটমনে ২৮

গর্বিবত হৃদয়, স্মরি গত-সমর কাহিণী ।

বিসর্জিয়া বীরজনে নাতিহৃষ্টমনে

পুনস্বপ্নে রাজ্যভার লইলা নৃমণি

সমর্পিয়া সর্ববফল বৃষ্টি-কুলপতি

৩৬

-পাদে । সত্য, শাস্ত্রে কহে ত্রিবামা সে দেব ;

দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য-প্রধান, সেবে তাঁরে

বীরবৃন্দ তথা আর যোগীঋষিজন,

মহিষামণ্ডল কৃতপুণ্য কৃততপাঃ :

৩৭

যতপি নাহিক তথা ব্রহ্মপুরী-প্রীতি

মধুময়ী, যে পথের নাহিক তুলনা

\*ত্রিভুবনে তবু নৃপ সতজনবশে

ধ্যায়ে যতুপতি-কৃষ্ণ যতুসভাশোভী

৩৮

বেষ্টিত মহিষীগণে, শাস্ত্র জাম্ববতী

-স্মৃত, বলভদ্র বীর প্রদূস উদ্ধব

নিষ্ঠা উল্লুক গদ অক্রুর শারণ

অনিরুদ্ধ আদি যত বৃষ্টি বীরচয়

৩৯

\*বৈষ্ণবমতে ব্রজভাবে কৃষ্ণভজন উৎকৃষ্টতম ; উহাতে অত্যন্ত মাধুর্য্য ; কিন্তু রাজা স্বকীয়ভাবে দ্বারকাধীশ কৃষ্ণভজন করেন ; যে ভাব মাধুর্য্যযুক্ত হইলেও রাজভাবে ঐশ্বর্য্য প্রধান ।

সেবে তাঁরে অনুদিন । জন্মকৰ্ম্ম তাঁর

যত চিন্তে নরপতি স্মরণে ঙ্গাহার

কৰ্ম্মবন্ধ হয় লীল,—কহে মূনিবর

সত্যবতী-সুত বিষ্ণু পরাশরাত্মজ,—

৩৮

‡ভারত যাঁহার গাঁথা অতুল জগতে ।

ধন্য ত্রিভুবনে পুত্র শুকদেব, মিশি

যিনি ব্রহ্মভাবে, সর্বভূতে রাহে লীন,

পশুপতি বরে, ছায়ারূপে \*সাস্ত্রনিছে

৪০

পিতা সত্যবতীসুতে ; ভাগীরথা তটে পুন

উদ্ধারিতে পরাক্ষিতে কুরু-তন্তু ক্লীণ,

গায় বিষ্ণুগাঁথা-ভাগবত কথারূপে,

দশমে যাহার দশমপদার্থ—মুখ্যলীলা—

৪২

পঞ্চাধ্যায়ী পঞ্চপ্রাণ স্তুগীত \*গান্ধারে ;

প্রতিধ্বনি বশে যাঁর দ্রবিল ভুবন,

ধন্যতম এ ভারত ; মুক্তি যাঁর পরে

§ “জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যম্”—আমার জন্ম ও কৰ্ম্ম যিনি জানেন  
তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন । গীতা । ‡ মহাভারত । \* শুকদেব  
সর্বভূতে মিশ্রিত হইয়া গেলে ব্যাস তাহার শোকে ব্যথিত হন ।  
মহেশ্বরের বরে তিনি পুত্রকে ছায়ারূপে দেখিতে অধিকারী হন ।

+ শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতোক্ত দশম মুখ্য পদার্থ । তাহার মুখ্যলীলা  
ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ীতে বর্ণিত । উহা ভাগবতের পঞ্চপ্রাণ  
বলিয়া গণ্য । \* গান্ধারগ্রাম নামক স্বরভূমিকায় সুর রাখিয়া ।

ইহেমকান্তি ধরি প্রেমে ভাসায় জগৎ । ৪৫

ভজি রাজা ঈনিজভাবে ব্রহ্ম পরাংপর

কৃষ্ণ-কুলপতি দেবে, রাজ রাজেশ্বর

-ভাবে ঐশ্বর্যের পথে তলবাহি যাতে

মাধুর্য্য শাসয়ে রাজ্য, পূজয়ে দেবেশে । ৪৬

সেবে রাণী বিভবাতী, বধু দেবসেনা,

কন্যা প্রভা, জামাতা, আত্মজ, অষ্টজন

প্রধান, যতেক আর আপ্তবন্ধুজন,

ভূপেন্দ্র বিজয়ী ধন্য বার হরিদাসে ॥ ৪৮

হাঁতি উপসংহতিসমাখ্যঃ পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

সমাপ্তমিদং কাবান্ ।

‡ এ'ব ব'লিতেছে, —ভাগবতের সেই রাসপঞ্চাধ্যায় বচকাল পবে  
জুবন-কান্তি বিশিষ্ট মূর্তি (শ্রীচৈতন্যমূর্তি) ধরিয়া জগৎ প্রেমে  
ভাসাইরাছিল ।

§ মনুষ্য ভাবের উৎকর্ষ থাকিলেও বাজা স্বহৃদয়ে সমুদিত ভাবে  
দ্বারকাধীশ কৃষ্ণভজন করেন ।











